উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৭ কার্তিক ১৪৩০ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 14 November 2023 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

সুনকের মন্ত্রীসভায় ক্যামেরন

সাতের পাতায়

নয়বারের সাংসদ বাসুদেব প্রয়াত

পাঁচের পাতায়

ঘূর্ণি পিচ চাইছে টিম ইন্ডিয়া

ওয়াংখেড়ের মূল আকর্ষণ ডেভিড বেকহ্যাম

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর : হ্যাপি দেওয়ালি!

সকাল নয়টার সামান্য পর মুম্বই বিমানবন্দরের মাটি ছুঁল বিমান। আর পাইলট গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলেন, দীপাবলির মুম্বইয়ে আপনাদের সবাইকে স্বাগত।

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন। কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই ছুটির আমেজ বাণিজ্যনগরীতে। বেলা বাড়ার সঙ্গে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় উপচে পড়া ভিড়। মুম্বইয়ের বিখ্যাত মেরিন ড্রাইভ যেন অষ্টমীর সন্ধ্যার একডালিয়া এভারগ্রিন। থিকথিকে ভিড়। যেখানে আট থেকে আশি, সবারই উপস্থিতি। মেরিন ড্রাইভের ভিড়ের মধ্যে বহু বিদেশিও রয়েছেন।

মেরিন ড্রাইভ থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে ভারতীয় ক্রিকেটের বহু ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। মূল প্রবেশদ্বারের সামনেও দুপুর থেকেই হাজারো মানুষের হাজিরা। বেশিরভাগই বুধবারের ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের টিকিটের সন্ধানে হাজির হয়েছেন। দীপাবলির রংকে আরও বর্ণময় করে তুলতে সবারই এখন লক্ষ্য, বুধবারের ওয়াংখেড়ের একটি টিকিট। কিন্তু চাইলেও কি আর সব পাওয়া যায়!

তাছাড়া রোহিত শর্মার ভারতের স্বপ্নের ছন্দ সামনে থেকে চাক্ষুষ করার সুযোগ কে-ই বা হাতছাড়া করতে চান। শুধু টিম ইন্ডিয়া কেন, বুধবারের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনাল মহারণে থাকছে আরও বড় আকর্ষণ। কারণ, সেদিন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে হাজির হতে চলেছেন ফুটবলের কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যাম। আজ সন্ধ্যার দিকেই তিনি বিশেষ চার্টার্ড বিমানে ভারতে পৌঁছে গিয়েছেন। ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে ভারতে হাজির হয়েছেন বেকহ্যাম। তিনদিনের সফরে প্রথমে আহমেদাবাদে কাটিয়ে আগামীকাল সন্ধ্যার দিকে তিনি মুম্বই পৌঁছে যাচ্ছেন।

এরপর দশের পাতায়

চারপাশে শুধু কালো মাথার ভিড়। রবিবারের পর সোমবারও চুটিয়ে চলল দেবীদর্শন। শিলিগুড়ির জিটিএস ক্লাবে। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

শেঠ শ্রীলাল মার্কেট তিমিরেই

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : অবস্থা যে-কে-সেই। দ্রুত পরিস্থিতির বদল না হলে অদূরভবিষ্যতে বড়সড়ো বিপদের আশঙ্কা।

রবিবার দীপাবলির রাতে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে আগুন লেগে কাপড়ের দুটি দোকান পুড়ে যায়। দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই বাজারের জানজট নিয়ে নতুন কিছু বলার প্রয়োজন নেই। সমস্যাটি যে কী তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি নেহাত রাতেরবেলায় ঘটেছিল। সেই সময় যানজট ছিল না। তাই দমকল অনায়াসে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। দিনেরবেলায় ঘটনাটি ঘটলে কী হত তা ভাবতেই বাজারের ব্যবসায়ীরা রীতিমতো শিউরে উঠছেন। সোমবার শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে গিয়ে সেই চেনা ছবিই দেখা গেল। সেই রাস্তা দখল করে ব্যবসায়ীদের একাংশের বসা, সেই পরিচিত যানজট। বিদ্যুতের তারের সেই ঝুলে থাকার পরিচিত দৃশ্য।

স্থানীয় কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল বললেন, 'দিনেরবেলায় এই বাজারে ঠিকমতো হাঁটা পর্যন্ত যায় না। রবিবার নেহাত এলাকা ফাঁকা ছিল। তাই দমকল ঠিকমতো কাজ করতে পেরেছে। নইলে কী যে হত ভেবেই আঁতকে উঠতে হয়। যেভাবে বিদ্যুতের তার গোটা বাজার ধরে ঝুলে রয়েছে, বিষয়টি ভয় ধরানোর মতোই। আগুন লাগলে অনেকেই এখানে এসে নানা আশ্বাস দেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয় না।' রবিবার রাতেই মেয়র গৌতম দেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এদিন তিনি বললেন, 'দীর্ঘদিন ধরে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রাস্তা দখলের সমস্যা রয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক, পুলিশ কমিশনারকে নিয়ে জরুরি ভিত্তিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করব। রিপোর্ট তৈরি করে নবান্নে পাঠাব।'

মাস ছয়েক আগের কথা। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের এক ব্যবসায়ী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু বাজারে অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকার রাস্তা কোথায়? রাস্তাজুড়ে দোকানপাট, রাস্তা দখলদারি, তীব্র যানজটের কারণে অ্যাম্বুল্যান্স সেদিন বাজারে ঢুকতেই পারেনি। বাধ্য হয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অসুস্থ ওই ব্যবসায়ীকে একরকম কাঁধে তুলেই সেদিন নার্সিংহোমে ছুটেছিলেন। এই বাজারের ফুটপাথ বহুদিন আগেই দখল হয়েছে। বাজারের রাস্তা দিয়ে দিনেরবেলা তো বটেই, সন্ধ্যার পরও হাঁটাচলা দুষ্কর। রাস্তা দখল করে বহুদিন ধরেই ফুচকা, মোমোর দোকান বসে। বাজারের বেশ কিছু ব্যবসায়ী তাঁদের দোকানের সামনে রাস্তার উপর খাটিয়ায় অন্য ব্যবসায়ীদের বসিয়ে সেখান থেকে দৈনিক ১৫০০-২০০০ টাকা ভাড়া হিসেবে আদায় করে থাকেন। বাজারের রাস্তা যথেষ্ট চওড়া হলেও দখলদারির জেরে সমানে বিপদ বাড়ছে। বাজারের একটি অংশে যাত্রী প্রতীক্ষালয়কে পোশাকের দোকানই বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এসবের জেরে এই বাজার এলাকাটি রীতিমতো জতুগৃহে পরিণত হয়েছে।

এনিয়ে বাজারের দায়িত্বে থাকা শেঠ শ্রীলাল মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতিও সমস্যায়। সমিতির সভাপতি খোকন ভট্টাচার্য বললেন, 'বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পুলিশ কমিশনার, পুরনিগমের সঙ্গে কথা বলেছি, চিঠি দিয়েছি। কিন্তু রাস্তা কিছুতেই দখলমুক্ত করা যাচ্ছে না।' দ্রুত সমস্যা মেটানোর দাবি জোরালো হয়েছে।

পদক্ষেপ দাবি

- রবিবার রাতে আগুন লেগে শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে দুটি দোকান পুড়ে যায়
- সেই সময় বাজারে যানজট না থাকায় দমকল সহজেই ঘটনাস্থলে যেতে পেরেছিল
- দিনেরবেলায় ঘটনাটি ঘটলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা যেত না বলেই মনে করা হচ্ছে

মহুয়ায় আস্থা, অনুব্রতের পদে কোপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : গত কয়েকদিন ধরে প্রচুর প্রচার পেয়েছেন মহুয়া মৈত্র। সোমবার তাঁর গুরুত্বও বাড়ল। তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলে সবচেয়ে বড় খবর তাঁর সভাপতির দায়িত্বপ্রাপ্তি। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রকাশ করা রাজ্যের সব জেলায় চেয়ারম্যান ও সভাপতিদের তালিকায় নদিয়া-কৃষ্ণনগর সাংগঠনিক জেলার শীর্ষ পদাধিকারী তিনি। যাতে স্পষ্ট হল, আসন্ন লোকসভা ভোটে তাঁর নির্বাচনিকেন্দ্রের সাংগঠনিক দায়িত্ব কৃষ্ণনগরের সাংসদের ঘাড়ে বর্তাল।

নগদ টাকা ও উপহারের বিনিময়ে সংসদে আদানিদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রশ্ন করার অভিযোগে সাংসদ পদ খারিজের খাঁড়া এখন ঝুলছে মহুয়ার ঘাড়ে। লোকসভার এথিকস কমিটি শুধু সংসদের সদস্যপদ বাতিল নয়, তাঁর বিরুদ্ধে আইনি তদন্তের সুপারিশও করেছে। এতে ডিসেম্বরে সংসদে তাঁর ভাগ্য এখন অনিশ্চিত। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে মোটেও অনিশ্চিত নন, তা স্পষ্ট হয়ে গেল তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তে।

ডাকাবুকো সাংসদ মহুয়ার পাশে তৃণমূল নেতৃত্বের দাঁড়ানোর এই ঘটনার বিপরীত ছবিটা অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে। গ্রেপ্তার হওয়ার পর গত দেড় বছর যাঁকে বীরভূমের জেলা সভাপতির পদ থেকে সরায়নি দল। সর্বশেষ রদবদলে কিন্তু পদ রাখতে পারলেন না তিনি। যদিও জেলা সভাপতি পদে নির্দিষ্ট কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার উল্লেখ নেই সাংগঠনিক রদবদলের তালিকায় মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দেওয়া কোর কমিটি যৌথভাবে জেলা সভাপতির দায়িত্ব সামলাবে বলে জানানো হয়েছে।

এই রদবদলে উত্তরবঙ্গে বড় কোনও পরিবর্তন হয়নি। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, মালদা ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় পুরোনো পদাধিকারীদেরই জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও সভাপতি পদে রেখে দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ারে অবশ্য দীর্ঘদিনের নেতা মৃদুল গোস্বামীকে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। যদিও তিনি রাজ্য কমিটির সম্পাদকের পদ পেয়েছেন। জেলা সভাপতি বদল হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

বাহিনীর খরচ মেটায়নি কেন্দ্র

গত পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকা-খাওয়ার খরচ রাজ্যকে এখনও মেটায়নি কেন্দ্র। ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ভোটের কাজে লাগানো হয়েছিল। রাজ্য সরকারের দাবি, মাসাধিককাল জওয়ানদের থাকা-খাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের খরচ হয় প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। নবান্নের অভিযোগ, সেই টাকা মেলেনি।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

পুরোনোতেই ভরসা তৃণমূলের

লোকসভা ভোটের আগে সাংগঠনিক বদল হবে বলে জল্পনা চলছিল তৃণমূলে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের একমাত্র আলিপুরদুয়ার জেলার চেয়ারম্যান পদে বদল ছাড়া বাকিগুলি অপরিবর্তিতই রইল। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর সহ উত্তরের সর্বত্রই পুরোনোদের ওপর ভরসা রাখল তৃণমূল নেতৃত্ব।

বিস্তারিত দশের পাতায়

কথায় কথায়

তোতা এখন নেকড়ে, সব বিরোধীকে জেলে পুরছে

আশিস ঘোষ

সেই তোতা এখন নেকড়ে। খাঁচাবন্দি তোতার এখন দাঁত-নখ গজিয়েছে। সেই কবে, বছর দশেক আগে সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে খাঁচায় বন্দি টিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছিল। তারপর কেটে গিয়েছে অনেক সময়। জমানা পালটেছে, শাসন পালটেছে। কর্তাদের মুখ পালটেছে এবং কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয়ে থাকে বলে পালটেছে সিবিআই। পাল্লা দিয়ে পালটেছে ইডি, ইনকাম ট্যাক্স। তারাই এখন খবরের হেডলাইন।

অপরাধ করলে নিশ্চয়ই তাঁর সাজা হওয়া উচিত, তা তিনি যত বড় কেষ্টবিষ্টুই হোন না কেন। এ নিয়ে কোনও মতভেদ থাকতে পারে না। তাঁদের কর্মকাণ্ডের গভীর তদন্ত যে হওয়া উচিত, তাতেই বা দ্বিমত কোথায়? তবে মাঝেমধ্যে কেন্দ্রের গোয়েন্দাদের তৎপরতা কিংবা তৎপরতার যে অভাব চোখে পড়ছে, সন্দেহটা তাতেই। অবাক করে তাদের তদন্তের কায়দা। আরও অবাক করে তাদের অদ্ভুত টাইমিং। যখন চেপে ধরলে বিরোধীরা ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে না, ঠিক সেই সময় বেছে বিরোধী নেতাদের জেলে ঢুকিয়ে আটকে রাখো। তারপর বিচারের আগেই দুর্নীতির হাজার অভিযোগ সামনে এনে তাদের চোদ্দোপুরুষ উদ্ধার করো।

এই কায়দা দেখতে দেখতে মতলবটা এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে আমআদমি। ভোট এলে বাজারে নেমে পড়বে শাসকদলের পোষা তোতা, থুড়ি নেকড়েরা। এটা এখন রুটিন হয়ে গিয়েছে। তার আগে কোর্টকে বুড়ি ছোঁয়া করে নেবে। মিডিয়ায় নিষ্পাপ মুখ করে বলবে, যা হচ্ছে সব আদালতের নির্দেশে। আইন আইনের পথে চলবে। ভোটের আগে বহু পুরোনো কেস ধুলো ঝেড়ে বের করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

শেষ হয়ে গেল আলোর উৎসবও। আজ শিশু দিবস। যেখানে মিলেমিশে একাকার আলো ও অন্ধকার। যতই আলো ফেরানোর বার্তা দেওয়া হোক না কেন, কোথাও কোথাও অন্ধকারেই ডুবে থাকে শিশুসমাজ। অনাথ সন্তান কোথাও শুধু শুনে যায় আশ্বাস, আবার কোথাও সংসারের বোঝা টানে শৈশব। ওদের যন্ত্রণা যে অন্তহীন! আজ তা নিয়েই জোড়া প্রতিবেদন

ছোট ভাইকে আঁকড়ে নাবালক ২ দাদা

অর্ঘ্য বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কালীপুজোর পরের রাতের সেই মর্মান্তিক ঘটনা তিন নাবালককে আজও প্রতিদিন বিদ্ধ করে। প্রতিশ্রুতিমতো সরকারি টাকা হাতে না আসায় সেই সমস্যা দিনকে দিনই বাড়ছে। তবুও এখনও পর্যন্ত অন্ধকার বর্তমান শীঘ্রই সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখাবে বলেই ওদের আশা।

সেদিন ছিল ২০১৯ সালের ২৮ অক্টোবর। তিন সন্তানকে রাতের খাবার খাইয়ে গাওনা ওরাওঁ ও তাঁর স্ত্রী কুমারী চা বাগানের কিছুটা দূরে জলসার অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলেন। জলসায় শেষে সেখানে বসা দোকান থেকে ছেলেদের জন্য নানা ধরনের খাবার নিয়ে তাঁরা ফিরছিলেন। বাড়ির কাছাকাছি এসেও তাঁদের আর সেদিন বাড়ি ফেরা হয়নি। পাশের গরুমারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি বিশালাকার হাতি তাঁদের রাস্তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বুঝে উঠতে পরার আগেই সাইকেলে থাকা ওই দম্পতিকে শুঁড়ে তুলে হাতিটি আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই দুজনে প্রাণ হারান। পরদিন ভোরে মৃতদেহগুলি উদ্ধার হয়। দুই নাবালক দাদা সেদিন বাবা-মায়ের মৃতদেহের পাশে বসে ছোট ভাইয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নিজেদের অজান্তেই কীভাবে যেন খুদেটির অভিভাবক হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার পর চার বছর কেটে গেলেও পরিস্থিতি একই রয়েছে। তবে প্রতিবার কালীপুজোর পরের দিন সেদিনের সেই ঘটনার স্মৃতি তিনজনকে কুরে কুরে খায়।

সোমবার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই যাদবপুর চা বাগানের বাড়িতে গিয়ে তিনজনের সঙ্গে দেখা হল। দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া বড় ভাই বিশমা (১৭), দশম শ্রেণির পড়ুয়া মেজো ভাই বিশেষ (১৫) সেদিনের মতো আজও সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া ছোট ভাই বিশোয়াকে (১২) সযত্নে আগলে রেখেছে। বড় দুজন পানবাড়ি ভবানী হাইস্কুল ও ছোটজন রামশাই জুনিয়ার হাইস্কুলের ছাত্র। বিশমা বলল, 'আমরা তিন ভাই একসঙ্গেই রয়েছি। কোনওদিন আলাদা হব না। পরিস্থিতি আমাদের একসঙ্গে থাকার শিক্ষা দিয়েছে।' তবে আর্থিক সংকট ওদের খুবই সমস্যায় ফেলেছে। বিশেষ বলল, 'অর্থাভাবে মাঝপথে টিউশনি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা পড়াশোনা ছাড়তে চাই না।' জেঠিমা মিনা ওরাওঁ ও পিসি আশারি ওরাওঁয়ের কাছেই তিন ভাই থাকে। গাওনা ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর গাওনার ভাই কোটলে হোমগার্ডের চাকরি পেয়েছেন। কিন্তু গাওনার তিন সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

এরপর দশের পাতায়

বইপত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি দুই ভাইয়ের। যাদবপুর চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

বন্ধুরা ঠাকুর দেখছে, কুন্তলরা ব্যস্ত কাজে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর : কতগুলো ঠাকুর দেখলি? জবাব এল, 'অনেকগুলো'। কোন মণ্ডপের লাইটিং সব থেকে ভালো লাগল? এবার আর কোনও জবাব এল না। কুন্তল তখন মন দিয়ে বাসন মাজছে।

রাজ্যজুড়ে এখন উৎসবের শেষ লগ্ন। সেই আমেজ থেকে বাদ পড়েনি আলিপুরদুয়ারও। গত দু'দিন ধরেই জেলা সদরের রাস্তায় রাস্তায় ঢল নেমেছে ঠাকুর দেখার। সোমবার তো আরও ভিড়। আর ঠাকুর দেখার ভিড় যত বাড়ে, ব্যস্ততাও ততই বাড়ে কুন্তলের। সেই কাজের চাপের মাঝেই সে অবশ্য ঠাকুর দেখতে ছাড়েনি। তবে যা দেখেছে সবই দিনেরবেলা। লাইটিং দেখার সুযোগ হয়নি। দুপুরের পর যদি পাঁচ মিনিটের জন্যও দোকান ছেড়ে যায়, তবে মালিক আর আস্ত রাখবে না।

আলিপুরদুয়ার জংশন রেলবাজারে রাস্তার ধারে একটি রেস্তোরাঁয় কথা হচ্ছিল কুন্তলের সঙ্গে। বয়সে কিশোর। কিন্তু সংসারের চাপে দিনরাত মেহনত করতে করতে বাস্তববোধ তুখোড়। সেই বাস্তববোধই তাকে শিখিয়েছে, পুজোর দিনে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে লাভ নেই। বরং সেসময়টায় বেশি করে কাজ করলেই বেশি উপার্জন।

আলিপুরদুয়ার শহরের তুলনায় জংশন এলাকাতেই কালীপুজোর জাঁকজমকটা বেশি। কুন্তল যে দোকানে কাজ করে, সেই দোকানটা এমন জায়গায় যে আশপাশেই বেশ কয়েকটি বড় বড় পুজোমণ্ডপ রয়েছে। তাই বিকেল হতে না হতেই ভিড় শুরু হয়ে যাচ্ছে, ঠাকুর দেখার পাশাপাশি খাওয়াদাওয়ারও। এমন গমগমে পরিস্থিতি যে কুন্তল নির্বিকার কাজ করে যাচ্ছে। কুন্তল অবশ্য একা নয়। তার মতোই আরও অনেকের সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা কেটে যাচ্ছে কোথাও না কোথাও কাজ করে। ওরা সকলেই শিশুশ্রমিক।

কুন্তল জানাল, 'বাড়িতে বাবা অসুস্থ। রোজগারের জন্যই তো কাজ করি। দুর্গাপুজোর সময় থেকে কাজ করছি এই রেস্তোরাঁয়।' কালীপুজো তো বটেই, দুর্গাপুজোতেও তার ভালো করে ঠাকুর দেখা হয়নি। তখন তো কাজের চাপ আরও বেশি ছিল। কুন্তলেরই মতো আরেক 'ব্যস্ত' কিশোর জানাল, 'দুর্গাপুজোর সময় আমরা অনেক রাত অবধি কাজ করি।

এরপর দশের পাতায়

পাখি বাঁচাতে বাজি থেকে দূরে গ্রামবাসী

চেন্নাই, ১৩ নভেম্বর ঃ দীপাবলিতে দেশজুড়ে যখন শব্দবাজির তাণ্ডব চলল, তখন তামিলনাড়ুর সাত-সাতটি গ্রাম রইল নীরব। সেখানকার বাসিন্দারা কেউ বাজি ফাটালেন না। উৎসবের উদযাপনের জন্য কোনও বাড়তি শব্দ করলেন না। আলোর উৎসবকে তাঁরা বরণ করে নিলেন শুধু আলো দিয়েই। কারণ কাছেই থাকা পাখিরালয়ের পাখিরা যাতে শান্তিতে থাকে। বাজির শব্দে যেন তারা আতঙ্কিত না হয়ে পড়ে।

তামিলনাড়ুর ইরোড থেকে ১০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে রয়েছে ভাডামুঙ্গম ভেল্লোডে পাখিরালয়। অক্টোবর থেকে সেখানে পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়। জানুয়ারি মাস পর্যন্ত থাকে সেই 'অতিথি'রা। এই পাখিদের কথা মাথায় রেখেই এবার দীপাবলিতে বাজি ফাটাননি গ্রামবাসীরা। ইরোডের মোট সাতটি গ্রামের বাসিন্দারা সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ওই গ্রামগুলিতে কেবল আলো, প্রদীপ দিয়ে দীপাবলি পালন করা হয়েছে। ইরোডের সেল্লাপ্পামপালায়ম, ভাডামুঙ্গম ভেল্লোডে, সেম্মানদমপালয়ম, কারুক্কানকাট্টু ভালাসু, পুঙ্গমপড়ির মতো গ্রামগুলি 'নীরব দীপাবলি' পালন করেছে।

গ্রামগুলিতে প্রায় ৯০০ পরিবারের বাস। পাখিরালয় এবং পরিযায়ী পাখিদের কথা মাথায় রেখে তাঁরা বাজি না ফাটানোর সিদ্ধান্ত নেন।

তামিলনাড়ুর এই সাতটি গ্রামে দীপাবলি বরাবরই কিছুটা ভিন্ন। এখানকার মানুষ একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে এবং সম্মিলিতভাবে দীপাবলি উদযাপন করে থাকেন। শব্দবাজির তেমন বাহুল্যও থাকে না কোনও বারেই। সাধারণ তারাবাতির জৌলুসে খুশি এই সব গ্রামের শিশুরা। এ বছরের উৎসব পরিযায়ী পাখিদের মরশুমের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। তাই একেবারেই বাজি ফাটানো হয়নি। পাখিরালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এই দীপাবলিতে তাঁদের পাখিদের কোনও ক্ষতি হয়নি।

রাজস্থানের পুষ্করমেলায় উট নিয়ে হাজির পালকরা। সোমবার। -পিটিআই

অসহায় হিন্দু পরিবারের ঠাঁই মুসলিম বাড়িতে

চুরু, ১৩ নভেম্বর ঃ তিন সন্তান মানসিকভাবে বিশেষভাবে সক্ষম। চিকিৎসার খরচ আকাশছোঁয়া। তবু বাবা-মায়ের মন তো মানে না। খরচের কথা ভুলে চিকিৎসার পিছনে দেদার অর্থ ব্যয় করেছেন। আর তার জেরেই ফুরিয়েছে সমস্ত সঞ্চয়। বিক্রি করতে হয়েছে থাকার জমি-বাড়িটুকুও। প্রতিবেশীর এমন অসহায় সময়েই তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন এক ব্যক্তি। জুগিয়েছেন মাথা গোঁজার ঠাঁই। ধর্মপরিচয়ে দুজন আলাদা ধর্মের মানুষ ঠিকই, কিন্তু সেই পরিচয় আদৌ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তাঁদের পাশাপাশি থাকায়। সম্প্রতি এমনই সম্প্রীতির নজির গড়লেন রাজস্থানের দুই ব্যক্তি।

জানা গিয়েছে, রাজস্থানের চুরু শহরের বাসিন্দা সানওয়ারমাল শর্মা। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলের কেউই প্রাপ্তবয়স্ক নয়। উপরন্তু প্রত্যেকেই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। তাই তিনজনেই বাবা-মায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। সন্তান যেমনই হোক, তাঁর যত্নের ত্রুটি রাখতে চান না কোনও অভিভাবক। ব্যতিক্রম নন এই সানওয়ারমালও। কিন্তু দিনরাত পরিশ্রম করেও তিন সন্তানের চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার বহন করা উত্তরোত্তর কঠিন হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে। বাধ্য হয়েই নিজেদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেন শর্মা দম্পতি। একে একে বিক্রি করে দিতে হয় পৈতৃক বাড়ি সহ জমিজায়গা সবকিছুই। সহায়সম্বলহীন হয়ে কার্যত রাস্তায় এসে দাঁড়াতে হয় পরিবারটিকে। ওই পরিবারটির এমন সহায়সম্বলহীন অবস্থা নজরে পড়েছিল স্থানীয় এক মুসলমান ভদ্রলোকের। শর্মা দম্পতির অসহায় অবস্থার কথা শুনে অবিলম্বে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন ইশাক খান নামের ওই ব্যক্তি। জাতিধর্মের ভেদাভেদ ভুলে শর্মা দম্পতি ও তাঁদের সন্তানদের নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন তিনি। তারপর সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে জোগাড় করেন প্রায় ৮০ হাজার টাকা। যত্নসহকারে সেই টাকা ওই হিন্দু পরিবারটির হাতে তুলে দেন তিনি। এখানেই শেষ নয়, ইশাক খানের ছেলে লতিফ নিজের ভাগের জমি থেকে খানিকটা দান করেন শর্মা পরিবারকে। স্থানীয়দের উদ্যোগে সেই জমিতে একটি ঘরও বানিয়ে দেওয়া হয় বিনামূল্যেই।

ধর্মের ভিত্তিতে যখন মাঝে মাঝেই দেশজুড়ে উসকে ওঠে অসহিষ্ণুতা, সেই সময়ে এমন ঘটনা সত্যিই নজিরবিহীন।

ইংরেজি ভীতি কাটাতে ছুটিতেও বিশেষ ক্লাস দেবাশিস স্যারের

ক্যানিং, ১৩ নভেম্বর ঃ গরমে এবং পুজোয় লম্বা ছুটি থাকে স্কুলে। কিন্তু ছুটি নেন না ক্যানিংয়ের রায়বাঘিনী হাইস্কুলের ইংরেজির শিক্ষক দেবাশিস বাগচী। গ্রামীণ এলাকার পড়ুয়াদের ইংরেজি-ভীতি কাটাতে ছুটির দিনগুলিতে স্কুলেই বিশেষ ক্লাস নেন তিনি। প্রায় ২০ বছর ধরে প্রতি ছুটিতে চলে দেবাশিস স্যারের বিশেষ ক্লাস। মূলত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা এই ক্লাসে তালিম নেয়। পড়ুয়াদের স্বার্থে ছুটিতেও কলকাতা থেকে ক্যানিং আসেন তিনি।

১৯৯৪ সালে এই স্কুলে যোগ দিয়েছিলেন দেবাশিস। তারপর থেকেই লম্বা ছুটির সময়টাকে কাজে লাগিয়ে স্কুলেই বিনামূল্যে ইংরেজির তালিম দেওয়া শুরু করেন তিনি। মাঝে শারীরিক অসুস্থতার জন্য কয়েক বছর বন্ধ ছিল এই ক্লাস নেওয়া। তবে বর্তমানে ফের শুরু হয়েছে। এই পুজোর ছুটিতেও নিয়মিত কলকাতা থেকে ক্যানিংয়ে এসে ছাত্র পড়াচ্ছেন দেবাশিস।

দেবাশিস বলেন, 'স্কুলে বেশিরভাগই পিছিয়ে পড়া এলাকার ছেলেমেয়ে। ইংরেজির প্রতি ভয় খুব। সেই ভয় কাটাতেই এই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।' দেবাশিসের এই প্রচেষ্টাকে সম্মান জানিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে স্কুল পরিচালন কমিটিও।

বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি গোপীবল্লভ নস্কর বলেন, 'দেবাশিস স্যারের এই উদ্যোগে এলাকার বহু ছেলেমেয়ের ইংরেজির ভয় ভেঙেছে। ওঁর উদ্যোগে আমরা পাশে আছি।' দেবাশিস স্যারের ক্লাসে এসে ছেলেমেয়েরা উপকৃত হচ্ছে বলে জানালেন মৃন্ময় নস্কর, অর্পিতা সর্দারদের মতো অভিভাবকেরাও।

এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাতুল মাইতি, কল্যাণ নস্কর, সুমি দে, স্নেহা সর্দাররা জানায়, সারা বছর সাধারণ ক্লাসের সময়ে অনেক বিষয় না বোঝা থেকে যায়। ছুটিতে স্যারের বিশেষ ক্লাসে এসে সে বিষয়গুলিই বোঝা যায়।

পরিত্যক্ত সামগ্রী যখন গৃহসজ্জার উপকরণ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৩ নভেম্বর : বাঁশের তৈরি কুলোর মাঝে দেবী কালীর মূর্তির মুখমণ্ডল তৈরি করে এলাকার সকলের নজর কেড়েছেন হলদিবাড়ি শহরের এক যুবতী। পরিত্যক্ত বিভিন্ন সামগ্রীর উপর ছবি এঁকে ও বিভিন্ন আকৃতি দিয়ে সুন্দর সুন্দর ঘর সাজানোর জিনিস বানিয়ে চলেছেন তিনি। অবসর সময়ে নতুন নতুন জিনিস তৈরি করে প্রশংসিত হচ্ছেন এলাকাবাসীর কাছে।

হলদিবাড়ি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত শান্তিনগরের বাসিন্দা অন্বেষা মল্লিক। আর্ট ও ক্রাফটের প্রতি ছোট থেকেই একটা আগ্রহ ছিল তাঁর। সেই আগ্রহের জন্য প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ করতে আর্ট ও ক্রাফটের দুই বছরের কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু বাবার অসুস্থতার কারণে মাঝপথে তা ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তবুও শুধুমাত্র নিজস্ব প্রতিভায় একের পর এক চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন সুদৃশ্য সামগ্রী তৈরি করে যাচ্ছেন ওই যুবতী। কী নেই তাঁর ঘরে? দেবী দুর্গার মুখ, বুদ্ধদেবের মুখ, নানা রকমের ফোটো ফ্রেম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফোটো ফ্রেম রয়েছে তাঁর ভাণ্ডারে। অন্বেষা জানান, বাবাকে খুশি করতেই তিনি দেবীর মূর্তি তৈরির উৎসাহ পান। প্রথমবার দুর্গার মুখমণ্ডল তৈরি করে বাবার কাছে খুব প্রশংসিত হন। সেই থেকেই মূর্তি তৈরিতে উৎসাহ পান তিনি। এবছর কালীপুজো উপলক্ষ্যে বাঁশের কুলোতে দেবী কালীর মূর্তির মুখমণ্ডল তৈরি করেছেন অন্বেষা। গ্রামীণ গৃহবধূর মতো লাল পাড় সাদা শাড়ি দিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়েছেন দেবী। ছাড়া চুলে সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর। গলায় রুদ্রাক্ষ ও লাল জবার মালা। অন্বেষা জানান, মুখমণ্ডলটি তৈরি করার জন্য তিনি মাটি, রংতুলি, কড়ি, চালন সুতির কাপড়, আঠা ব্যবহার করেছেন।

অন্বেষার কথায়, 'রাস্তাঘাটে ফেলে দেওয়া সামগ্রী নজরে এলেই আমার মনে হত যদি এসব জিনিসকে সুন্দর করে ফুটিয়ে ঘর সাজানোর কাজে ব্যবহার করা যেত। তাহলে কেমন হয়? সেই থেকে বিগত কয়েক বছর ধরে এই কাজ করে চলেছি।'

অন্বেষার তৈরি কুলোয় কালীর সুদৃশ্য মুখমণ্ডল।

৮৭ বছরে দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

ভ্যাঙ্কুভার, ১৩ নভেম্বর ঃ জ্ঞান অর্জনের পথে বয়স কোনও বাধা নয়। নিজের জীবনে এ কথাকেই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি করে তুলেছেন ৮৭ বছর বয়সি এক কানাডা প্রবাসী ভারতীয় মহিলা। তাই এই বয়সেই দ্বিতীয়বার স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করে ফেলেছেন এই মহিলা। কানাডার ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা এই বৃদ্ধা সবচেয়ে বয়স্ক হিসেবে এই ডিগ্রি পাওয়ার রেকর্ড গড়েছেন। তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছে সেখানকার প্রাদেশিক পার্লামেন্ট।

এ দেশেই পড়াশোনার গোড়াপত্তন হয়েছিল ভারথার। স্নাতক করার পর সেখানেই থেমে যেতে রাজি ছিলেন না এই মহিলা। পরবর্তীকালে সেলন ইউনিভার্সিটি থেকে এডুকেশনে ডিপ্লোমা অর্জন করেন তিনি। পঞ্চাশ পার করে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে অর্জন করেন স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

চারটি মহাদেশে শিক্ষকতা করে এসেও জ্ঞানের আগ্রহ এতটুকু কমেনি এই বৃদ্ধার। ২০১৯ সালে তিনি জানতে পারেন, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি বয়স্কদের জন্য তাদের কোর্স ফিতে বিশেষ ছাড় দিচ্ছে। মেয়ের উৎসাহে ফের ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যান তিনি। আর অতিমারির বিপর্যয় সত্ত্বেও পড়াশোনা শেষ করে দ্বিতীয়বারের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিটিও অর্জন করে ফেলেন। কানাডার ওই পার্লামেন্টে বৃদ্ধাকে সম্মান জানানোর সময় তাঁকে উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানিয়েছেন সব সদস্যই। বৃদ্ধার এই নজিরবিহীন কৃতিত্ব যে অনুপ্রেরণা জোগাবে সকলকে, সে বিষয়ে একমত নেটিজেনরাও।

সিকিমে নজর টানতে হংকংয়ে ট্রেইল রান

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : গত মাসের শুরুতে ত্রাস হয়ে ওঠা তিস্তার একের পর এক বাড়ি, রাস্তা গিলে খাওয়ার দৃশ্যের সাক্ষী থেকেছেন। কিন্তু বিধ্বস্ত সিংতাম থেকে বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরেননি। বরং বালুটারের ত্রাণশিবিরের দায়িত্ব নিয়ে বিপন্ন মানুষের মুখে অন্ন জোগান দিয়েছিলেন। এবার খাদের গর্ভে চলে যাওয়া সিকিমের পর্যটনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে শিলিগুড়ির দেবব্রত ঘোষ হংকংয়ের ট্রেইল রানে অংশ নিলেন। ট্রেইল রানে অংশ নেওয়াটা অবশ্য প্রধাননগরের যুবকের কাছে একরকম প্যাশনই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবারে হংকংয়ে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত থেকে ইউরোপ ও আফ্রিকার কাছে তিনি নতুন সিকিমকে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন। সোমবার হংকং থেকে তিনি বললেন, 'প্রতিকূল আবহাওয়া ও দুর্গম পথের জন্য হংকং ট্রেইল রান রীতিমতো চ্যালেঞ্জের। এই চ্যালেঞ্জ জয় করার লক্ষ্যেই এতে নাম লিখিয়েছিলাম। সফল হয়েছি। এখানে এসে সিকিমের পর্যটনের বার্তাও দিতে পেরেছি।'

দেবব্রত গত সেপ্টেম্বরেই ইউরোপের স্লোভেনিয়া ট্রেইল রানে সফল হয়ে আগামী বছর হতে চলা ইউটিএমবি ওয়ার্ল্ড সিরিজের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। ফলে শুধুমাত্র দুটি পয়েন্ট সংগ্রহের জন্য হংকং ট্রান্স ল্যানটাউ ট্রেইল রানে তিনি অংশ না নিলেও পারতেন। কিন্তু শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সিকিম পর্যটনকে তুলে ধরতে মরিয়া দেবব্রত রবিবার হংকংয়ে এই দৌড় প্রতিযোগিতায় শামিল হন।

এমনিতেই ট্রান্স ল্যানটাউ ট্রেইল রান অন্য দৌড় প্রতিযোগিতাগুলির তুলনায় যেমন ভয়ংকর, তেমনই সুন্দর। যার অমোঘ আকর্ষণে রবিবার তাতে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রায় ৮০০ প্রতিযোগী শামিল হন। হংকংয়ের সর্বোচ্চ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শৃঙ্গ হচ্ছে সানসেট এবং ল্যানটাউ। এর মধ্যে থাকা ৭০ কিলোমিটার লুপ ১২টি ভাগে বিভক্ত। প্রকৃতি এখানে অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী হলেও এই পথে শামিল হওয়াটা যথেষ্টই চ্যালেঞ্জের। শনিবার রাতে বৃষ্টি হওয়ায় প্রকৃতি আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মনের অদম্য ইচ্ছায় দেবব্রত ১১ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড সময় নিয়ে ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফেলেন। এই পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য অবশ্য ১৩ ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট ছিল।

দেবব্রত বললেন, 'রাস্তা ভেজা থাকায় মন প্রথমে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ৫০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করা নিয়ে মনের মধ্যে কিছুটা হলেও সংশয় ছিল। কিন্তু মনের জেরে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই লক্ষ্য পূরণ করতে সমর্থ হই।' চলার পথে বহু রঙিন মিউরালের পাশাপাশি শতাব্দীপ্রাচীন পো লিন মনাসটেরি দর্শন দেবব্রতর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার অনেকটাই পূর্ণ করেছে।

সিকিমের দুর্গম পাহাড়ে দেবব্রত ঘোষ।

বাড়ির ছাদে ২০ ফুটের শিবলিঙ্গ দেখতে ভিড়

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : মহাদেবের আশীর্বাদ কে না পেতে চায়। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে ভক্তরা নানা চেষ্টা করে থাকেন। বাড়ির ঠাকুরঘরে, মন্দিরে, গাছতলায়, সব জায়গাতেই দেবাদিদেবকে অধিষ্ঠিত করে চলে আরাধনা। কিন্তু, তাই বলে বাড়ির ছাদে ২০ ফুটের শিবলিঙ্গ বানানো! হ্যাঁ, এভাবেই শিবের স্নেহধন্য হতে চান জলপাইগুড়ি শহরের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা পেশায় ব্যবসায়ী রাধারমন দত্ত এবং তাঁর ছোট ছেলে অভিজিৎ দত্ত। মূলত ছেলের ইচ্ছেতেই বাড়ির ছাদে সিমেন্ট, বালি, পাথর দিয়ে সুউচ্চ এই শিবলিঙ্গ গড়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রাধারমনবাবু।

রাধারমনবাবুর বাড়ির সকলেই শিবভক্ত হলেও তাঁর ছোট ছেলে অভিজিৎ শিবের নামে পাগল। কেদারনাথ, বদ্রীনাথ সহ সব ধাম ঘুরে এসে তিনি সিদ্ধান্ত নেন বাড়িতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করবেন। সেইমতো হরিদ্বার থেকে নিয়ে আসেন শিবলিঙ্গ। কিন্তু শুধু শিবলিঙ্গ ঘরের মন্দিরে রাখতে গররাজি ছিলেন অভিজিৎ। তিনি সিদ্ধান্ত নেন শহরের সবচেয়ে বড় শিবলিঙ্গ বানিয়ে তার গর্ভগৃহে বানাবেন শিব মন্দির। সেই থেকেই শুরু।

ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা বলে রাজমিস্ত্রিদের কাজে লাগানো হয়। শুরু হয় লোহার রড বাঁধার কাজ। এরপর বালি, সিমেন্ট, পাথর দিয়ে প্রায় তিন মাসের মাথায় গড়ে ওঠে ওই শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের বহির্ভাগ কালো টাইলসে মোড়া এবং তার ভেতরে রয়েছে শিবের গর্ভগৃহ।

শিবলিঙ্গের কারিগর সুভাষ রায় বলেন, 'এত বড় শিবলিঙ্গ জলপাইগুড়িতে কোথাও নেই। আমরাও এরকম শিবলিঙ্গ বানাতে পারে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি। বাইরেই কাজ প্রায় শেষ। এখন শুধু ভেতরের কাজ একটু বাকি।' কাজ শেষ হলে এটা শহরের অন্যতম দর্শনীয় স্থান হবে বলে তাঁর মন্তব্য।

রাস্তা থেকে এতবড় শিবলিঙ্গ দেখে থমকে যাচ্ছে বিভিন্ন যান, পথচারীরা। দূর থেকেই চলছে প্রণাম করার পালা। এমনকি চলছে সেলফি তোলাও। বাড়ির লোকেদের কথায়, সারাদিন কেউ না কেউ আসছেন সামনে থেকে দেখতে। এই শিবলিঙ্গ তৈরি হওয়ার পর থেকে পাড়াপড়শিদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এই মন্দির। বাড়ির মালিক রাধারমন দত্ত বলেন, 'আমাদের একটি শিব মন্দির তৈরি করার ইচ্ছা ছিল। কারণ আমার ছোট ছেলে শিবভক্ত। প্রথমে আমাদের চিন্তা ছিল কীভাবে মন্দিরের আদল হবে! কিন্তু ভোলেবাবার আশীর্বাদে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এটা সম্পূর্ণ হওয়ার পর প্রচুর লোক দেখতে আসছেন। আমার এবং ছেলের ভালো লাগার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।'

জলপাইগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় রাধারমন দত্তের বাড়ির ছাদে শিবলিঙ্গ।

হেমন্তে রঙিন হয়ে উঠেছে শ্রীনগরের ম্যাপল বাগান। -এএফপি

দলিত কন্যার বিয়ে দিলেন ৬০ পুলিশকর্মী

লখনউ, ১৩ নভেম্বর ঃ কনের আবেদন মেনে বিয়েতে হাজির পুলিশ। তাও একসঙ্গে ৬০ জন! না, এখানে পাত্রী কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মেয়ে নন। কিংবা তিনি নিজেও কোনও সেলেব্রিটি নন। তবু তাঁর বিয়েতে এমন কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের সম্বল জেলার লোহামাই গ্রামে এমনই দৃশ্য ধরা পড়েছে। গ্রামের এক দলিত কন্যা রবিনার বিয়েতে একসঙ্গে ৬০ জন পুলিশকর্মী উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে বিবাহ সম্পন্ন করানো। আসলে ওই গ্রামের কিছু তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষ দলিতদের জন্য বেশ কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছিলেন। বিশেষত দলিত পরিবারের কোনও অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন অসুবিধার সৃষ্টি করতেন তাঁরা। সেই অভিযোগ নিয়েই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল রবিনার পরিবার। তাঁদের অনুরোধেই এই দলিত কন্যার বিয়েতে উপস্থিত ছিল বিশাল পুলিশবাহিনী। ফলত বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনও সমস্যায় পড়তে হয়নি ওই পরিবারটিকে। রীতিমতো দায়িত্ব নিয়েই রবিনার বিয়ে দেন ওই পুলিশকর্মীরা।

প্রথমে দুই দলে ভাগ হয়ে যান পুলিশকর্মীরা। একদল ছিলেন বরপক্ষের সঙ্গে। আর অন্যদল ছিল মেয়ের বাড়িতে। প্রথম দলটিতে ছিলেন সম্বল থানার ৪ জন পুলিশ কনস্টেবল, ১৪ জন সাব-ইনস্পেকটর, একজন ইনস্পেকটর এবং একজন সার্কেল অফিসার। তাঁরাই ঘোড়ায় চাপিয়ে বরকে বিবাহের মঞ্চে নিয়ে আসেন। তারপর নিয়মমাফিক বিয়ের বাকি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে রবিনার পরিবার এই গ্রামের উচ্চবর্ণ প্রবর্তিত নিয়মগুলি নিয়ে অভিযোগ করতে থানায় আসেন। তাঁদের অনুরোধের ভিত্তিতেই এদিন সংশ্লিষ্ট গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী পাঠান সম্বল থানার এসপি চক্রেশ মিশ্র। তাঁদের উপস্থিতিতে বিয়ের অনুষ্ঠানে কোনও সমস্যা হয়নি। বিয়ের পর আশীর্বাদ হিসেবে বরকনেকে চাঁদা তুলে ১১ হাজার টাকা উপহারও দিয়েছেন সম্বল থানার ওই পুলিশকর্মীরা।

ভাড়া

মেডিকেল মোড়-রানীডাঙ্গা রোডে বেগরাজ চোদ্দো তলা ফ্ল্যাট-এর বিপরীতে 2100 sq.ft. দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। (M) 6294080055. (K/D/R)

অ্যাফিডেভিট

I have changed my name from Kamarsana to new name Quamar Shama. As per court affidavit No.74 AA. 396782 from 09/11/2023. (C/108056)

কর্মখালি

সরাসরি কোম্পানিতে ১ দিনেই জয়েন হবে সিকিউরিটি গার্ড ও সুপারভাইজারে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। বেতন-11,500+PF, ESI. M-9647735023. (C/108209)

দিনহাটায় ওষুধের দোকানে কাজ জানা ছেলে অথবা মেয়ে চাই। পারিশ্রমিক ৮০০০ টাকা। সকাল ৯টা - রাত ৯টা। যোগাযোগ-7478913961.

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont:- (M) 96476-10774. (C/108208)

রাজ জ্যোতিষীর সন্ধান
শিলিগুড়িতেই
যে কোনও কঠিন সমস্যার সমাধানের সঠিক উপায় বলে দেন
ডঃ শিব শংকর শাস্ত্রী
অগ্রিম বুকিং বাঞ্ছনীয় (তন্ত্র সাধক)
নিজস্ব চেম্বার
গ্রিন ভ্যালি, সেভক রোড, শিলিগুড়ি
9002004418 / 9434043593

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
E-Tender No. 22 of 2023-2024 of EE/BD/PHED, vide Memo bearing No. 1822/BD Dated 09/11/2023.
E-Tender is hereby invited on behalf of the Governor of West Bengal, vide e-Tender No. WBPHED/EE/BD/NIeT_22 of 2023-2024 (Tender ID :- 2023_PHED_602671_1 to 4) for 04 nos works i.c.w. Hiring of Inspection Vehicle for official use under Balurghat Division, PHE Dte. For details please see website: https://wbtenders.gov.in & https://wbphed.gov.in Online Bid Submission Start and end date 10/11/2023 at 10.00 A.M. and 24/11/2023 upto 03.00 P.M. respectively. Sd/- Executive Engineer, Balurghat Division, P.H.E. Dte.
ICA-T23197(11/2023)

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পুজোর প্রসাদ খাওয়াচ্ছেন মা। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস

ভালুক গুনতে ৩০টি রুটে ট্র্যাপ ক্যামেরা

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ নভেম্বর : গত বছর তিনেক ধরে শীত পড়তে না পড়তেই ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় ভালুকের দেখা মিলতে শুরু করেছে। কতগুলি ভালুক লুকিয়ে রয়েছে সেই সংখ্যা জানতে এবার ভালুক শুমারির ব্যবস্থা করেছে বন দপ্তর। সেইমতো বক্সার জঙ্গলে বসানো হয়েছে ৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। ভালুকের যাতায়াত রয়েছে বক্সা পাহাড়ের এমন ৩০টি জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া সহ ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

কিন্তু সেই ট্র্যাপ কামেরার কাছে ভালুক যে আসবেই, তার নিশ্চয়তা কী? আর বেড়াই বা বসানো হয়েছে কেন? কাঁটাতারের বেড়ার কাছেই ভালুককে আকর্ষণ করতে রাখা হয়েছে প্রিয় খাবার মধু ও পাউরুটি। ওই খাবারের টানে এসে ভালুকের লোম যাতে কাঁটাতারের বেড়ায় কিছুটা আটকে যায়, সেজন্য এধরনের বেড়া কিছু এলাকায় দেওয়া হয়েছে। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ভালুকের লোম, মল, ডিএনএ টেস্টের জন্য সংগ্রহ করা হবে। দু'মাস ধরে ট্র্যাপ ক্যামেরার ছবি সংগ্রহ করা হবে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের ডিএফডি (পূর্ব) দেবাশিস শর্মা বলেন, 'বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় ভালুকের গণনার কাজ নভেম্বরে শুরু করা হয়েছে। ৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ভালুকের লোম সংগ্রহের জন্য ৩০টি জায়গায় একধরনের কাঁটাতারের বেড়া লাগানো হয়েছে। সেই বেড়া থেকে ভালুকের লোম সংগ্রহ করা যাবে।'

খুব বেশিদিন আগের কথাও নয়। ২০২০ সাল থেকে জাঁকিয়ে শীত পড়তেই আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন চা বাগানে, এমনকি লোকালয়েও ভালুকের উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে। শীতকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় বক্সার সমতল এলাকা সহ চা বলয়ে কোথাও ভালুকের দেখা পাওয়া যায় না। ভালুকরা ঠান্ডা জায়গায় থাকতে পছন্দ করে। উঁচু পাহাড়ে শীতপ্রধান এলাকায় পাহাড়ের গুহায় মূলত বেশিরভাগ সময় ভালুকরা থাকতে পছন্দ করে। লোকালয় থেকে দূরের নিরিবিলি এলাকাই তাদের পছন্দ। তবে অতিরিক্ত শীতে ভালুকরা অনেক সময় গুহা থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের নীচের দিকে নেমে আসে। সম্প্রতি বক্সা পাহাড় থেকে বেশ কিছু ভালুক বনবস্তি, চা বাগান এমনকি কৃষি বলয়েও নেমে আসছে। তাই শীত এলেই ওইসব এলাকার বাসিন্দারা উদ্বেগে থাকছেন। ভালুক হামলা করলে মানুষের প্রাণহানিও ঘটে যেতে পারে। লোকালয়ে ভালুকের উপস্থিতি চিন্তায় ফেলে দিয়েছে বন দপ্তরের কর্তাদেরও। গত বছরও একাধিকবার লোকালয় থেকে ভালুক ধরে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছাড়তে হয়েছে।

বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বছর দশেক আগে, ২০১২ সালের আগেও শীত পড়লে বক্সার চা বলয় সহ সংলগ্ন কৃষি বলয়েও ভালুক আসত। কিন্তু মাঝে কয়েক বছর তাদের উপস্থিতি দেখা যায়নি। ২০২০ সাল থেকে গত কয়েকবছর ভালুকের এমন উপস্থিতি বেড়ে গেল কেন? তার কারণ খুঁজতে গত বছর থেকে বক্সায় শুরু হয়েছে ভালুক গণনার কাজ। বন দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গত বছরের ডিএনএ টেস্ট রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি। তাই বক্সায় কত ভালুকের আনাগোনা রয়েছে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।

কোন কোন রুটে ভালুকের যাতায়াত? সেটা আগেই চিহ্নিত করেছেন বন দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা বলছেন, বক্সাদুয়ার, হাতিপোঁতা, পানার মতো মোট ৩০টি রুট দিয়ে ভালুকেরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে আসে। ওইসব রুটে নজরদারি চালাতে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানোর পাশাপাশি অন্যান্য নমুনা সংগ্রহের জন্য একধরনের ফাঁদ পাতা হয়েছে। যদিও সেই ফাঁদে আটকানো হবে না কোনও ভালুককে। কোন কোন রুটে কত সংখ্যক ভালুক যাতায়াত করে, ট্র্যাপ ক্যামেরায় তার ছবি দেখা হবে। এছাড়া মল, লোম নিয়ে ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট দেখে বক্সায় ভালুকের সংখ্যা জানা সম্ভব হবে, আশাবাদী বনকর্তারা। এবছর ভালুক নিয়ে গণনার কাজ শুরু করা হলেও ক্লাউডেড লেপার্ডের গণনার কাজ এখনও শুরু হয়নি। তবে বন দপ্তরের কর্তা জানিয়েছেন, শীঘ্রই তা নিয়েও সমীক্ষার কাজ শুরু হবে।

মধু-পাউরুটির টোপ

বক্সার জঙ্গলে ৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা পাতা হয়েছে।

> বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় ভালুকের গণনার কাজ নভেম্বরে শুরু করা হয়েছে। ৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ভালুকের লোম সংগ্রহের জন্য ৩০ জায়গায় একধরনের কাঁটাতারের বেড়া লাগানো হয়েছে।
>
> —দেবাশিস শর্মা, ডিএফডি, বক্সা টাইগার রিজার্ভ (পূর্ব)

আবগারি দপ্তরের গাফিলতি

নিয়ম ফাঁকি, বার-পাব খোলা ভোররাতেও

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : পুলিশ ব্যস্ত পুজোর ভিড় সামলাতে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ভোর রাত পর্যন্ত শহরে খোলাই থাকছে বার এবং পাব। পুজোর মরশুমে সেখানে রাতভর চলছে হুল্লোড়। রাতবিরেতে মদ্যপ অবস্থায় বেরিয়ে কখনো-কখনো দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন বাসিন্দারা। অভিযোগ, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি জংশন এলাকা এবং সেবক রোড এলাকার কয়েকটি পাব এবং বার আইনের তোয়াক্কা না করেই চলছে। সেখানে নানারকম উচ্ছৃঙ্খল কার্যকলাপও হচ্ছে বলে অভিযোগ। শহরবাসীও বিষয়টি নিয়ে অসন্তুষ্ট।

চোখে ঠুলি

- ভোররাত অবধি খোলা থাকছে বার ও পাবের একাংশ
- অল্প সময়ের অনুমতি নিয়ে অতিরিক্ত কয়েক ঘণ্টা খোলা রাখা হচ্ছে
- সিংগিং বারের অনুমতি নিয়ে চলছে ডান্স বার
- এসব পানশালার পিছনে রয়েছেন প্রভাবশালীরা

শহরেরই এক বাসিন্দা দীপক সিং এব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'শহরের কয়েকটি বার অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকছে। আবগারি দপ্তর এদের অনুমতিও দিয়ে দিচ্ছে। আর সেখানে আমাদের পরিবারের ছেলেরা যাচ্ছে। বিভিন্ন কুপথে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। নিষেধ করলে অশান্তি হচ্ছে বাড়িতে।'

কেন শহরের বার এবং পাবগুলির একটা অংশের এধরনের বাড়াবাড়ি বন্ধ করা যাচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপার প্রণব থাপার সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও কোনও জবাব দেননি।

সিটি সেন্টারে থাকা বার এবং পাবগুলি বেশি রাত পর্যন্ত খোলা থাকছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ফলে ওই এলাকায় রাতের দিকে নানা ঝামেলা হচ্ছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও কোনও লাভ হচ্ছে না। আবগারি দপ্তরের একাংশের মদতে এই কারবার চলে আসছে বলে সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে ওই শপিংমলে থাকা বার এবং পাবগুলির লাইসেন্স বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুলিশ। তাছাড়াও শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন একটি বার, সেবক রোডের প্ল্যানেট মলে থাকা কয়েকটি বার এবং পাবের বিরুদ্ধে আইন না মেনে বেশি রাত পর্যন্ত খোলা রাখার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, প্ল্যানেট মলের ওই বার এবং পাবগুলির পিছনে প্রভাবশালীদের হাত রয়েছে। তাঁদের সঙ্গে নেতাদের যোগাযোগ রয়েছে। নেতাদের হাত মাথায় থাকাতেই বেআইনি কাজ করা হচ্ছে।

উৎসবের মরশুমে রাতে বেশি সময় বার কিংবা পাব খোলা রাখতে হলে বাড়তি টাকা দিতে হয়। অতিরিক্ত সময় খোলা রাখার ক্ষেত্রে ঘণ্টাপিছু চার্জ ধার্য করা হয়। অভিযোগ, ওই বার ও পাবগুলোর কর্তৃপক্ষ টাকা দিচ্ছে এক ঘণ্টা বাড়তি সময় খোলা রাখার হিসেবে। এদিকে, খোলা রাখছে বেশ কয়েক ঘণ্টা। কোথাও কোথাও ভোর ৪টে অবধি খোলা রাখার অভিযোগও উঠেছে।

অন্যদিকে, শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন এলাকায় থাকা একটি হোটেলে মধ্যরাত পর্যন্ত চলছে নাচ। সিংগিং বারের আড়ালে ডান্সিং বার চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রায় ৩০ জন মহিলাকে নিয়ে ডান্সিং বার চালানো হচ্ছে সেখানে।

এই সমস্ত বার এবং পাবের ওপর কোনও নজরই নেই আবগারি দপ্তরের। শিলিগুড়ি পুলিশের এক কর্তা জানিয়েছেন, আমরা খবর পেলেই অভিযান করছি। কিন্তু আবগারি দপ্তরকেও তো বিষয়টি দেখতে হবে।

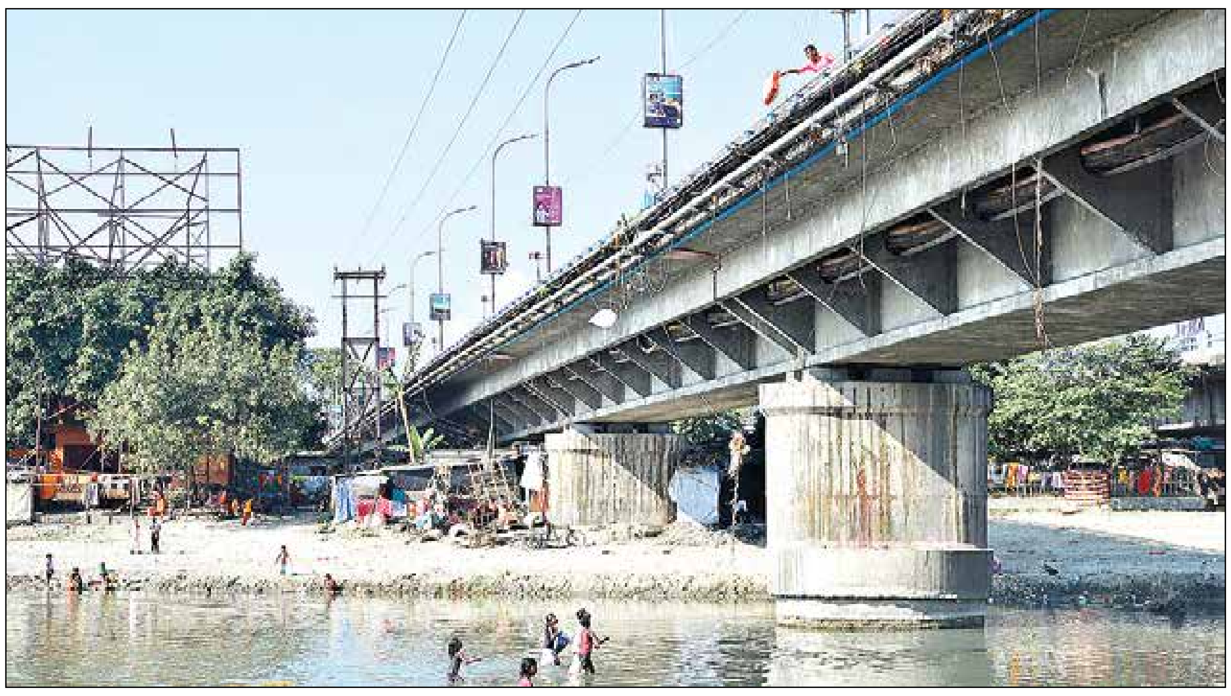

পুজোর সামগ্রী জলে পড়ার অপেক্ষা। সোমবার শিলিগুড়িতে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

বছর ঘোরার আগেই কোভিড ওয়ার্ডে ফাটল

মনজুর আলম

চোপড়া, ১৩ নভেম্বর : বছরখানেকও হয়নি দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উদ্বোধন হয়েছিল কোভিড ওয়ার্ডের। সেটির দেওয়ালে এখন ফাটল ধরায় কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে, কোভিড ওয়ার্ডটি সেভাবে কাজে লাগাতে না পারা নিয়েও আলোচনা হচ্ছে।

মালদার গাজোল থেকে চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি নতুন নির্মিত ২০ শয্যাবিশিষ্ট এই ওয়ার্ডের উদ্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এত অল্প সময়ে দুটি ঘর ও করিডরের দেওয়ালে ফাটল ধরল কেন? ঠিকাদারের বক্তব্য, দু'এক জায়গায় ফাটল ধরেছে মনে হলেও আসলে পলেস্তারার সমস্যা থাকতে পারে। সেটা ঠিক করে দেওয়া হবে।

এদিকে, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির ইন্ডোরে পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় পরিষেবা ঠিকঠাক দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে কেন কোভিড ওয়ার্ডকে ঠিকঠাক কাজে লাগানো হচ্ছে না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আপাতত ২০ শয্যাবিশিষ্ট ওই ওয়ার্ডের একাংশে আউটডোরে যক্ষ্মা ও চোখের রোগীদের পরিষেবা চালু করা হয়েছে। চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুই কক্ষবিশিষ্ট ইন্ডোরের ২৫টি শয্যায় অনেক সময় রোগীদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে। অনেক সময় ৩৫ থেকে ৪০ জন রোগীকে রাখতে হচ্ছে। তাঁদের গাদাগাদি করে না রেখে পাশের কোভিড ওয়ার্ডে মেল বা ফিমেল যে কোনও একটি ওয়ার্ড আপাতত শিফট করলে সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে চিকিৎসকদের অভিমত।

বিএমওএইচ ডঃ রণবীর সাহা বলেছেন, 'কোভিড ওয়ার্ডের কাজ জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে হয়েছে।' ফাটল সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি মন্তব্য না করলেও ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের মধ্যে একটি করিডর তৈরির চিন্তাভাবনা চলছে বলে জানিয়েছেন। স্বাস্থ্যকেন্দ্র সূত্রে খবর, ইন্ডোর ও কোভিড ওয়ার্ডের দূরত্ব ১০০ মিটারের মধ্যে হলেও করিডর হলে সমস্যা হবে না। সে ব্যাপারে ইতিমধ্যে মাপজোখ হয়েছে।

ইসলামপুরে ছয় বছর পর বইমেলার আসর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ নভেম্বর : দীর্ঘদিনের খরা অবশেষে মিটছে। ইসলামপুরে জেলা বইমেলার আসর বসছে।

ইসলামপুর পুরসভা এবারের বইমেলার দায়িত্বে রয়েছে বলে পুর চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের দাবি। অন্যদিকে শুধু পুরসভাই নয়, জেলার গ্রন্থাগার স্তরের প্রতিনিধি সহ প্রশাসনিক কর্তারাও বইমেলার আয়োজনে সমানভাবে শামিল রয়েছেন বলে বইমেলা কমিটির পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে। যদিও এই ইস্যুতে এখনই কোনও বিতর্কে যেতে রাজি নয় কমিটি। কমিটি সূত্রে খবর, বইমেলার জন্য সরকারিভাবে সাত লক্ষ টাকার অনুদান বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু বইয়ের প্রতি নতুন প্রজন্মের উৎসাহ ও আকর্ষণ বাড়াতে কমিটি বইমেলাকে কার্যত উৎসবের চেহারা দিতে চাইছে। ফলে বেসরকারিভাবে ১৫ লক্ষ টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে কানাইয়া জানিয়েছেন। এদিকে, দীর্ঘ ছয় বছরের মাথায় ইসলামপুর শহরে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে চলায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ছড়িয়েছে।

ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে আগামী ৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর বইমেলার আসর বসছে। গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী এই মেলার উদ্বোধন করবেন। মূল কমিটির পক্ষ থেকে একাধিক সাব-কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মোট ৭৫টি স্টল থাকবে। রাজ্যের নয়টি নামীদামি প্রকাশনা সংস্থাকে মেলায় স্টল বসাতে সরকারিভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ৬৫টি কমার্সিয়াল স্টল থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা করে নেওয়া হবে। ফলে সব মিলিয়ে সরকারিভাবে মেলা কমিটির হাতে সরকারি গাইডলাইন মেনে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা আসবে। বাকি পাঁচ লক্ষ টাকা মেলাকে কেন্দ্র করে সুভেনিয়র প্রকাশিত করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বাজার থেকে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বইমেলা থেকে জেলার সমস্ত গ্রন্থাগারের জন্য প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ টাকার বই কেনার লক্ষ্যমাত্রা সরকারিভাবে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকেও মেলা থেকে বই কেনার জন্য উৎসাহিত করা হবে।

কাটল খরা

- ইসলামপুর হাইস্কুল মাঠে আগামী ৪-১০ ডিসেম্বর বইমেলার আসর
- গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী এই মেলা উদ্বোধন করবেন
- এবারের মেলায় মোট ৭টি স্টল থাকবে, ১৫ লক্ষ টাকায় মেলা

২০১৭ সালে ইসলামপুরে বইমেলা হয়েছিল। তারপর ২০২৩ সালে বইমেলা হতে চলেছে। বইমেলাকে কেন্দ্র করে সাতদিন ধরেই মেলা প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হবে। এবারও তেমনটাই পরিকল্পনা নিয়ে মেলা কমিটি এগোচ্ছে। জানা গিয়েছে, বহিরাগত নয়, ইসলামপুরের স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থাকে দিয়েই মেলার সাতদিন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে বিভিন্ন স্কুলকেও এই বিষয়ে যুক্ত থাকার জন্য বলা হবে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক দেবব্রতকুমার দাস বলেন, 'স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষই সব সময় বইমেলার আয়োজন করে। পুর চেয়ারম্যান বইমেলা কমিটির সদস্যও বটে। মেলার সংগঠনের ভূমিকায় জেলা শাসক চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দিয়েছেন।'

ব্ল্যাকমেল করে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : ব্ল্যাকমেল করে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল যুবকের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সোমবার পুলিশ অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ মণ্ডল (২৪)-কে গ্রেপ্তার করেছে। সে ওই এলাকারই বাসিন্দা।

অভিযোগ, কয়েকদিন আগে ওই নাবালিকা একান্তে সময় কাটাচ্ছিল। সেসময় অভিযুক্ত গোপনে মোবাইলে ভিডিও করে। তারপর থেকে বিশ্বজিৎ নাবালিকাকে কুপ্রস্তাব দিতে থাকে। নাবালিকা প্রস্তাবে রাজি না হলে ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকিও দেয় সে। শেষপর্যন্ত ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ নাবালিকার পরিবারের। রবিবার ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ গোয়ালটুলি মোড় থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে। এদিন বিশ্বজিৎকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকারের মন্তব্য, 'ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে।'

কেরলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু শ্রমিকের

গোয়ালপোখর, ১৩ নভেম্বর : কেরলে কাজে গিয়ে গোয়ালপোখর এলাকার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছানোর পর পরিবার ও এলাকায় শোকের পরিবেশ তৈরি হয়। মৃত আবিদ হোসেন গোয়ালপোখর থানার তেলিয়া ডুবকুল এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তিন মাস আগে কেরলে গিয়ে হোটেলে কাজ করছিলেন আবিদ। সোমবার সকালে হোটেলের উপরতলায় যাওয়ার জন্য লিফটে চড়েছিলেন তিনি। তখন দরজায় পিষে যাওয়ায় ঘটনাস্থলে তাঁর মৃত্যু হয়। কেরলে ময়নাতদন্তের পর গোয়ালপোখরে দেহ আনার চেষ্টা করছে পরিবার।

আবিদের স্ত্রী মুস্তারি বেগম বলেন, 'জমি নেই বলে স্বামীর উপার্জনেই সংসার চলত। তিন মেয়েকে নিয়ে এখন কী করব বুঝতে পারছি না। রবিবার ফোনে তাঁর সঙ্গে শেষবার কথা হয়েছিল। মাসতিনেক পর বাড়ি ফেরার কথা বলেছিল।' স্থানীয় সাহাপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহঃ নুরউদ্দিন জানান, মৃতের দেহ বাড়ি ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দূর্বা-চন্দনের গুঁড়ো দোরগোড়ায়

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : আজকের ব্যস্ত জীবনে একটু সময় করে বোন ভাইয়ের কথা ভেবে যমের দুয়ারে কাঁটা ফেলতে যায় ঠিকই, তবে আয়োজনের কথা ভাবতে গেলেই মাথায় বাজ পড়ে। সেইসব কর্মব্যস্ত বোনেদের জন্য মুশকিল আসান হিসেবে হাজির হয়েছেন স্নেহা পোদ্দারের মতো ব্যবসায়ীরা। এখন কেবল একটা ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপের অপেক্ষা। চাইলেই বোনেদের বাড়ি সরাসরি পৌঁছে যাবে ভাইফোঁটার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু।

ভাইফোঁটার আয়োজনের জিনিস বিক্রি করেন স্নেহা। বললেন, 'এখন সব অনুষ্ঠানের আয়োজনে মাটির বাসনের চল রয়েছে। তাই ভাইফোঁটাই বাদ যাবে কেন? কেউ যদি মাটির থালায় ভাইকে খাওয়াতে চান, আমাদের অর্ডার করলেই পৌঁছে দিই।' খালি থালা-বাসন নয়, অর্ডার করলে দোরগোড়ায় ধান, দূর্বা ও চন্দনের গুঁড়োও পৌঁছে দেন তাঁরা। স্নেহা জানালেন, ইতিমধ্যেই ফেসবুকের মাধ্যমে আমার কাছে অনেকেই এগুলোর অর্ডার দিয়েছেন।

ভাইফোঁটা স্পেশাল

রাখিবন্ধন, বন্ধুত্ব দিবস, ভ্যালেন্টাইনস ডে'র মতো ভাইফোঁটাতেও এখন কাস্টমাইজড উপহারের ছোঁয়া। ভাই বোনকে এবং বোন ভাইকে যে উপহার দেবেন সেখানে যাতে নতুনত্ব থাকে সেদিকে নজর শিলিগুড়ির। ভাইবোনের সম্পর্কের এই দিনটির কথা মাথায় রেখে দোকান সাজানো হয়েছে বিশেষ উপহারে। চাইলে সেই উপহার কাস্টমাইজড করতে পারবেন আপনি। অর্থাৎ, ভাবলেন ভাইকে উপহার দেবেন কফি মগ। তাতে আপনার পছন্দমতো ছবি বা কোনও উদ্ধৃতি বসিয়ে নেওয়া যাবে সহজেই। একই কথা প্রযোজ্য টি-শার্ট, ঘড়ি, জলের বোতলের মতো অনেক কিছুর ক্ষেত্রেই।

পাশাপাশি খাবারেও রয়েছে নতুনত্ব। ভাইফোঁটা স্পেশাল মিষ্টির সঙ্গে মিলছে বিশেষ কেকও। এছাড়া ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় রয়েছে স্পেশাল মেনু। রয়েছে থালি। আবার সেসব থালির উপর বিশেষ ছাড়ও রয়েছে। হিলকার্ট রোডের একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজার শুভম চক্রবর্তী বলেন, 'খাওয়াদাওয়া ছাড়া কোনও উৎসবই যেন পূর্ণ হয় না। তবে এখন সময়ের অভাবে অনেকেই বাড়িতে বিভিন্ন পদ রান্না করতে পারেন না। তাই বাড়িতে আচার-অনুষ্ঠান করে রেস্তোরাঁয় খেতে চলে আসেন। আমরাও তাঁদের মনের মতো করেই আয়োজন করি।'

কম্বল ও মশারি বিলি কমিটির

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : বেলাকোবার বাবুপাড়া ও পুলিশ ফাঁড়ি আবাসিকবৃন্দ শ্যামাপুজো কমিটির উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে কম্বল ও মশারি বিতরণ করা হয়। এলাকার শিশুদের নিয়ে আঁকা প্রতিযোগিতাও আয়োজিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপালি দে সহ অন্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতা

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের নিয়ে আঁকা প্রতিযোগিতা হল। রাজগঞ্জ থানা আবাসিক ও ব্যবসায়ী সমিতি এর আয়োজন করে। সোমবার থানা প্রাঙ্গণে এই প্রতিযোগিতায় প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করে। দুটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে দুই বিভাগের মোট ছয়জনকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী সবাইকে রাজগঞ্জ থানার তরফে মেডেল দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের জন্য থানার তরফে টিফিনের ব্যবস্থাও করা হয়।

শিবমন্দির বাজারে আন্ডারপাসের দাবি জোরালো

নিবেদিতা দাস

মাটিগাড়া, ১৩ নভেম্বর : শিলিগুড়ি সংলগ্ন শিবমন্দির বাজারে আন্ডারপাসের দাবি স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ব্যবসায়ী সকলের। দীর্ঘদিন মাটিগাড়া বিডিও অফিস সংলগ্ন সাঁইনাথ মোড়ের রাস্তা বন্ধ। তাই শিবমন্দির বাজার থেকে বিএড কলেজ, কদমতলা, রবীন্দ্রনগর, চাউমিন মোড় যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে শিবমন্দির বাজার রেলগেট। তবে সন্ধে হলেই বাজারে ভিড় বাড়তে থাকায় এলাকায় যানজট বাড়ে। বিশেষ করে পুজোর মরশুমে রেলগেট পারাপারে ঘণ্টাখানেক লেগে যায়। তাই দাবি উঠছে, স্থানীয় প্রশাসন দ্রুত রেল আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে এলাকায় রেল আন্ডারপাস অথবা রেল ওভারব্রিজের ব্যবস্থা করুক।

মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষের বক্তব্য, 'ডিআরএমকে বিষয়টি নিয়ে কয়েকবার চিঠি দিয়েছি। এলাকার সাংসদ এবং বিধায়ক চাইলেই এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারেন। কিন্তু তাঁরাও কিছু করছেন না।'

পুজোর সময় শিবমন্দিরে এই ক্রসিং পার হতে অনেক সময় লেগে যায় ঘণ্টাখানেক। —সংবাদচিত্র

শিবমন্দির বাজার পেরিয়ে আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক জায়গায় নিত্যযাত্রীদের যেতে হচ্ছে। এছাড়া বাজারে প্রায় প্রতিটি দোকানের সামগ্রী রাস্তার উপর এমনভাবে রাখা, দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারবে না। স্থানীয় বাসিন্দা রণজিৎ সাহার কথায়, 'রাস্তা দিয়ে চলাচল করা দূরের কথা, অ্যাম্বুল্যান্সও আটকে যায় অনেক সময়। আমরা চাই বাজারের রাস্তা চওড়া করে রেল আন্ডারপাস অথবা রেল ওভারব্রিজের ব্যবস্থা করা হোক। অথবা বিকল্প হিসেবে খুলে দেওয়া হোক সাঁইনাথ মোড়ের রাস্তা।

এদিন বাইক নিয়ে রেললাইন পার হওয়ার সময় রতন সিংহ বললেন, 'এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। এলাকায় যাতায়াতের একমাত্র পথ এই বাজার। সন্ধ্যা হলে এলাকায় এতটাই ভিড় হয় যে জরুরি কাজ থাকলে সময়ে পৌঁছানো যায় না।'

ব্যবসায়ীদের সমস্যাও কম নয়। তাঁরা জানালেন, রেলগেটের যানজটের জন্য ব্যবসায় প্রভাব পড়ে। ক্রেতা দোকানে এলে জায়গার সমস্যায় ঠিকমতো দাঁড়াতে পারেন না। আন্ডারপাসের ব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে মাটিগাড়া নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেছেন, 'প্রাথমিক পর্যায়ে রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামীতে এলাকায় রেলের লেভেল ক্রসিংগুলিতে আন্ডারপাস কিংবা ওভারব্রিজের ব্যবস্থা করা হবে।'

দুর্ঘটনায় জখম মা-মেয়ে

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : পথ দুর্ঘটনায় জখম হল মা ও মেয়ে। সোমবার ফাঁসিদেওয়া বাজারের কাছে রাজ্য সড়কের উপর দুর্ঘটনাটি ঘটে। জখম ওই মহিলা ফাঁসিদেওয়ার জ্যোতিনগরের বাসিন্দা।

এদিন একটি তিনচাকা পণ্যবাহী গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা এবং মেয়েকে ধাক্কা দিয়ে আম গাছে গিয়ে আটকে যায়। ঘটনায় শিশুকন্যা এবং তার মা গুরুতর জখম হন। উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাচ্চা মেয়েটিকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাম মন্দির সংস্কারে দু'লক্ষ

খড়িবাড়ি, ১৩ নভেম্বর : ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধন। তার আগেই পানিট্যাঙ্কিতে রাম মন্দির সংস্কার করার উদ্যোগ নিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টা। ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি দুই লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন সোমবার। সোমবার সন্ধ্যায় পানিট্যাঙ্কি জগদ্বন্ধু ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন সাংসদ। এশিয়ান হাইওয়ের উল্টো দিকে একটি পুরনো রাম মন্দির পরিদর্শন করেন। সাংসদের সঙ্গে এদিন ছিলেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মন্ডল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ প্রমুখ।

ইসলামপুরের শতাব্দীপ্রাচীন মণ্ডলবাড়ির কালীপ্রতিমা বিসর্জন। শহরের হাসপাতাল মোড়ে সোমবার রাজু দাসের তোলা ছবি।

শিল্প নয় ইলুয়াবাড়িতে সাপের আস্তানা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৩ নভেম্বর : সময় যেন এখানে থমকে। শিল্পের বদলে কয়েক একর জমি সাপখোপের নিরাপদ আশ্রয়। জীর্ণ পরিকাঠামোয় গজিয়ে ওঠা জঙ্গল সরকারি ব্যবস্থার খিল্লি ওড়াচ্ছে।

ইসলামপুর ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুক বাম আমলে উদ্বোধন হয়েছিল রেড কার্পেট বিছিয়ে। পরবর্তীতে নীল-সাদার চাদরে মুড়ে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের উদ্বোধন করেছিলেন। তারপর কাজের কাজ কিছুই হয়নি বলে এলাকার ব্যবসায়ী সংগঠন থেকে শুরু করে শিল্পোদ্যোগীদের ক্ষোভের শেষ নেই। যদিও উত্তর দিনাজপুর জেলা শিল্পকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার প্রাবন সরকারের দাবি, তালুকের অন্দরে জমির প্লট করে শিল্পোদ্যোগীদের জমি লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ফলে দ্রুত পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে।

ইসলামপুর শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরত্বে শ্রীকৃষ্ণপুরের ইলুয়াবাড়িতে ১৬ একর জমি অধিগ্রহণ করে বাম আমলে শিল্পতালুকের কাজ শুরু হয়। ২০০৮ সালে এই তালুকের শিলান্যাস হয়েছিল। বাম আমলেই ভোট ঘোষণার পর রাতারাতি বাম নেতা-মন্ত্রীরা শিল্পতালুকের উদ্বোধন করেন। ইসলামপুরের মতো পিছিয়ে পড়া এলাকায় এই শিল্পতালুক নিয়ে নতুন শিল্পের পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। এমনকি উঠতি ব্যবসায়ীদের অনেকেই শিল্পতালুকের দৌলতে শিল্পপতি হয়ে উঠবেন বলে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।

এক যুগ কেটে গেলেও ঝোপঝাড়ে ও সময়ে সময়ে সমাজবিরোধীদের আখড়া হওয়া ছাড়া আর কিছুই হয়নি। এলাকার ব্যবসায়ীদের অনেকেই বলছেন, আসলে এই শিল্পতালুক গত ও বর্তমান সরকারের কাছে যেন কুমিরছানা। এই তালুক দেখিয়ে রাজনৈতিক লাভ তোলা ছাড়া গত এক যুগে কিছুই হয়নি। এক যুগ ধরে বৈঠকের পর বৈঠক করে শিল্পতালুকে জমির মূল্য কমানোর পাশাপাশি লিজের সময়সীমা ৯৯ বছর করা সম্ভব হয়েছে।

ইসলামপুরের ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুক। -সংবাদচিত্র

ক্ষুব্ধ বণিকমহল
- ২০০৮ সালে শিল্পতালুকের শিলান্যাস
- বাম আমলে ভোট ঘোষণার পর রাতারাতি উদ্বোধন
- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের উদ্বোধন করেছিলেন
- মোট ৬৪টি প্লট নিয়েছেন শিল্পপতিরা

প্রাবনের যুক্তি, জমি আবেদনকারীদের নামে নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। আমরা এখন শিল্পপতিদের অপেক্ষায় আছি। তাঁরা কাজ শুরু করলেই শিল্প গড়ে উঠবে। মোট ৬৪টি প্লট শিল্পপতিরা নিলেও জমির হস্তান্তরের প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। শিল্পের জন্য নথি এবং পরিকাঠামো গড়ার বিষয়টি অবশ্যই সময়সাপেক্ষ। তবে আশার কথা, এত বছর পর শিল্পতালুকে জমি আর নেই। সবই লিজে দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের (ফিটো) সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলছেন, 'জমি লিজের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ঠিক। কিন্তু জমি হস্তান্তর হয়নি। বিদ্যুৎ, জল, রাস্তাঘাট, গোটা এবং জঙ্গলে ছেয়ে রয়েছে গোটা শিল্পতালুক। ফলে আগে সরকারকে এই পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে। নথি সংক্রান্ত বিষয় সরল করার দাবি জানানো হয়েছে।' চেম্বার অফ কমার্সের অর্গানাইজিং কমিটির সদস্য তথা ইসলামপুর মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র দামোদর আগরওয়ালের পর্যবেক্ষণ, 'আমরাও গত ১২ বছর বৈঠকের পর বৈঠক করেছি। কাজের কাজ কিছু হয়নি। জমির প্লট হয়েছে এটা ভালো খবর।' শিল্পতালুকে শিল্প হতে কত বছর লাগবে, সংশয় এরপরেও কাটছে না।

ভবঘুরের শেষকৃত্যে সম্প্রীতির নজির

মালদা, ১৩ নভেম্বর : 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু-মুসলমান'। কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই গীতি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তার প্রমাণ মিলল ইংরেজবাজারের যদুপুরে। ২৬ বছর ধরে দেখভাল করা মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তির মৃত্যুর পর রীতি মেনে শেষকৃত্যে শামিল হল হিন্দু-মুসলিমরা। পাশাপাশি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের কাজেও হাত লাগাবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। কালীপুজোর রাতে সম্প্রীতির এমনই ছবি নজর কেড়েছে মালদায়।

কে এই ভবঘুরে ? না, তাঁর নামধাম, পরিচয় ঠিকানা সেভাবে জানেন না এলাকাবাসী। শুধু তাঁর মুখ থেকে হিন্দি ভাষায় দুর্গা বলে একটা নাম শোনা যেত। এই থেকে অনুমান করা হয়, তিনি হিন্দু। কিন্তু কী করে এল ওই ব্যক্তি যদুপুরে ? স্থানীয় প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ১৯৯৭ সালের ঘটনা। হঠাৎ যদুপুর এলাকায় মানসিক ভারসাম্যহীন ওই ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন এলাকাবাসী। উনি নিজের নাম পরিচয় বলতে পারেননি। মাঝেমধ্যে নিজেকে দুর্গা বলে পরিচয় দিতেন। ওই ভবঘুরের কোনও ঠিকানা না থাকায় গ্রামবাসী দেখভাল শুরু করেন। সেই সময় থেকে ওই ব্যক্তির থাকা, খাওয়া ও জামাকাপড় সবকিছু দিয়েই সাহায্য করত দুই সম্প্রদায়ের মানুষ। কয়েকদিন আগে ওই ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি জানতে পেরে ওনাকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করেন। সোমবার রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। এরপরেই হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মানুষ একত্রিত হয়ে শেষকৃত্য করেন। এলাকার দুই সম্প্রদায়ের মানুষ ওনার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও একত্রিত হয়ে করবেন।

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ রানাউল ইসলাম জানালেন, 'ওই ব্যক্তি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। হিন্দি ভাষায় নিজেকে দুর্গা বলে পরিচয় দিতেন। উনি বাংলা বলতে পারতেন না। সেই সময় থেকে তিনি আমাদের এলাকাতেই থাকছেন। রবিবার ওনাকে কুকুরে কামড়ায়, যন্ত্রণায় উনি ছটফট করছিলেন। আমরা এলাকার লোকজন একত্রিত হয়ে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করি, রাতে মৃত্যু হয়। আমরা পুলিশ প্রশাসন, গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানিয়ে ওনার সৎকাজ করেছি।'

আরেক বাসিন্দা মেজু ঘোষের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে ওই ব্যক্তি এলাকায় আছেন। আমরা সবাই মিলে দুবেলা ওনাকে খাবার দিতাম। আমাদের এলাকায় হিন্দু-মুসলিম উভয়েই বাস করলেও কোনও ধর্মীয় ভেদাভেদ নেই। আমরা সকলে একসঙ্গে ওনার সৎকার করতে যাচ্ছি। এলাকার সকলেরই মনখারাপ। এতদিনের সম্পর্কের এক ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।'

মুখ্যমন্ত্রীর সফরে আর্থিক প্যাকেজের আশায় জিটিএ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন পাহাড় সফরে তিস্তায় হড়পায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কোনও প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারেন। রাজ্যের তরফে অন্তত ২০০ কোটি টাকার প্যাকেজ দেওয়া হতে পারে বলে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) মনে করছে। পাশাপাশি চা শিল্প ছাড়াও জিটিএ এলাকার উন্নয়নের জন্যও মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের তরফে কোনও প্রকল্প ঘোষণা করতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের আশায় রয়েছি। এখনও সফরসূচি আসেনি। তবে শুনেছি উনি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে এলে নিশ্চয়ই পাহাড়ের উন্নয়নে কোনও ঘোষণা করবেন।'

গত বছরের জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রী শেষবারের জন্য পাহাড়ে এসেছিলেন। তারপর একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হলেও শেষ মুহূর্তে সফর বাতিল হয়ে গিয়েছে। প্রায় দেড় বছরের মাথায় ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ে আসছেন। ৫-৭ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড়ে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি কার্সিয়াংয়ে একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে।

আগামী বছর লোকসভা ভোট। তৃণমূল কংগ্রেস দার্জিলিং লোকসভা আসনের দখল নিতে মরিয়া। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর এবারের পাহাড় সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এই সফরে মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের উন্নয়নে একগুচ্ছ প্রকল্পের ঘোষণা করতে পারেন। গত ৪ অক্টোবর সিকিমের লোনাক লেক বিপর্যয়ের পরে তিস্তায় যে হড়পা দেখা দিয়েছিল তাতে বহু মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। অনেকে আজও ঘরছাড়া। জিটিএ সূত্রের খবর, প্রায় ২৫০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই হিসাব ইতিমধ্যেই লালকুঠি থেকে নবান্নে পৌঁছে গিয়েছে। পাশাপাশি পাহাড়ে চা বাগানের শ্রমিকদের জমির পাট্টা দেওয়া নিয়েও সেখানকার পরিবেশ সরগরম রয়েছে। লোকসভা ভোটের আগে এতগুলি ইস্যুকে সামনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রীর এবারের পাহাড় সফর।

এই সফরে জিটিএ নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করে মুখ্যমন্ত্রী তিস্তার হড়পায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার পাশাপাশি পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নে কোনও প্রকল্প ঘোষণা করবেন, জিটিএ'র এমনটাই আশা। পাশাপাশি সামনেই ভোট থাকায় পাহাড়ের ১৫টি উন্নয়ন বোর্ডের জন্যও অর্থ বরাদ্দ হতে পারে। কেননা, রাজ্য সরকার বেশ কয়েক বছর ধরে উন্নয়ন বোর্ডগুলিকে কোনও আর্থিক প্যাকেজ না দেওয়ায় বোর্ডগুলির মাধ্যমে সমস্ত কাজকর্মই প্রায় বন্ধ হয়ে রয়েছে। এমনকি একাধিক বোর্ডের অফিস চালাতে গিয়েও কর্মীদের মাইনে পর্যন্ত দিতে পারছে না।

> আমরা মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের আশায় রয়েছি। এখনও সফরসূচি আসেনি। তবে শুনেছি উনি আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহেই আসবেন। মুখ্যমন্ত্রী এখানে এলে নিশ্চই পাহাড়ের উন্নয়নে কোনও ঘোষণা করবেন।
>
> –অনীত থাপা
> *চিফ এগজিকিউটিভ, জিটিএ*

জটিল রোগে আক্রান্ত শিশু, সাহায্যের আর্জি

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : গত দশ মাস ধরে জটিল রোগে আক্রান্ত আড়াই বছরের মেহবুব হোসেন। বর্তমানে সন্তানের চিকিৎসায় দিশেহারা অবস্থা ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মজদুর বস্তির এই দিনমজুর পরিবারের। মেহবুবের বাবা আলম হোসেন বলেন, 'ছেলে জটিল রোগে আক্রান্ত। কিছু খেলেই ওর বমি হয়ে যায়। যে কারণে শরীরে ভিটামিন ও প্রোটিনের অভাব দেখা দিয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।' ঘটনার কথা জানতে পেরে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মৌ কর বিষয়টি জানান। প্রয়োজনমতো ফল ও কিছু খাদ্যসামগ্রী দিলাম। আমরা ওঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।'

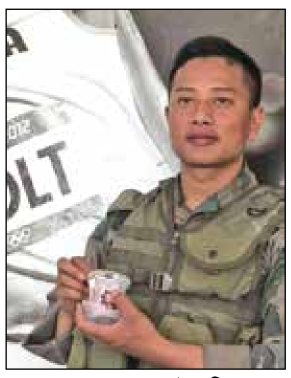

রানু মঙ্গর। -ফাইল চিত্র

তুষারঝড়ে মৃত্যু সেনার

জয়গাঁ, ১৩ নভেম্বর : ৪ ডিসেম্বর ভাইয়ের বিয়ে। কথা ছিল ধুমধাম করে আয়োজন হবে। প্রস্তুতি চলছিল জোরকদমে। সেই উপলক্ষ্যে লম্বা ছুটি নিয়েছিলেন জয়গাঁর দলসিংপাড়ার গোপালবাহাদুর বস্তির বাসিন্দা রানু মঙ্গর। বছর তেত্রিশের রানু ভারতীয় সেনাবাহিনীর গোর্খা রেজিমেন্টের ৭/৮ ব্যাটালিয়নের নায়েক পদে কর্মরত ছিলেন।

'ছিলেন', আর নেই। জম্মু ও কাশ্মীরের কার্গিলে কর্তব্যরত অবস্থায় তুষারঝড়ের কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে রানুর। এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকে শোকের ছায়া নেমে এসেছে দলসিংপাড়ায়। যে বাড়িতে আর দুই সপ্তাহ পর সানাই বাজার কথা ছিল, সেখানে এখন বিষাদের সুর। ১৪ নভেম্বর মৃত সেনাকর্মীর কফিনবন্দি দেহ ফিরবে বাড়িতে।

রানুর বাড়িতে তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী, দুই সন্তান ও এক ভাই রয়েছে। ডিসেম্বরের ৪ তারিখ ভাই ভানু মঙ্গরের বিয়ে হওয়ার কথা। সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ১৬ নভেম্বর বাড়িতে আসার পরিকল্পনা করেছিলেন জওয়ান। কালীপুজোর দিন যখন চারদিক আলোয় আলোকিত। ঠিক সেসময় বাড়িতে খবর এল, বড় ছেলের 'জীবনপ্রদীপ' নিভে গিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে মন খারাপের অন্ধকার নেমে এল যেন।

খবর পাওয়ার পর থেকেই ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন রানুর স্ত্রী। তাঁর দুই সন্তান মুখে ভাতটুকু তুলতে চাইছে না। অঝোরে কেঁদে চলেছেন রানুর বাবা, মা ও ভাই। প্রতিবেশীরাও শোকস্তব্ধ। তাঁদেরই একজন রাজু থাপা বলছিলেন, 'দীপাবলির বিকেলে এই খবর আসবে, কখনও ভাবিনি। ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে চলতি সপ্তাহে রানুর আসার কথা ছিল। এখন তাঁর কফিনবন্দি দেহ দেখতে হবে। খুব ভালো ছিল রানু। এত শান্ত স্বভাবের ছেলে খুব কম দেখা যায়।'

ছোট গাড়িতে গোরু পাচার

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৩ নভেম্বর : শুধু অসমই নয়, এখন কোচবিহার জেলার বিভিন্ন আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্ত দিয়ে গোরু বাংলাদেশে পাচারের ছক কষেছে চোরাচালানকারী চক্র। গোরু আসছে উত্তর দিনাজপুর জেলার পাঞ্জিপাড়া, ডালখোলা ছাড়াও বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকে। গত তিন মাসে জাতীয় সড়ক হয়ে পাচারের সময় ফাঁসিদেওয়া থানা একাধিক লরি এবং চার চাকা গাড়ি আটক করেছে। একাধিক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। তাদের হেপাজতে নিয়ে মূল পান্ডাদের পাকড়াও করতে চাইছে পুলিশ।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও গোরু পাচারের জন্য ব্যবহার করা হত বড় লরি কিংবা কনটেনার। তবে, পুলিশের নজর থেকে বাঁচতে ইদানীং ছোট ছোট চারচাকা গাড়িতে গবাদিপশুর জন্য অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে একসঙ্গে গোরু বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর, পুলিশ সাধারণত বড় লরিগুলিকেই নজরে রাখে। ছোট লরিগুলি তুলনামূলক ঝুঁকি কম থাকে। দেখা গিয়েছে, শেষ কয়েকদিনে ফাঁসিদেওয়া থানা এলাকায় পাচারের সময় চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি থেকে গোরু উদ্ধার হয়েছে। ১২ নভেম্বর ফাঁসিদেওয়া থানা তিনটি চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে ৬৮টি গোরু উদ্ধার করে। ঘটনায় ফাঁসিদেওয়ার একজন অভিযুক্ত সহ গ্রেপ্তার হয় পাঁচজন। ১১ নভেম্বর বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র দুটি চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে ৩০টি গোরু উদ্ধার করে। ওই ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার হয়। ৭ নভেম্বর বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র দুটি লরি আটক করে ৮৪টি গোরু উদ্ধার করে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

চলতি বছর সেপ্টেম্বর থেকে এখন পর্যন্ত ২২১টি গোরু উদ্ধার হয়েছে। বেশিরভাগ ঘটনায় গোরু পাচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে চারচাকা পণ্যবাহী গাড়ি। পুলিশ সূত্রের খবর, গোরুগুলি অসম কিংবা কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। এই ঘটনাগুলিতে মোট গ্রেপ্তার হয়েছে ১৪ জন। ধৃতদের মধ্যে অধিকাংশই উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা। তদন্তকারী পুলিশ অফিসারদের অনুমান উত্তর দিনাজপুরেই গোরু পাচারকারীরা ঘাঁটি গড়ে উঠেছে। এদের অনেককেই তদন্তের স্বার্থে পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে কয়েকজনের নামও পাওয়া গিয়েছে। সেই তথ্য অনুযায়ী তদন্ত চলছে বলে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি সুমনকল্যাণ সরকার মন্তব্য করেছেন।

নয়া কৌশল
- কোচবিহার জেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে গোরু বাংলাদেশে পাচারের ছক কষেছে চোরাচালানকারী চক্র
- পুলিশের নজর থেকে বাঁচতে ছোট চারচাকা গাড়িতে গোরুবোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে
- উত্তর দিনাজপুরেই গোরু পাচারকারীদের ঘাঁটি গড়ে উঠেছে বলে পুলিশের অনুমান

ফিটনেসহীন বাস ছাই

এনবিএসটিসির গাড়িতে আগুন, আতঙ্কে যাত্রীরা

ময়নাগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : চলতে চলতে হঠাৎই দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার যাত্রীবোঝাই বাসে। কোনওরকমে হুড়োহুড়ি করে বাস থেকে নেমে পড়ে প্রাণে বাঁচলেন যাত্রীরা। তবে কেউ হতাহত না হলেও রক্ষা পায়নি বাসে থাকা একাধিক যাত্রীর ব্যাগ সহ অন্যান্য সামগ্রী। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্ষতি হতে দেখেও রাস্তার মাঝে জ্বলতে থাকা বাসের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করে উঠতে পারেননি কেউ। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি রোড ও উল্লারডাবরির মাঝে পূর্ব-পশ্চিম মহাসড়কে। এই ঘটনার পর এনবিএসটিসি'র পরিষেবা এবং নিরাপত্তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে।

এদিন খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ততক্ষণে বাসের বেশিরভাগ অংশই পুড়ে গিয়েছে। শর্টসার্কিট থেকেই এমন আগুন লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাস্তার মাঝে এমন দুর্ঘটনা ঘটায় জাতীয় সড়কে তীব্র যানজট দেখা দেয়। কিন্তু এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনবিএসটিসি'র সামগ্রিক পরিষেবা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে কেন? কারণ, আগুনে পুড়ে যাওয়া বাসটির ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই। নেই কোনওরকমের বিমার ব্যবস্থাও। তাহলে এমন বাস পথে নামছে কীভাবে? কোনওরকম দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার দায় কে নেবে?

সেই বাসটির বয়স ৭ বছর ১ মাস। ডিজেলচালিত এই বাসটি কোচবিহার আরটিওর নামে রেজিস্ট্রেশন করা রয়েছে। মাস দুয়েক আগে গত ১৯ সেপ্টেম্বর বাসটির ফিটনেস ফেল হয়ে যায়। তারপর আর বাসটির নতুন করে ফিটনেস পরীক্ষা করা হয়নি। কেবল ফিটনেস সার্টিফিকেট নয়, বাসটির বিমাও ২০২০ সালের ২৫ অগাস্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমন একটি বাসে দিনের পর দিন কীভাবে যাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত চলাচল করত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে ডিপো ইনচার্জ, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ মেকানিক ইনস্পেকটরকে নিয়ে তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। যদি ফিটনেস ফেল ও বিমাহীন বাস কোনও ডিপো রাস্তায় নামায়, তাহলে সেই ডিপোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখার কথা বলেছেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাইও।

দাউদাউ করে জ্বলছে চলন্ত বাস। ময়নাগুড়িতে সোমবার।

দোকানে আগুন

নকশালবাড়ি ও চোপড়া, ১৩ নভেম্বর : বড়সড়ো অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে নকশালবাড়ি বাজার রক্ষা পেল। সোমবার নকশালবাড়ি দুর্গা মন্দির সংলগ্ন একটি বন্ধ দোকানের টিনের চালা থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। আতশবাজির আগুন থেকে সৃষ্ট দোকানের ওই আগুন ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীরা দ্রুত দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। নকশালবাড়ি দমকলকেন্দ্র থেকে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নকশালবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি নিখিল ঘোষ বলেন, 'দোকানের টিনের চালার ওপর শুকনো পাতা রাখা ছিল। আতশবাজি থেকে আগুন ছিটকে ওই পাতায় পড়ে। দমকল দ্রুত ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।'

প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজোর আগে নকশালবাড়ি চৌরঙ্গি মোড়ে ৪০টি দোকান আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়ীরা প্রচুর ক্ষতিতে পড়েন।

এদিকে, দীপাবলির রাতে দাসপাড়া বাজার এলাকায় এক স্বর্ণকারের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। রবিবার গভীর রাতে ওই দোকানটিতে আগুন লাগে। স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

৭ মাসেই কানু সান্যালের গ্রামের রাস্তা বেহাল

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৩ নভেম্বর : ১৩ লক্ষ টাকায় নির্মিত পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসছে বালি-পাথর। মাত্র সাত মাসেই রাস্তার এই বেহাল দশায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। পরিস্থিতি এমন যে, রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন বাসিন্দারা। রাস্তাটি দ্রুত মেরামতের দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। যার ফলে সাত মাসেই গোটা রাস্তা খানাখন্দ ও গর্তে ভরে যায়। নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবদেল্লাজোতের ঘটনা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এমনিতেই কানু সান্যালের এই গ্রাম উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত। তার উপর যাও বা একটি ৭০০ মিটারের রাস্তা হয়েছে সেটাও সাত মাস যেতে না যেতে ভেঙে পড়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে নকশালবাড়ি ব্লক প্রশাসন থেকে প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছিল। কানু সান্যালের ভিটের সঙ্গে পূর্ব এবং পশ্চিম সেবদেল্লাজোতকে যুক্ত করতেই ৭০০ মিটারের এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল। এই রাস্তার পাশেই বাড়ি নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের আসরফ আনসারির। এলাকাবাসীদের অভিযোগ তিনি রাস্তার কাজের দায়িত্বে ছিলেন। সুতরাং তাঁর বাড়ির সামনেই ঢালাইয়ের রাস্তা গর্তে ভরে যাওয়াতে বিরোধীরা কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা নকশাল নেত্রী দীপু হালদারের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমাদের গ্রামকে মডেল গ্রাম করতে চাইছে। যার অধিকাংশ সরকারি টাকা শাসকদলের নেতাদের পকেটে কাটমানিতে যাবে। আর কাজ হবে নিম্নমানের। আসরফ আনসারিও রাস্তার নিম্নমানের কাজের অভিযোগ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'রাস্তার কাজ শিডিউল অনুযায়ী হয়নি। রাস্তাটি অত্যন্ত ছোট হয়েছে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই গর্তে ভরে গিয়েছে। আমি এই নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে অভিযোগ করেছি এবং ঠিকাদারের বিল আটকে রেখেছি। রাস্তার কাজ পুনরায় শুরু করা না হলে বিল আটকে রাখা হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা রবি লাকড়া জানান, রাস্তার কাজ খুবই জঘন্য হয়েছে। বানানোর কয়েকদিনের মধ্যেই ভাঙা শুরু হয়। তারপরেই রাস্তার মাঝে বড় বড় গর্ত দেখা দেয়। এখন আর চলাচল করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। আরেক বাসিন্দা গোলাপি বিশ্বাস জানান, রাস্তাটির চওড়া এতটাই ছোট হয়েছে যে একটি গাড়ি এলে আরেকটি গাড়িকে তাঁদের দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। গোটা রাস্তা এখন তাঁদের কাছে আতঙ্ক হয়ে উঠেছে। নকশালবাড়ি ব্লকের বিডিও প্রণব চট্টরাজ রাস্তাটি খতিয়ে দেখে দ্রুত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

হাতিঘিসায় সেবদেল্লাজোতের বেহাল রাস্তা।

অন্য সংস্করণের খবর

আলিপুরদুয়ার

খেলতে গিয়ে ডুবে মৃত ২ ভাই

মাদারিহাট, ১৩ নভেম্বর : সোমবার সকালে যথারীতি বাড়ির কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন মোক্তার আলির পরিবারের সকলে। এরই মাঝে কখন যে সেই কাণ্ড ঘটে গিয়েছে, বাড়ির কেউ জানেই না।

মোক্তার সাহেবের বাড়ির পাশেই রয়েছে দিঘি। সেই দিঘিতে ডুবে মৃত্যু হল তাঁরই দুই নাতির। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই শিশুর নাম রিয়াক আলি ও মাহির আলি। সম্পর্কে তারা জ্যাঠতুতো-খুড়তুতো ভাই। রিয়াকের বয়স বছর দেড়েক। আর মাহিরের বয়স আড়াই বছর। সোমবার সকাল ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনাথপুরে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুত্রশোকে ঘনঘন মূর্ছা যাচ্ছেন রিয়াকের মা রুনা বেগম ও মাহিরের মা মুক্তা পারভিন।

কোচবিহার

মণ্ডপের সামনে বোমাবাজি

দিনহাটা, ১৩ নভেম্বর : কালীপুজো মণ্ডপের সামনে বোমাবাজি হয়। উদ্ধার করা হয়েছে তাজা বোমা। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা-২ ব্লকের হোকদহ গ্রামে। সোমবার দুপুরে স্থানীয় দয়ারসাগর ক্লাবের সামনের ঘটনা। খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাজা বোমা উদ্ধার করে। তবে হঠাৎ করে বোমাবাজি ও বোমা উদ্ধারের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনায় ক্ষুব্ধ উদ্যোক্তারা মেলা বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রবিবার সন্ধ্যায় এই পুজোর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তারপর এদিন বোমাবাজির এই ঘটনায় রাজনীতির যোগ থাকতেও পারে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। পুজো কমিটির কর্মকর্তা গৌর দাস বলেন, 'বাড়িতে ছিলাম। হঠাৎ করে বোমার শব্দে বেরিয়ে আসি। পুলিশ আশ্বাস না দিলে মেলা বন্ধ রাখা হবে।'

নিগ্রহের প্রতিবাদ

জলপাইগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : খারিজা বেরুবাড়ি দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবানীনগর বুথে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নিরাপদ রায়কে নিগৃহীত করবার প্রতিবাদ জানিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি করা হয়েছে। সোমবার ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ থেকে জেলা সম্পাদক সঞ্জীব রায় লিখিতভাবে মানিকগঞ্জ পুলিশ আউটপোস্টে এই দাবি জানিয়েছেন।

কালীপুজোর মেলা

চোপড়া, ১৩ নভেম্বর : কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সোমবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রসাদগছ এলাকায় মেলা বসে। এবারে এখানকার কালীপুজোর ১৫৭তম বর্ষ। এদিন আদিবাসী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল। ৩০ নভেম্বর দু'দিনব্যাপী পালাটিয়া গানের আসরের আয়োজন করা হয়েছে।

বগটুইয়ের স্মৃতি জয়নগরে

তৃণমূল নেতা খুনের পর পিটিয়ে হত্যা

আগুনে ছাই। জয়নগরে সোমবার। ছবি : অভীক পুরকাইত

- বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুন হন তৃণমূল নেতা সইফুদ্দিন লস্কর
- বদলা নিতে দলুইখাকি গ্রামে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ
- তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত ১
- সাহাবুদ্দিন নামে অপর অভিযুক্তকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ স্থানীয়দের

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় সোমবার অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর। এদিন জয়নগর থানার বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় খুন হন এক তৃণমূল নেতা। তারপরই 'বগটুই' ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল সেখানে। একের পর এক বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুড়িয়ে দেওয়া হয় ধানের গোলা।

দলুইখাকি গ্রামের যে বাড়িগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়, সেইসব বাড়ির মহিলারা প্রাণভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। দমকলের গাড়ি এলাকায় প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ। ইতিমধ্যেই তৃণমূল নেতা খুনে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন একজন। অপর এক অভিযুক্ত সাহাবুদ্দিনকে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ বিক্ষুব্ধ স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। প্রাথমিক তদন্তের পুলিশের সন্দেহ, এই খুনের পিছনে পেশাদার খুনিরা রয়েছে।

সোমবার ভোর ৫টা নাগাদ নমাজ পড়তে বেরিয়েছিলেন সইফুদ্দিন লস্কর (৪৮)। প্রতিদিনের মতো এদিনও কাকভোরে একাই নমাজ পড়তে বেরিয়েছিলেন। সেইসময় দুটি বাইকে চড়ে ৫ দুষ্কৃতী এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। আচমকা গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে এসে সইফুদ্দিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তাঁকে উদ্ধার করে জয়নগর একনম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় তৃণমূল সমর্থকদের দাবি, সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই খুনের সঙ্গে জড়িত। ঘটনার জেরে দলুইখাকি গ্রামের একের পর এক সিপিএম সমর্থকের বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। অন্তত ২০-২৫টি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ। এদিকে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে স্থানীয়রা ব্যাপক মারধর করেন বলে অভিযোগ। গণপ্রহারে অভিযুক্ত সাহাবুদ্দিনের মৃত্যু হয়। যদিও পুলিশের তরফে এবিষয়ে নিশ্চিত করা হয়নি।

নিহত সইফুদ্দিন বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য ছিলেন। বামনগাছিতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির দায়িত্বও সামলাতেন। প্রথম জীবনে তিনি সিপিএমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী। রাজ্যে পালাবদলের সময় তৃণমূলে যোগ দেন। ২০১৮ সালে তাঁর স্ত্রী সেরিফা বিবি নির্বাচনে দাঁড়ান। বর্তমানে তাঁর স্ত্রী বামনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। এলাকায় দাপুটে তৃণমূল নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন সইফুদ্দিন। রাজনীতির পাশাপাশি পোস্টমাস্টারের কাজ করতেন। জেলার পুলিশমহলে 'ডাকমাস্টার' নামে পরিচিত ছিলেন। স্থানীয় বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সর্দারের ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, নিহত অভিযুক্ত সাহাবুদ্দিনের মেয়ের বিয়ের কথা ছিল কয়েকদিন পরে। পুলিশ প্রাথমিক তদন্তে জেনেছে, গত মঙ্গলবার সইফুদ্দিনের থেকে তিনি ১৫ হাজার টাকা নিয়েছিলেন। এই খুনের পিছনে গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে নাকি বিরোধী গোষ্ঠীর একাংশের পরিকল্পনামাফিক এই খুন হয়েছে তা নিয়ে রহস্য দানা বেঁধেছে। বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক বিভাস সর্দার বলেন, 'খুনের পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে কিনা দেখছে পুলিশ।'

এদিকে তৃণমূল নেতা খুনে সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় বাম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মন্তব্য, 'এই ঘটনার নিন্দা জানাই। প্রতিটি মানুষের জীবনের মূল্য আছে। তবে সইফুদ্দিন মাফিয়া নেতা বলে পরিচিত। পুলিশের ডাকমাস্টার। টাকার পর টাকা, অগাধ সম্পত্তি। বখরার লড়াই চলেছে। পরিবার তৃণমূলের প্রধান তাই সিপিএমের বিরুদ্ধে দোষ চাপিয়েছে। দলুইখাকি দখলে নেই বলে একের পর এক বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ উপস্থিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রী পুলিশমন্ত্রী, ব্যবস্থা নিক।'

কাঁধে চড়ে বিসর্জনের পথে। নদিয়ার শান্তিপুরে সোমবার। -পিটিআই

জেলের খাবারই খেতে হবে বালুকে

কাহিল বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। -ফাইল চিত্র

- ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হেপাজতে
- আগে আদালতের তরফে জানানো হয়েছিল, জেলে মন্ত্রী বাড়ির খাবার খেতে পারবেন
- সোমবার সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট পাওয়ার পর মন্ত্রীকে জেলের খাবার দেওয়ার নির্দেশ দেয় ব্যাংকশাল আদালত

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জন্য বিশেষ খাবার সরবরাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো রয়েছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে। সোমবার সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের তরফে মুখবন্ধ খামে এই রিপোর্ট আদালতকে দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জানিয়েছে, বাড়ির খাবার নয়, মন্ত্রীকে জেলের খাবারই খেতে হবে।

জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী জানিয়েছেন, অসুস্থতার জন্য তাঁর মক্কেলকে যে বিশেষ ডায়েট মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সেরকম খাবার সরবরাহের পরিকাঠামো রয়েছে বলে সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন। ১৪ দিন ইডির হেপাজতে থাকার পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুকে সোমবার আদালতে হাজির করানোর কথা ছিল। কিন্তু একদিন আগে রবিবার ইডি তাঁকে আদালতে হাজির করে। তাঁকে ৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানোর আর্জি জানায়। একইসঙ্গে জেলেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি চায় ইডি। এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীর তরফে জামিন চাওয়া হয়নি। তাঁর আইনজীবী শুধুমাত্র সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার আর্জি জানান। আদালত ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। আগে আদালতের তরফে জানানো হয়েছিল, জেলে মন্ত্রী বাড়ির খাবারই খেতে পারবেন। কিন্তু সোমবার সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষের রিপোর্ট পাওয়ার পর এদিন মন্ত্রীকে জেলের খাবার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ব্যাংকশাল আদালত।

র‍্যাশন দুর্নীতির অভিযোগে ২৬ অক্টোবর মধ্যরাতে সল্টলেকের বাড়ি থেকে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে ইডি। পরের দিন আদালতে তোলা হলে এজলাসেই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বাইপাসের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বেশ কয়েকদিন সেখানে চিকিৎসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন, মন্ত্রী সুস্থ। তাঁকে ইডি হেপাজতে পাঠানো হয়। ১৪ দিন সেখানেই থাকার কথা ছিল মন্ত্রীর। তবে ১৩ দিনের মাথায় তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

সাধারণভাবে হেভিওয়েট অভিযুক্তদের সংশোধনাগারের 'পয়লা বাইশ' সেলে রাখা হয়। দীর্ঘদিন ধরে সেখানেই রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। বালুরও ঠাঁই হয়েছে সেখানে। তবে প্রথম দিন তাঁদের মুখোমুখি দেখা হয়নি। সংশোধনাগার সূত্রে খবর, বালুর সেলে কোনও বিছানা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র কম্বল পেতে শুতে হয়েছে তাঁকে। সেলের ঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুম আসেনি বালুর। এদিকে আইনজীবীর আর্জি মেনে সরকারি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার জন্য ভর্তির আর্জিও মানেনি আদালত। ১৬ নভেম্বর জেল হেপাজত শেষে তাঁকে ফের ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হবে। ওইদিন আদালত নতুন কোনও নির্দেশ দেয় কিনা সেদিকেই তাকিয়ে আছে বালুর পরিবার।

বাঁকুড়ার ৯ বারের সাংসদ বাসুদেব আচারিয়া প্রয়াত

বাঁকুড়া ও কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : বাঁকুড়ার মানুষ তাঁর ওপর ভরসা রেখে সাংসদে পাঠিয়েছিলেন ৯ বার। শিল্পাঞ্চলের নয়নের মণি হিসেবেই পরিচিতি ছিল তাঁর। সেই বাসুদেব আচারিয়া সোমবার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন হায়দ্রাবাদের একটি নার্সিংহোমে। ২ মাস আগেই তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। এদিন তাঁর প্রয়াণে জেলার সমস্ত পার্টি অফিসে পতাকা অর্ধ নমিত রাখে সিপিএম।

দীর্ঘদিন বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। শেষ ১৫ দিন এই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে সমবেদনা জানিয়ে লিখেছেন, 'প্রবীণ বাম নেতা ও প্রাক্তন সাংসদ বাসুদেব আচারিয়ার মৃত্যুতে শোকাহত। তাঁর পরিবার, বন্ধু ও সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানাই।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সংসদের অন্দরে তিনি শ্রমিকদের জন্য আওয়াজ তুলেছেন। তাঁর মৃত্যুতে অপূরণীয় ক্ষতি হল বাম আন্দোলনের।' তিনি জানান, তাঁর মৃতদেহ মঙ্গলবার কলকাতায় আনা সম্ভব হলে বুধবার পুরুলিয়ায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হতে পারে।

১৯৪২ সালের ১১ জুলাই পুরুলিয়ায় তাঁর জন্ম হয়। ছাত্রাবস্থা থেকেই বাম আন্দোলনে যুক্ত হন। আজীবন একনিষ্ঠ বাম নেতা ছিলেন। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে শিক্ষকতার চাকরি ছেড়েছিলেন।

১৯৮০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ ছিলেন। তৃণমূল প্রার্থী মুনমুন সেনের কাছে ২০১৪ সালে পরাজিত হয়েছিলেন। তবুও বাম রাজনীতি থেকে সরে যাননি। ১৯৮৫ সালে সিপিএম রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ২০০৫ সালে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন। শ্রমিকদের জন্য আজীবন তিনি লড়াই করে গিয়েছেন। ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত রেলওয়ে স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত পিটিশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০৯ সাল থেকে কৃষি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। চতুর্দশ লোকসভায় সিপিএমের সংসদীয় দলের নেতা ছিলেন।

মঙ্গল হোক...

ট্রামযাত্রীদের ভাইফোঁটা যৌনকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের। সোমবার কলকাতায়। -পিটিআই

ভাইফোঁটার প্রস্তুতি আন্দোলন মঞ্চে

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : মঙ্গলবার দুপুর থেকে শুরু হবে ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান। এবছরও ধর্মতলায় গান্ধিমূর্তির পাদদেশে আন্দোলনরত বোনেদের হাত থেকে ফোঁটা নেবেন চাকরিপ্রার্থী ভাইয়েরা। ভাইদের দীর্ঘায়ু কামনা করবেন। গত বছর এই মঞ্চেই ফোঁটা নিয়ে গিয়েছিলেন বাম নেতা মহম্মদ সেলিম।

সোমবার ৯৭৪ দিনে পড়েছে ধর্মতলায় চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন। ২০১৬ সালের প্রথম স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট-এর নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির যোগ্য ও বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থী তাঁরা। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের সংখ্যা ৫৫৭৮ জন।

রবিবার রাতে গোটা বাংলা ভেসেছে আলোর উৎসব কালীপুজোয়। অন্যান্য দিনের মতো এদিনও তাঁরা বসেছিলেন কলকাতার রাস্তায়। তীব্র আক্ষেপ প্রকাশ করে কল্যাণীর চাকরিপ্রার্থী তনয়া বিশ্বাস বলেন, 'জানি না কবে আমাদের জীবনে আঁধার ঘুচবে।' চাকদার স্বরূপ বিশ্বাসের বক্তব্য, '২০২১ সালে যখন প্রথমবার আন্দোলন মঞ্চে ফোঁটা নিয়েছিলাম তখন ভেবেছিলাম, আগামী বছর বাড়িতেই ফোঁটা নেব। কিন্তু ভাইবোনের মধুর সম্পর্কের অনুষ্ঠান এবারও রাস্তাতেই করতে হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'গতবছর ৩ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, বিষয়টি তিনি নিজেই দেখছেন। একটা উপায় শীঘ্রই বেরিয়ে আসবে। কিন্তু আজও হয়নি।' চাকরিপ্রার্থী শহিদুল্লাহর বক্তব্য, তাঁদের নিয়োগ এখন বঁড়শিতে মাছ আটকানোর মতো অবস্থায় রয়েছে। উদ্যোগ নিলে তাঁরা চাকরিতে নিযুক্ত হতে পারবেন।

পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর খরচ বকেয়াই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : গত পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর থাকা-খাওয়ার খরচ রাজ্যকে এখনও মেটায়নি কেন্দ্র। ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ভোটের কাজে লাগানো হয়েছিল। রাজ্য সরকারের দাবি, মাসাধিককাল জওয়ানদের থাকা-খাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের খরচ হয় প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। নবান্নের অভিযোগ, সেই টাকা পায়নি রাজ্য।

স্বরাষ্ট্র দপ্তরের খবর, রাজ্য সরকার এই টাকা দিল্লির কাছে ভোটের আগেই চেয়ে পাঠিয়েছিল কিন্তু কেন্দ্র তখন তা দেয়নি। দিল্লি রাজ্যকে জানিয়েছিল, জওয়ানদের থাকা-খাওয়ার জন্য খরচ প্রথমে রাজ্য সরকারকেই করতে হবে। পরে ওই টাকা রাজ্যকে মিটিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

কেন্দ্রের কাছে ২৫০ কোটি দাবি রাজ্যের

নবান্নে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, 'আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও দিল্লি ওই টাকা রাজ্যকে পাঠায়নি। আমরা আবার দিল্লিকে এই টাকা মেটানোর দাবি নিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছি। তাতে কোনও সুরাহা হবে কিনা আমাদের জানা নেই। টাকা খরচ করতে বলেও খরচের পর তা মেটায়নি দিল্লি।'

রাজ্যে সুষ্ঠ এবং অবাধ ভোটের দাবিতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আদালতে কড়া নেড়েছিল বিজেপি সহ বিরোধী দলগুলি। ওই দাবিকে মান্যতা দিয়ে পঞ্চায়েত ভোটে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের সমর্থনে রায় দেয় উচ্চ আদালত। রাজ্যের সব জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের পাঠানো হয়।

বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ওই খরচের হিসাব সম্প্রতি নবান্নের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েছে। তার ওপর ভিত্তি করে প্রায় ২৫০ কোটি টাকা দিল্লিকে মেটানোর জন্য চিঠি দেওয়া হচ্ছে রাজ্যের তরফে।

কলকাতা মেডিকেলে আগুন

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের এমসিএইচ বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে। এই ভবনের দোতলা থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে হাসপাতাল জুড়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। চতুর্দিক ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। খবর পেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলও পৌঁছে যান। তিনি জানান, ফরেন্সিক পরীক্ষার পর আগুন লাগার কারণ বোঝা যাবে। মেডিকেল কলেজের সুপার অঞ্জন অধিকারী জানান, হাসপাতালের ল্যাবে আগুন লাগে। তখন সেখানে কেউ ছিলেন না। তাই রোগীদের সরাতে হয়নি। প্রাথমিকভাবে দমকল কর্মীদের অনুমান, গবেষণাগারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকেই আগুন লেগেছিল।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১ নম্বর গেটের পাশেই এইসিএইচ বিল্ডিং। সেটির দোতলায় রয়েছে ল্যাবরেটরি। সেখান থেকেই প্রথম আগুন লাগে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। ওই বিল্ডিংয়ে রোগীদের ওয়ার্ডও রয়েছে। তবে ওয়ার্ডে আগুন না ছড়ানোয় কাউকে সরাতে হয়নি।

লোবায় সম্প্রীতির মেলা

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১৩ নভেম্বর : বীরভূমের শতাব্দীপ্রাচীন লোবা মা কালীর বিসর্জনকে ঘিরে বসে একবেলার মেলা। দশকের পর দশক ঐতিহ্যর এই মেলার রীতি মেনে ভিড় জমে লক্ষাধিক মানুষের। লোবা অঞ্চলের এই মেলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষের সমাগম তৈরি করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ।

রবিবার রাতজুড়ে পুজো হয়েছে লোবাকালীর। সোমবার সকাল থেকে মন খারাপ সকলের। কিন্তু বিসর্জনেও এখানে হইহই কাণ্ড। প্রস্তুতি শুরু হল দুপুর থেকে। তারপর মাকে বেদি থেকে নামিয়ে আনতেই নিয়ে আসা হয় বাবুপুর গ্রামের মা কালীর মূর্তি। আর আছে লোবা গ্রামের খ্যাপা মায়ের ঘট। তারপর বিসর্জনের পথে যাত্রা। যাত্রাপথে একমাত্র ঘোষবাড়িতে একবার নামানো হয় লোবা মা কালীকে।

কথিত আছে ঘোষবাড়ি লোবার মা কালীর বাপের বাড়ি। তারপর সেখান থেকে সরাসরি কাঁধে চড়িয়ে দেবীর প্রতিমা বিসর্জনের পথে নিয়ে যান ভক্তরা। কালীভাসা পুকুরে মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি নিরঞ্জন করা হয়। কালীভাসা পুকুরের পাশেই মেলাডাঙ্গায় বসে বিশাল মেলা।

বাঁদনা পরব

ঝাড়গ্রাম, ১৩ নভেম্বর : দীপাবলি উৎসবের মধ্যে জঙ্গলমহল মেতে উঠল আরেক উৎসবে। এই জেলাগুলিতে বাঁদনা পরব প্রধান উৎসব। কার্তিকী অমাবস্যায় শ্যামাপুজো ও দীপাবলি পালনের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের জনজাতিগুলির প্রাচীন সাংস্কৃতিক পরম্পরায় এই উৎসব পালন করে। সাঁওতাল, মাহাতো, খেরওয়াল, ভূমিজমুন্ডা, শবরদের বাড়িতে পিঠেপুলি বানানো হয়।

বাঁদনা উৎসবকে গবাদি পশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বা ভক্তি জানানোর উৎসবও বলা হয় এই এলাকাকায়।

কালীপুজোয় বাজির দূষণে প্রাণ ওষ্ঠাগত কলকাতার

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : কড়া নজরদারি সত্ত্বেও কালীপুজোর রাতে বাজির দাপট কমাতে পারল না প্রশাসন। শব্দবাজির তাণ্ডব চলল সমগ্র কলকাতা জুড়ে। উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র একই ছবি। রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত সেভাবে বাজি না ফাটলেও রাত যত বেড়েছে ততই একাধিক এলাকায় বাজি ফাটানোর তাণ্ডব পাল্লা দিয়ে বেড়েছে।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৪১৪ কেজি নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। বাজি ফাটানোর জন্য এবং গোলমাল পাকানোর দায়ে ৪৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র নিষিদ্ধ বাজি ফাটানোর অপরাধে ২৭৩ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। বচসা এবং দুর্ব্যবহারের অভিযোগে গ্রেপ্তার আরও ১৭১ জন। রবিবার রাত ১১টা নাগাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ভাসমান দূষণকণা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী যাদবপুর এলাকার বাতাসের গুণমান বা এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ২৫৩, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ২৬৪ এবং বালিগঞ্জ এলাকায় ২৫০। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসাব অনুযায়ী বাতাসের দূষণমাত্রা বা একিউআই ১০০ মোটামুটি স্বাভাবিক। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ভাসমান দূষণকণের মাত্রা (পিএম ২.৫) বেশি হলে শ্বাসকষ্ট সহ ফুসফুসের নানা

আলোর উৎসবে ধোঁয়ায় ছেয়েছে কলকাতার আকাশ।

রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বায়ু দূষণের মাত্রা বেশি বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস সহ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস সহ একাধিক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। দীপাবলির রাতে শব্দবাজির তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায়নি হাসপাতালও। হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাগুলি 'সাইলেন্স জোন'-এর মধ্যে পড়লেও রবিবার রাতে এসএসকেএম হাসপাতালের কাছে শব্দের মাত্রা ছিল ৫১.৪ ডেসিবেল। আরজিকর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় শব্দের মাত্রা ছুঁয়েছিল ৬১.৯ ডেসিবেল। এই এলাকাগুলিতে ওইসময় শব্দের মাত্রা ৪০ ডেসিবেলের বেশি হওয়ার কথা নয়। এছাড়া বাগবাজারের মতো বসতি এলাকায় শব্দের মাত্রা ৪৫ ডেসিবেলের পরিবর্তে পৌঁছে গিয়েছিল ৭৪.৭ ডেসিবেলে। নিউমার্কেটের মতো বাণিজ্যিক এলাকায় এই মাত্রা ছিল ৮১.৫ ডেসিবেল। কসবার শিল্পাঞ্চলে শব্দ দূষণের মাত্রা ছিল ৮২.৩ ডেসিবেল। যা স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই বেশি।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা সফল হবে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। বৃষ : নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাদ। সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাবে। মিথুন : সন্তানের পরীক্ষার সাফল্যে গর্বিত হবেন। সাংসারিক সমস্যার সমাধান। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। সিংহ : স্ত্রীর সঙ্গে সামান্য কারণে ভুল বোঝাবুঝি। আর্থিক সমস্যা কাটবে। কন্যা : মেয়ের বিদেশ যাত্রায় বাধা কাটবে। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। তুলা : রাজনৈতিক বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। বৃশ্চিক : বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। খেলোয়াড়রা ভালো সুযোগ পেতে পারেন। ধনু : মশলাদার খাবার এড়িয়ে চলুন। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হতে পারে। মকর : সৃজনশীল কাজে সম্মানিত হবেন। দূরের কোনও সংবাদ পেয়ে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ। কুম্ভ : দামি কোনও জিনিস আজ হারাতে পারে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মীন : সর্দি জ্বরে ভোগান্তি। অফিসে কোনও জটিল কাজের সমাধান করে প্রশংসিত হবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদন গুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে মঙ্গলবার ২৭ কার্তিক, ১৪৩০, ভাঃ ২৩ কার্তিক, ১৪ নভেম্বর ২০২৩, ২৭ কাতি, সংবৎ ১ কার্তিক সুদি, ২৯ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৫৩, অঃ ৪।৫০। মঙ্গলবার, প্রতিপদ দিবা ২।৩০। অনুরাধানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।২১। শোভনযোগ দিবা ৩।৩৩। ববকরণ দিবা ২।৩০ গতে বালবকরণ রাত্রি ২।৩১ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৪।২১ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ২।৩০ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী-পূর্বে, দিবা ২।৩০ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৭।১৬ গতে ৮।৩৮ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৮ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।৩০ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, দিবা ৩।৩৩ গতে পুনঃযাত্রা নাই, রাত্রি ৫।৫৭ গতে পুনঃযাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।২১ গতে পূর্বেও নিষেধ। শুভকর্ম-দিবা ৩।৩৩ মধ্যে পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন, রাত্রি ৫।৫৭ গতে শেষরাত্রি ৪।১৮ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। দিবা ২।৩০ মধ্যে দ্যুতপ্রতিপদ, স্নানদানে শতগুণ ফল। গোস্বামিমতে শ্রীশ্রীগোবর্ধনপুজো, গোপুজো, গোবর্ধনযাত্রা ও অন্নকূট মহোৎসব এবং রাত্রি জাগরণ। বিশ্ব ডায়াবিটিস দিবস। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জন্মদিবস। শিশুদিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৬।৫০ মধ্যে ও ৭।৩০ গতে ১১।৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৮ গতে ৮।২১ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।৫৪ মধ্যে ও ১।৪১ গতে ৩।২৮ মধ্যে ও ৫।১৪ গতে ৫।৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ-রাত্রি ৭।২৮ মধ্যে।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্ম ১৮৮৯ সালের এই দিনে।

জার্মান লেখক তথা সাংবাদিক জঁা পলের মৃত্যু ১৮২৫ সালের এই দিনে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
মঙ্গলবার, ২৭ কার্তিক ১৪৩০
■ ৪৪ বর্ষ ■ ১৭৫ সংখ্যা

এই আঁধারে ...

সত্যিই কি আলো ভুবন-ভরা? অযোধ্যার ছবিটা সেই সংশয় ছড়িয়ে দিচ্ছে। দীপাবলি শেষে বিষাদে মন ঢেকে যাওয়ার মতো ছবি। প্রদীপের তলায় অন্ধকার দেখিয়ে দিল ছবিটা। লক্ষ লক্ষ মাটির প্রদীপ থেকে তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে একদল শিশু। রান্না হবে সেই তেল দিয়ে। শুধু নিভে যাওয়ার পর নয়, প্রজ্বলিত প্রদীপ কাত করে সঙ্গে আনা পাত্রে ঢেলে নেওয়ার দৃশ্যে বুভুক্ষু শব্দটি ধাক্কা মারছিল।

২২ লক্ষ প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল অযোধ্যার সরযূ নদীর তীরের ছবিটা সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাম মন্দির উদ্বোধনের দু'মাস আগে এই ছবি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া ছিল, অদ্ভুত, অলৌকিক, অবিস্মরণীয়। গত বছর ১৬ লক্ষ প্রদীপে সাজানো হয়েছিল সরযূর ঘাট। এবার রেকর্ডে স্থান পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ঠাঁই দেওয়া হয়েছিল আরও ৬ লক্ষ প্রদীপকে।

কিন্তু শিশুদের তেল চুরির ছবিটা যেন আলোকোজ্জ্বল অযোধ্যার পিছনে আঁধারের বাস্তবতাকেও বেআব্রু করে দিল যেন। যতই আলোর উৎসব চলুক, কিছু মানুষের নেই বাতি জ্বালানোর সামর্থ্য। সেটা রামজন্মভূমি বলে বিশ্বাসের জমিতেও। ঘরেতে অভাব, হাঁড়ি হয়তো চড়ে না অনেকের। তাই এত লক্ষ লক্ষ প্রদীপ জ্বলতে দেখে বুভুক্ষু পরিবারের শিশুরা এসেছিল প্রদীপের তেল চুরি করে নিতে। কৌটোয়, বোতলে, বাটি বা গ্লাসে যে যেভাবে পারে, তেল ঢেলে নিয়েছে প্রদীপ থেকে।

সরযূ নদীর তীরে ৫১টি ঘাটে ২২ লক্ষ প্রদীপের ওই আলোকসজ্জা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ডে রেকর্ড করে নিল। যতই রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার ঝাঁ চকচকে কর্মযজ্ঞ চলুক, পিছনে রয়েছে দারিদ্র্যের সীমাহীন আঁধার। প্রধানমন্ত্রী আলোর ছবি পোস্ট করলেও যেন সেই উৎসব ম্লান হয়ে গেল পেটে খিদের কলঙ্কে। অযোধ্যা উদাহরণ মাত্র। অন্ধকারের আরও নানা ছবি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেঁথে গেল কালীপুজো ও দীপাবলিতে।

শুধু আর্থিক দারিদ্র্য নয়, জীবনের নানা ক্ষেত্রের, মনের, রুচির দারিদ্র্য ছুঁয়ে গেল পৃথিবীতে। অসাম্যের অন্ধকার ফিকে করে দিল উৎসবের ছটাকে। মালদার ইংরেজবাজারে আলো জ্বললই না একটি বাড়িতে। মিজোরামে গত ২৪ অগাস্ট নির্মীয়মাণ রেলব্রিজ ভেঙে পড়ায় পুরুষশূন্য হয়ে গিয়েছে পরিবারটি। যে ২৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক ওই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারজনই ইংরেজবাজারের ওই বাড়ির। ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যুর এটাই একমাত্র উদাহরণ নয়।

নিজের গ্রামে কিংবা শহরে দূরের কথা, নিজের রাজ্যে কাজের অভাব প্রচুর মানুষকে দলে দলে পরিযায়ী শ্রমিক করে তোলে। বাইরে কাজ করতে গেলে তবু দু'-এক পয়সা আসে। তাতে দু'বেলা পেট ভরে। কিছু আলোও জ্বালানো যায়। কিন্তু কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকি ও নানারকম বিপদ মাঝেমধ্যে নেমে এসে দীর্ঘস্থায়ী অন্ধকার নামায় পরিবারগুলিতে। তখন 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান' উচ্চারণে কুণ্ঠা জাগে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে আসে।

কিংবা স্থায়ী শ্রমিক হয়েও চা বাগান বন্ধের ভ্রূকুটি দীপাবলিতে আলো জ্বালানোর সামর্থ্য কেড়ে নেয়। সদ্য পার হওয়া দীপাবলিতেও শিলিগুড়ির কাছে ত্রিহানা, জলপাইগুড়ির কাছে রায়পুর, আলিপুরদুয়ারের কাছে কালচিনি চা বাগানে উৎসব পালন হল না। কোথাও আবার মাতৃজ্ঞানে কালীপুজোর মরশুমেও ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা ইত্যাদি থেকে রেহাই পেলেন না মা-বোনেরা।

দারিদ্র্যের এত রকমফেরে অন্ধকার চেপে বসে সমাজে। আলোর উৎসবটা তখন যেন ব্যঙ্গ করে চলে। অর্থের, শিক্ষার, রুচির, মনের দারিদ্র্য না ঘুচলে উৎসব অর্থহীন। এ কথা যতদিন পৃথিবী না বুঝবে, ততদিন অসাম্য-বৈষম্যের নিকষ কালো অন্ধকার ঢেকে রাখবে আমাদের।

কারার ওই লৌহ কপাট ও অন্যান্য যা যা ভাঙল, সব কুছ চলতা হ্যায়

যশোধরা রায়চৌধুরী

আজীবন ট্র্যাজেডির সঙ্গে ঘর করেছেন নজরুল। তা বলে শতাব্দীর ওপারে তাঁর জন্য এত বড় ট্র্যাজেডি অপেক্ষা করে আছে তা বোধহয় দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি দুখু মিয়াঁ। পরাধীন ভারতের ব্রিটিশ কারাগারের লৌহকপাট ভেঙে ফেলার ডাক দেওয়া যে গানের দাপটে ভয় পেয়ে গাওয়া বন্ধ করেছিল ব্রিটিশ সরকার, সেই কিংবদন্তি বাংলা গানের মাইলফলকটি ভেঙে সগর্বে লোপাট করা হল সম্প্রতি। যাঁর তত্ত্বাবধানে এই মহান কাজটি সম্পন্ন হল তিনি আল্লারাখা রহমান! যাঁর নামই ব্র্যান্ড! নিজের ভাণ্ডারে সম্পদ তাঁর নেহাত কম নয়। এহেন গুণী মানুষটি খামোখা 'কারার ওই লৌহ কপাট ভাঙার' জন্য কেন এমন উঠেপড়ে লাগলেন, সেটা আমজনতার বোধগম্য হচ্ছে না। 'বাতিকগ্রস্তরা' প্রশ্ন তুলছেন কিছু কি কম পড়িয়াছে? নতুবা তাঁর মতো মানুষ কি না কথা-সুর সমেত গোটা গান হজম করে ফেললেন? কী আশ্চর্য!

...ঐতিহাসিক এ গান বিকৃত করার অধিকার কে দিল রহমানকে? জানতে চায় পাবলিক।

ফেসবুকে এই লেখাটি ভাইরাল। লেখক দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি রহমান ঝড়ে ফেসবুক তথা সোশ্যাল মিডিয়া তথা বঙ্গীয় গানপ্রেমীকুল বিপর্যস্ত। এই যে শনশন হাওয়া উঠেছে বাঙালির আত্মসম্মানের, নজরুল প্রেমের, একে একেবারেই অমান্য না করে, ছোট না করে আমি আরও কিছু প্রশ্ন তুলতে চাইছি। প্রশ্ন একাধিক। উত্তরও অজানা নয়।

হ্যাঁ, আমরা ক'জন জানি, মানি এই গান রচনার পূর্বাপর বৃত্তান্ত? এই বিতর্কে জানা হল অনেকের, সেই ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্ত্রীর অনুরোধে 'বাংলার কথা' পত্রিকার জন্য কবিতা হিসাবে নজরুল যখন এটি লিখেছিলেন তার কিছুদিন আগেই গ্রেপ্তার হয়েছেন দেশবন্ধু। পরে এটি গান হিসাবে রেকর্ড করা হয়। সেই 'ভাঙার গান' দেশজুড়ে যে আলোড়ন তুলেছিল তা দেখে ভয় পেয়ে ১৯২৪ সালে 'কারার ওই লৌহ কপাট' নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ শাসক। জেলবন্দি নেতাজি কারা অন্তরালে গাইতেন এই গান।

বাঙালির সংস্কৃতির এই যায় যায় গেল গেল ব্যাপারটি আজকের নয়। বাস্তবিকই বাঙালির পুরোনো কিছু আইকন, মূল্যবোধের চিহ্ন, বা প্রতীক, এখন ধুলায় গড়াগড়ি যায়। বহুদিনই বাংলার নব্য প্রজন্মের হাতে পড়ে সাংস্কৃতিক প্রাচীন যাবতীয় সম্পদই বিকৃত, অতিব্যবহৃত, ক্লিশে... এবং সব কুছ চলতা হ্যায় কালচারে দূষিত।

বাংলা গানের প্রাচীন ধারাগুলোকে সেল করার যে উদ্যোগ শুরু হয়েছিল টিভিতে অমুক গানের মেলা তমুক গানের রিয়েলিটি শোয়ের হাত ধরে, তাতে কি কোনও বিকৃতি ঘটেনি, ঘটে না? উ-লা-লা সহযোগে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনকে আমরা এক্সপেরিমেন্ট বলে গ্রহণ করেছি। আমরা জনগণমন'র বাংলা শব্দকে সর্বভারতীয়করণের সময়ে সুর পালটানো ও উচ্চারণ পালটানোতে মদত দিয়েছি বা চুপ থেকেছি। আমরা টেলিভিশনে হাজারটা গান শুনি যার প্রতিদিন সুর ও কথার মর্ষণ চলে। প্রাচীন কীর্তনের আখর নতুন করে ল্যাকমে সুশোভিতা মেয়েদের নিপুণ পেশকারিতে আবার মেইনস্ট্রিমে এসেছে। খুবই আশার কথা। কিন্তু পাশাপাশি পুরোনো বিখ্যাত লোকসংগীতকে তার ছাঁচ থেকে বের করে, ফিউশনে ফেলে, নানা আধুনিক যন্ত্রসমবায়ে একেকটি প্রোডাক্ট তৈরি করার কাজ অনেকদিন ধরেই চলছে। বাংলাদেশ এবং ভারতে কোক স্টুডিওর গানের অনেকগুলিই নান্দনিক হচ্ছে। আবার অনেকগুলিই ঝুঁটি বেঁধে বা শাড়ি পরে, লাফিয়ে বা কোমর দুলিয়ে নৃত্যের আবহে নিয়ে আসার তরলীকরণ, অতিসরলীকরণ হচ্ছে। কারণ, ওই যে বললাম, সব কুছ চলতা হ্যায়।

এখন রহমানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। তিনি বহুদিন যাবৎ বন্দেমাতরম থেকে আরও অনেক গানকে নিয়ে পিণ্ডি চটকেছেন, আবার সুমধুর গান নিবেদন করেছেন। অস্কারপ্রাপ্ত বলে তাঁর দুটি ডানা গজায়নি, আমরা শ্রোতারা তাঁকে একটা অধিকার বোধ দিয়েছি।

সম্প্রতি কারার ওই লৌহ কপাট সূত্রেই কেউ যথাযথ প্রশ্ন তুলেছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। রহমানের এই গানটি তৈরির আগে, ক'জন গানটি যথাযথ গেয়েছেন, ক'জন শেয়ার করেছেন পুরোনো গান? রুমা গুহঠাকুরতার রেকর্ডিং বা সবিতাব্রত দত্তের রেকর্ডিংয়ের পর এতগুলি বছরে এই গানটি বাঙালি কতবার স্মরণ করেছে, কতবার গেয়েছে? এখন অপমানিত বাঙালি রে-রে করে তেড়ে আসার সুযোগ পেলেও, এর আগে পরে কত গানের এইভাবে গুষ্টির তুষ্টি হতে দেখা গিয়েছে? বাঙালির সাংস্কৃতিক ক্যাপিটাল তলানিতে। বাংলা ভাষার ভাঙন অপ্রতিরোধ্য। বাঙালি আজকাল যত না ভূতচতুর্দশী মানে তার চেয়ে বেশি 'ছোটি দেওয়ালি', দীপান্বিতা দীপাবলির চেয়ে যে বাংলায় কালীপুজোর চল ছিল তারা এখন কথায় কথায় হ্যাপি দেওয়ালি বলে। এতে দোষ নেই কি?

আমারই ঘনিষ্ঠ আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের ছোট্ট ছেলেটির জন্মদিনে, বছর কুড়ি আগে, ক্ষীরের পুতুল বইটি উপহার দিয়েছিলেন। শিশুটি উপহার খুলেই, মুখ নাক সিটকে, মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, মা-আ-আ, বাংলা বই দিয়েছে।

একদা আমার মেয়েকে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে পড়তে হয়েছে আমার চাকরির জন্য। হিন্দি আর ইংরেজি। দু'হাজারের জাতিকাটি বাংলা শিখেছে দাদুর সঙ্গে কাগজ পড়ে। বাবার কাছে বসে লেখা শিখেছে। এখন তারাপদ রায়ের, ভাস্কর চক্রবর্তী আর আমার কবিতাও অনুবাদ করে। বাংলা ভাষাকে অসম্মান করতে শেখা প্রজন্মটি বাবা-মায়ের কাছ থেকেও শিখেছে এই অসম্মানটি। যত না সে রুজিরুটির তাগিদে বাইরের দিকে গিয়েছে, ততটাই কলকাতায় অবাঙালি পুঁজির আগ্রাসন ঘটেছে। আগ্রাসনের সামনে মাথা পেতে দেওয়াটাও আমাদের কৃতিত্ব! অনেক আঞ্চলিক ভাষার এই দুর্দশা ঘটেনি। অনেক আঞ্চলিক সংস্কৃতি এখনও বুক চিতিয়ে লড়ছে। উদাহরণ তামিল, কন্নড়, ওড়িয়া।

২

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও এক বড় প্রসঙ্গ তুলেছেন। আমার মনের কথা।

কিন্তু এখন যে গুগলে সার্চ করলেই ভেসে উঠছে 'karar oi louho kopat ar rahman lyrics &'। দায় কার? এখন লাখ টাকার প্রশ্ন এটাই। একাত্তরের পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সিনেমা তৈরি করতে গিয়ে 'কারার ওই লৌহ কপাট' বাছলেন কে? ছবির পরিচালক, প্রযোজক নাকি সংগীত পরিচালক? অ-বাংলাভাষীদের কাছে এ গানের খোঁজ দিল কে? পরিচালক রাজা মেনন বা রহমান কি নজরুলের নাম বা তাঁর গানের সঙ্গে পরিচিত? যদি তাই হয় তাহলে ধরে নিতেই হয় বিখ্যাত বাংলা গানটির ঐতিহ্যের কারণেই সেটিকে বেছে নেওয়া। তারপরও সেই গানটিকে এভাবে খুন করার অধিকার কে দিল তাদের? আর যদি তা না হয়, তাহলে? কে বা কারা আড়ালে রয়ে গেলেন এমন মারাত্মক অপরাধের। তাদের খুঁজে বের করা ভীষণ জরুরি।

এই যে গুগলজ্যাঠার দুনিয়ায় অবস্থান করছি গত কুড়ি বছরের মতো (২০০৩ থেকে ছোট্ট ছোট্ট পায়ে ইন্টারনেটের দুনিয়ায় আমাদের অভিযান আর ২০১০ নাগাদ সর্বতোভাবে আত্মনিবেদন), এই যে আমরা ইউটিউব ইত্যাদির কাছে নতজানু, এও কি অনেকটা আমাদের এসব ভোলাবার আসর নয়? সেদিনই পেত্নী দিয়ে সার্চ করেছিলাম। ইমেজ সার্চ। হাতে এল সুকুমার রায়ের অবিস্মরণীয় ভূতুড়ে খেলা কবিতার সেই ছবি। যেখানে পেত্নী সন্তানকে ঝুলিয়ে আহ্লাদ করছে। ছবিটির তলায় লেখা বেরোল ফোক আর্ট গ্যালারি- বা লোকচিত্র। লোকমানসে যা কিছু মুদ্রিত হয়ে আপন হয়ে গিয়েছে সবকিছুকেই লোকশিল্পের চিত্র বানিয়ে দিচ্ছে গুগল? একই ঘটনা ঘটতে দেখেছি পরশুরামের বিখ্যাত ভূশণ্ডীর মাঠের অলংকরণে। এখানেও সেই লোকচিত্রের লেবেল লাগানো। গামছা পরিহিতা পেত্নীর ছবি নারদ ছদ্মনামের আড়ালে নিয়ত কাজ করা অতি বিখ্যাত কার্টুন শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেনের আঁকা। পরশুরামের সব গল্পের সঙ্গেই ছবি যতীন্দ্রকুমারের আঁকা। অসাধারণ গল্পের সঙ্গে অসামান্য ছবির যুগলবন্দি। সবচেয়ে দুঃখের, যে কোনও উন্নত সাহিত্যের বিষয়ে বাঙালির স্মৃতিবিলোপের ঘটনা তো আছেই। তার মধ্যে আরও দ্রুত স্মৃতিবিলোপ ঘটেছে এইসব অসামান্য অলংকরণ শিল্পীদের সম্পর্কে। এখন নেট দুনিয়ায় ওই ছবিটি যে যতীন্দ্রকুমারের আঁকা, মনে করানোর সুবন্দোবস্ত নেই। একবার গোল্লামার্কা লোকশিল্প লেবেল প্রাপ্ত হলে এমনটাই হয়। এরপর স্মৃতিবিলোপী বাঙালি সত্তা যষ্টিমধু নামে কার্টুন পত্রিকার শিল্পীকে ভুলে যাবে।

কপিরাইট আইনকে বসিয়ে বা ধসিয়ে দেয় এই গুগল সাম্রাজ্য। সুন্দর ছবি ভালো গান... বেনামে চলেছে, চলেছে। ইন্টারনেট আসলে বহুফলদায়ী। কোনও ক্ষেত্রে তরুণ প্রজন্মের কাছে মসিহা। অনেক পিডিএফের সাম্রাজ্য দূরতম কোণে বসেও লেখাপড়া করার সুযোগ দেয় অনেক বই পাইয়ে দেয়। তথাপি বিষফলও দেয়।

ফেসবুক খবর বলছে, নজরুলের পরিবারের তরফে চিঠি দিয়ে 'পিপ্পা' ছবির প্রযোজক-পরিচালককে অনুরোধ করা হচ্ছে বিতর্কিত গানটি সরিয়ে দেওয়ার জন্য। এমনকি টাইটেল কার্ডে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ পরিবারের যেসব সদস্যের নাম দেওয়া হয়েছে তাও মুছে দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই গান ব্যবহারের জন্য ছবির নির্মাতা সংস্থার সঙ্গে নজরুলের পুত্রবধূ কল্যাণী কাজীর চুক্তি হয়েছিল এবং সিনেমায় গানটির ব্যবহারের আইনি অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সেক্ষেত্রে বিপুল আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারটাও উড়িয়ে দেননি নজরুলের নাতনি অনিন্দিতা।

২০৩৬ পর্যন্ত নজরুলের সমস্ত সৃষ্টির কপিরাইট পরিবারের জিম্মায়। সিনেমার প্রযোজক, পরিচালক এবং রহমান কেউই বেআইনি কিছু করেননি। অনুরোধে কাজ না হলে পরিবার আইনি ব্যবস্থা নিতে পারে বলে জানিয়েছে। চুক্তি করে টাকা দিয়ে যখন স্বত্ব নেওয়া হয়েছে, সেই চুক্তিতে যদি সুর অবিকৃত রাখার কোনও শর্ত না থাকে (পরিবারের তরফে পরোক্ষে স্বীকার করা হয়েছে, তেমন কিছু নেই। বরং কল্যাণী খুবই উৎসাহী ছিলেন গানটি রহমানের হাতে যাচ্ছে বলে), তবে আইনি পথে জয় পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

(লেখক সাহিত্যিক)

বগুড়া পারলে নয়াবাজারের দই পারে না কেন

সনাতন পাল

সে বছর বালুরঘাটে 'বাংলার মুখ' উৎসবে বাংলাদেশের বগুড়ার দই বিক্রি হচ্ছিল। দেখে জিভে জল এলেও অনেকের কেনার সামর্থ্য ছিল না। পাড়ার হরিকাকা সেই দই কিনে এনেছিলেন। দইয়ে একটুও জল কাটেনি, এক্কেবারে মিছরির দানার মতো প্লেটের ওপরে বাবু হয়ে বসেছিল। সবাই সব চেটেপুটে খেয়ে বলল, সত্যিই একেই বোধহয় বলে খাসা দই। আমাদের তাপসও।

একদিন তাপসের ছেলে দেবুর জন্য তার দাদু গঙ্গারামপুরের নয়াবাজার থেকে আড়াই কেজি ওজনের দইয়ের একটা সরা পাঠিয়েছেন। স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আনা সেই দই। তাপস খেয়ে বলল, এমন দই আমাদের দক্ষিণ দিনাজপুরে মেলে! এ তো স্বাদে বগুড়ার দইকেও হার মানায়। কিন্তু দামটা একটু বেশি। অর্থাৎ পয়সা খরচ করলে দক্ষিণ দিনাজপুরের পাড়াগাঁয়েও সুস্বাদু দই মেলে।

বিস্ময়কর হল, নয়াবাজারের কালু, লালু, ধলুদের অনেকে এখন দইয়ের ব্যবসা বাদ দিয়ে পনিরের ব্যবসা শুরু করেছে। একদিন কারণ জিজ্ঞেস করতেই বলল, 'দইয়ের বেচাকেনা নাই, বাবু। বিয়া শাদি লাগলে, একটু হয়। সারা বছর তো আর মানুষ এই দই খায় না, সহলে ঘরের পাতা দই খায়। তাইলে সারা বছর পেট চলমু কেমনে? তাই এই পনিরের ব্যবসা ধরচি।'

আসলে নয়াবাজারের মানুষও উন্নতমানের দই তৈরি করতে পারেন, কিন্তু সেই দইয়ের উপযুক্ত দামে কেনার লোক নেই। ফলে সস্তা করতে গিয়ে দইয়ের গুণগতমান কমাতে বাধ্য হয়। কিন্তু সারাবছর এই দই যদি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাইরের বাজারজাত করা যায়, তাহলে ভালো এই দই যেমন সারা বাংলায় বিকোবে- দামটাও পাবে, তেমন নয়াবাজারের দইওয়ালারাও পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন না। পাশাপাশি সারারাজ্যে এমনকি রাজ্যের বাইরে ও দেশের বাইরে এই অজপাড়াগাঁয়ের সমৃদ্ধি ছড়িয়ে পড়বে। এই প্রান্তিক জেলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সেই সামগ্রিক প্রয়াস কোথায়?

শিলিগুড়ি থেকে মালদা, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরের মিষ্টির দোকানে এখন গঙ্গারামপুরের দই পাওয়া যায়। কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে এই বিক্রি। তাতে নয়াবাজারের ব্র্যান্ডের কোনও লাভ হয় বলে মনে হয় না। বোঝা যায় না ভালো করে বিপণন হচ্ছে গঙ্গারামপুরের দই। আসলে দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলার লোকেদেরও স্পষ্ট ধারণা নেই, নয়াবাজারের দই এবং গঙ্গারামপুরের দইয়ের মধ্যে ফারাক কোথায়। কোথায় ঠিকঠাক দই মেলে। কতরকম দই রয়েছে। অনেকের ধারণা, গঙ্গারামপুরে বুঝি শুধু ক্ষীর দই মেলে। তা যে নয়, সেখানে যে একাধিক রকম দই পাওয়া যায়, সেই ধারণা মানুষের নেই। সেটা দেওয়ার জন্য উদ্যোগও নেই কারও।

রাজ্য সরকার তো এই দইয়ের বিপণনকেন্দ্র খুলে এমন উদ্যোগ গ্রহণ করতেই পারে। বাংলার মিষ্টির মধ্যে এটাকে তুলে ধরা যায় রাজধানীতে। কিন্তু তেমন কোনও পরিকল্পনার আভাসটাও জেলাবাসীর কপালে জোটে না। এমনকি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুতির নামাবলিটাও ঠিকঠাক জোটে না।

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা, সাহিত্যিক)

বিন্দু বিসর্গ

ভেবে লাভ নেই! এখনও ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রীপুজো বাকি আছে! –অভি

অমৃতধারা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন বৈকুণ্ঠে সমস্ত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উৎস। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন রাসস্থলী পরিত্যাগ করেছিলেন, তখন সমস্ত গোপাঙ্গনারা কৃষ্ণের বিরহে উন্মাদগ্রস্ত হয়ে বিভিন্ন কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে লুকোবার জন্য চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির রূপ ধারণ করেন। গোপাঙ্গনারা বিষ্ণুমূর্তিকে দেখতে পেলেও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অন্যত্র এগিয়ে যান। কিন্তু শ্রীমতী রাধারানি তাঁর কাছে এলে সেই বিষ্ণুমূর্তি স্বয়ং রাধাপ্রেমে বিগলিত হয়ে তৎক্ষণাৎ নিজের দ্বিভূজ রূপ ধারণ করেন। লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন অখিল রসামৃত সন্ধু। তাঁর মধ্যে সমস্ত অপ্রাকৃত রস পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত।

– শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আলোচিত

শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে বিসিসিআই সচিব জয় শা'র ভালো যোগাযোগ আছে। আদতে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট চালাচ্ছেন জয়। ভারতের একটা লোকের চাপে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ওঁর জন্য শ্রীলঙ্কার কর্তারা ভাবেন, ওঁরা যা খুশি করতে পারেন।

–অর্জুন রণতুঙ্গা

আজ

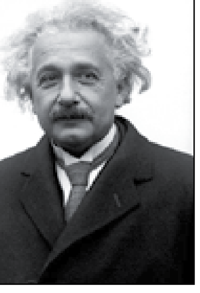

১৯০৮ সালের ১৪ নভেম্বর খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন প্রথম আলোক সংক্রান্ত কোয়ান্টাম তত্ত্ব উপস্থাপন করেছিলেন।

১৯১৮ সালে এই একই দিনে চেকোস্লোভাকিয়ায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভাইরাল

রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে সিংহ। মাঝে মাঝে এবাড়ি, ওবাড়ির ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। হাড়হিম করা এরকমই একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি ইতালির একটি শহরের। সার্কাস থেকে পালিয়ে সিংহটি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল। পরে অবশ্য সিংহটির খোঁজ মেলে একটি জলাশয়ে। তাকে ফেরানো হয় সার্কাসে।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৬৭৯

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃন ৩। হুকুমনামা ৫। পরের জন্য খেটে মরে ৬। গাছের নাম ৭। কমপক্ষে একশো ৯। সময়ের পারম্পর্য মেনে ১২। সৌন্দর্য ১৩। কর্মচারী।

উপর-নীচ : ১। বিশেষ বিবেচনা ২। দুধ থেকে মাখন তৈরির ঘুটনি ৩। জীবিত বা চেতন ৪। ব্যথা বা কষ্ট ৫। উঁচু আকাশের পাখি ৭। শকাব্দের সঙ্গে জড়িত জাতি ৮। টাকাপয়সা ৯। দিন হাজিরার শ্রমিক ১০। আলোর ঝলকানি ১১। যে মিশতে পারে।

সমাধান ■ ৩৬৭৮

পাশাপাশি : ১। সানকি ৪। পড়ুয়া ৫। ঢিবি ৭। সপাটে ৮। নিস্তরঙ্গ ৯। হরকরা ১১। শম্বুক ১৩। দস্তা ১৪। সূচক ১৫। টক্কর।

উপর নীচ : ১। সারস ২। কিপটে ৩। দেয়াসিনি ৬। বিহঙ্গ ৯। হলুদ ১০। রাজসূয় ১১। শকট ১২। কট্টর।

জনমত

রহমানের গান বিকৃতির খবর চূড়ান্ত হতাশাজনক

সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্মে দেখলাম রাজা কৃষ্ণ মেনন পরিচালিত পিপ্পা সিনেমা। যেহেতু এই ছবিটি তৈরি হয়েছে ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে, ফলে খানিকটা আশা নিয়েই দেখতে বসেছিলাম সিনেমাটি। সত্যি বলতে কী, সিনেমাটি খারাপ লাগছিল না দেখতে। কিন্তু ২ ঘণ্টা ২০ মিনিটের এই সিনেমাটি দেখতে গিয়ে তাল কাটল সিনেমার ১ ঘণ্টা ৩ মিনিটের মাথায়। সিনেমাটির এইখানে যে গানটা ব্যবহার করা হয়েছে, সে গান বাঙালির অতি সুপরিচিত তো বটেই, বরং বাঙালির মর্মে গাঁথা।

কাজী নজরুল ইসলামের কারার ওই লৌহ কপাট গানটিকে আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। গানটির আবেদন এমনই, যে গানটির কথা শুনলেই গানটির সেই পরিচিত সুর কানে ভেসে উঠবে। কিন্তু সিনেমার ওই বিশেষ দৃশ্যে গানটির সুর শোনার পর বলা চলে বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। নিজের কানকেই যেন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, গানটি ঠিক সুরে শুনছি তো?

সিনেমাটি মাঝপথে থামিয়ে রেখে ফিরে এলাম গুগলে। কারণ জানতে চাইছিলাম, সিনেমাটির সংগীত পরিচালনা কে করেছেন। ভেবেছিলাম কোনও নতুন অনভিজ্ঞ বা বাজারে সদ্য উঠতি সংগীত পরিচালকের নাম দেখব। অভিজ্ঞতার স্বল্পতায় বা চটজলদি ভাইরাল হওয়ার লোভে যিনি ঐতিহাসিক এই গানটির মর্ম না বুঝেই গানটির মরমি সুরটিকে আমূল বদলে দিয়েছেন। কিন্তু গুগল সার্চ করতেই যখন এআর রহমানের নাম ভেসে উঠল, বারকয়েক চেক করে যখন নিশ্চিত হলাম যে এআর রহমানই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন, সত্যি বলতে কী তখন হতাশ হওয়া ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

রহমান তো আজকে থেকে সংগীতচর্চা করছেন না। তাঁর কত গান আমাদেরই প্লে-লিস্টে অবধারিতভাবে থাকে। শিল্পী হিসেবে তাঁর নাম বিশ্বজোড়া, তাঁর প্রাপ্তির ঝুলিতে অস্কারের মতো পুরস্কার। সেই তিনিই এই গানটির ঐতিহাসিক মূল্য না বুঝেই, গানটির চিরায়ত সুর না বুঝেই গানটির আত্মাটিকে এমন দুমড়েমুচড়ে দিলেন?

দেশপ্রেমই যেখানে পরোক্ষে এই সিনেমাটির বিষয়, সেখানে এই গানটিকে যথার্থ সুরে প্রয়োগ করলে তা কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারত। দেশপ্রেমের ছবিতে এই ধরনের গানের প্রয়োগ তো আজকের নয়। তাছাড়া রহমান নিজেই তো ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত 'বোস দ্য ফরগটেন হিরো' ছবিতে রবীন্দ্রসংগীত 'একলা চলো রে' গানটিকে কত সুন্দরভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। সোনু নিগম আর নচিকেতার কণ্ঠে সেই গানটি আজও শুনতে ভালো লাগে। অথচ নজরুলের কারার ওই লৌহ কপাট গানটির বেলায় তিনি তাঁর কোন অভিজ্ঞতার জেরে গানটির সুর পরিবর্তন করলেন, সত্যিই জানি না। আর গানটি যাঁরা গাইলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউই কেন আপত্তি জানালেন না? সুরকারের নাম এআর রহমান হলেই কি তিনি যা গাওয়াবেন তাই গাইতে হবে? তাঁরা একবারও এটা ভাবলেন না যে, কিছু কিছু গানের সুর এতটাই স্বচ্ছ যে তাকে ঘোলাটে না করাই শ্রেয়।

গানটিকে ঘিরে যে বিতর্কের ঝড় চলছে, তা কাম্য ছিল। নজরুল ইসলামের পরিবারও অখুশি সেই খবরও আসছে। আসলে রহমান যে গান বানিয়েছেন সেই গানের ছত্রে ছত্রে কোথাও কাজী নজরুল ইসলাম নেই। এই গানের আত্মাটিকেই তিনি কেড়ে নিয়েছেন।

অরিন্দম ঘোষ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

নজরুলগীতির সুর নিয়ে এই অপপ্রয়াসের প্রতিবাদ

১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছে রাজা কৃষ্ণ মেনন পরিচালিত হিন্দি সিনেমা 'পিপ্পা' যা সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওতে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা বিন্যাস, ভারতীয় সেনার বীরত্ব রূপায়ণে অভিনয় ভালো হলেও সেই সুন্দর চেষ্টাকে নিমেষে কালিমালিপ্ত করে দিল সিনেমায় ব্যবহৃত বিশ্ববরেণ্য কবি নজরুল ইসলাম রচিত 'কারার ওই লৌহ কপাট' গানটির বিকৃত পরিবেশন। এই গানটি গেয়েছেন একাধিক তরুণ বাঙালি গায়ক-গায়িকা। কিন্তু কবি নজরুলের কালজয়ী গানটিকে ভেঙেচুরে বিকৃতভাবে ব্যবহার করেছেন যিনি, তিনি আর কেউ নন- অস্কারজয়ী ভারতীয় সুরকার এআর রহমান।

এই গানের ইতিহাস তিনি জানেন না অথবা কেউ তাঁকে বলেও দেননি যে, আপামর বাঙালির প্রাণের কবি নজরুলের সৃষ্টি নিয়ে এই ছেলেখেলা করা যায় না। এই গানে আছে বাংলা ও ভারতের মানুষের আবেগের স্পর্শ। আধুনিকতার মোড়কে এই অনন্য সৃষ্টিকে নির্লজ্জভাবে উপস্থাপন করা নিজের স্পর্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করার এক অপপ্রয়াস মাত্র। পরাধীন ভারতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এ গানের কথা মনে করে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছেন। কত বিপ্লবী যে এই গানের কথা ও সুরে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ মায়ের জন্য প্রাণ দিয়েছেন সেই গানকে বিকৃত করার দুঃসাহসিকতার জন্য ধিক্কার জানাই আপনাকে।

সঞ্জীব বাগচী, সম্পাদক,
ইসলামপুর কালচারাল সোসাইটি।

মন্ত্রীসভায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরন

ভারতীয় বংশোদ্ভূত মন্ত্রীকে সরালেন সুনক

লন্ডন,১৩ নভেম্বর : ব্রিটেনের ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের কাঁধে এখন বিরাট দায়িত্ব। পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করে কনজারভেটিভ পার্টিকে ফের ক্ষমতায় ফেরাতে হবে তাঁকে। গত কয়েকমাসে সব জনমত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে বিরোধী দল লেবার পার্টির চেয়ে পিছিয়ে কনজারভেটিভরা। এর জন্য প্রতিষ্ঠান বিরোধী হওয়ার পাশাপাশি শাসক দলের অন্তর্দ্বন্দ্বকেও দায়ী করছে রাজনৈতিক মহল। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সুনকের নেওয়া ২টি সিদ্ধান্ত সরকার ও কনজারভেটিভ পার্টির অন্দরে চলা টানাপোড়েন মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। সবাইকে চমকে দিয়ে স্বরাষ্ট্রসচিবের পদ থেকে সুয়েলা ব্র্যাভারম্যানকে সরিয়ে দিয়েছেন সুনক। স্মরণে রাখা দরকার, ব্রিটেনে সচিব পদকে মন্ত্রীর সমতুল্য বলে ধরা হয়।

সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান ও ডেভিড ক্যামেরন।

সুনকের মতো সুয়েলাও ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ রাজনীতিক। তাঁর জায়গায় আনা হয়েছে জেমস ক্লেভারলিকে। এতদিন তিনি বিদেশসচিব ছিলেন। সুনকের দ্বিতীয় চমক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনকে বিদেশ সচিবের দায়িত্ব দেওয়া। সুয়েলার প্রস্থান এবং ডেভিডের কামব্যাক প্রধানমন্ত্রী সুনকের 'মাস্টার স্ট্রোক' বলে মনে হচ্ছে। এর ফলে একদিকে যেমন সরকারে তাঁর কর্তৃত্ব জোরদার হল, তেমনই দলের অন্তদ্বন্দ্বের রাশ কিছুটা তাঁর নিয়ন্ত্রণে এল।

দিনকয়েক আগে লন্ডনে গাজায় যুদ্ধবিরতির দাবিতে বিরাট মিছিল বার করেছিলেন প্যালেস্তাইন সমর্থকরা। মিছিলকারীদের ওপর হামলা চালায় বিরোধী পক্ষ। পুলিশ বেশ কয়েকজন হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে। সুয়েলার অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা পক্ষপাতমূলক। তারা শুধু দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। অথচ প্যালেস্তাইন সমর্থকরাও সেদিন অশান্তি ছড়িয়েছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে নরম মনোভাব নেওয়া হয়েছে। সুয়েলার বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর বিরোধী লেবার পার্টি ও পুলিশের তরফে অভিযোগ করা হয়, স্বরাষ্ট্রসচিব পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ উসকে দিয়েছেন। পুলিশের দাবি, পরিস্থিতি সামাল দিতে শতাধিক প্যালেস্তাইনপন্থীকেও সেদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ ভিত্তিহীন। পুলিশ-সচিব বাগযুদ্ধের জেরে অস্বস্তিতে পড়তে হয় সুনককে। অতীতেও একাধিকবার সুনকের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর ভারতীয় বংশোদ্ভূত সতীর্থ। তাঁর অপসারণ প্রত্যাশিত ছিল বলেই মনে করছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। তবে ডেভিড ক্যামেরনকে বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া অপ্রত্যাশিত। তবে ডেভিড ক্যামেরনকে বিদেশমন্ত্রকের দায়িত্ব দেওয়া অপ্রত্যাশিত।

৭ বছর আগে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন ক্যামেরন। কনজারভেডিভ পার্টিতে প্রভাবশালী হলেও বর্তমান পার্লামেন্টের সদস্য নন তিনি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে তাই উচ্চকক্ষ হাউস অফ লর্ডসের সদস্য করা হয়েছে। ক্যামেরনকে হাউস অফ লর্ডসের সদস্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজা চার্লস। তাই তাঁকে সচিব করতে বাধা থাকবে না।

সরকারে প্রত্যাবর্তনের খবরে দৃশ্যতই খুশি ডেভিড এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী আমাকে তাঁর বিদেশসচিব হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহণ করেছি। আমরা এখন ইউক্রেন যুদ্ধ ও মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার মতো কঠিন আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করছি। আমাদের উচিত সহযোগীদের পাশে দৃঢ় অবস্থান নেওয়া ও পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুত করা।'

২০১০ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্যামেরন। ব্রেক্সিট গণভোটে হেরে গিয়ে নৈতিক কারণে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। কনজারভেটিভ পার্টিতে তাঁর অনুগামীর সংখ্যা কম নয়। ডেভিডকে কাছে টেনে সুনক তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ তথা অপর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করলেন কিনা তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভেঙে পড়া সুড়ঙ্গে এখনও জীবিত শ্রমিকরা

পাইপের সাহায্যে খাবার, অক্সিজেন জোগান

দেরাদুন, ১৩ নভেম্বর : প্রায় দু'দিন কেটে গেলেও উত্তর কাশীর ভেঙে পড়া সুড়ঙ্গ থেকে শ্রমিকদের বার করা যায়নি। তবে সোমবার আশার কথা শুনিয়েছে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী। তাদের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, সুড়ঙ্গে আটক ৪০ জন শ্রমিক জীবিত রয়েছেন। পাইপের সাহায্যে তাঁদের কাছে খাবার ও অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তবে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে এখনও শ্রমিকদের কাছে পৌঁছোনো যায়নি।

এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। তিনি জানান, পুলিশ, রাজ্য ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনীর বেশ কয়েকটি দল উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছে। তাঁদের সাহায্য করছে আইটিবিপি এবং বিআরও। সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা উদ্ধার অভিযানের ওপর নজর রাখছেন। শ্রমিকদের দ্রুত উদ্ধারের ব্যাপারে আশাবাদী প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণর সঙ্গেও তাঁর কথা

হয়েছে বলে ধামি জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত কথা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে সব ধরনের সাহায্য করা হচ্ছে। সবাই যাতে সুস্থভাবে নিরাপদে বেরিয়ে আসেন ঈশ্বরের কাছে সেই প্রার্থনা করছি।'

পুলিশ সূত্রে খবর, আটকে থাকা শ্রমিকরা বিভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে ১৫ জন ঝাড়খণ্ডের, ৮ জন উত্তরপ্রদেশের, ওড়িশার ৫ জন, বিহারের ৪ জন বাসিন্দা রয়েছেন। উত্তরাখণ্ড ও অসমের ২ জন করে শ্রমিকও সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। একজন অসমের। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া ৩ জন শ্রমিক রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি।

> ১৫ জন ঝাড়খণ্ডের, ৮ জন উত্তরপ্রদেশের, ওড়িশার ৫ জন, বিহারের ৪ জন বাসিন্দা রয়েছেন। উত্তরাখণ্ড ও অসমের ২ জন করে শ্রমিকও সুড়ঙ্গে আটকে রয়েছেন। একজন অসমের। এই তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাওয়া ৩ জন শ্রমিক রয়েছেন।

শনিবার গভীর রাতে উত্তর কাশির ব্রহ্মকাল-যমুনোত্রী জাতীয় সড়কের পাশে সিল্কিয়ারায় নির্মীয়মান সুড়ঙ্গের একাংশ ভেঙে পড়ে। নির্মাণের দায়িত্বে থাকা ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) জানায়, সুড়ঙ্গে আটকে পড়েছেন ৪০ জন শ্রমিক। এনএইচআইডিসিএল-এর ডিরেক্টর অংশু মনীশ খালকো বলেন, 'সুড়ঙ্গের দেওয়ালের আলগা অংশগুলি কংক্রিট স্প্রের মাধ্যমে স্থিতিশীল করা হচ্ছে। আটকে পড়া সব শ্রমিক নিরাপদে রয়েছেন। ওয়াকিটকিতে তাঁদের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগ করা হয়েছে। শ্রমিকদের কাছে খাবার ও জল পাঠানো হয়েছে।'

উত্তর কাশীর সার্কেল অফিসার প্রশান্ত কুমার বলেন, 'সবাই নিরাপদে রয়েছেন। আমরা আটকে পড়া শ্রমিকদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখছি। সুড়ঙ্গের ৫৫ মিটার অংশ ভেঙে পড়েছে। আমরা ২০ মিটার অংশের ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করেছি। এখন শেষ ৩৫মিটার অংশে কাজ চলছে। আশা করা যায়, খুব তাড়াতাড়ি শ্রমিকরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসবেন।'

বহুতলে আগুন, পুড়ে মৃত ৯

হায়দরাবাদ, ১৩ নভেম্বর : দীপাবলির পরেই শোকের ছায়া নেমে এল হায়দরাবাদের নামপল্লীতে। সোমবার এখানে এক বহুতলে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে মারা গেলেন অন্তত্পক্ষে ন'জন। অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন আরও তিনজন। বহুতলের মালিক পলাতক।

পুলিশ জানিয়েছে, বহুতলটির নীচের তলায় গুদামে আগুন লাগে। সেখানে থাকা ড্রামে রাসায়নিক দ্রব্য থাকার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মৃতদের বেশিরভাগই দোতলা ও তিনতলায় ভাড়াটিয়া বাসিন্দা। চারতলা ও পাঁচতলার বাসিন্দারা অল্পবিস্তর অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। দমকলের এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০ জনকে উদ্ধার করা গিয়েছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, নিচেরতলায় গাড়ি মেরামত হচ্ছিল। সেখানে আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরোচ্ছিল। সেখান থেকেই আগুন লেগে যায়। প্রশাসন তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই দাবি কতখানি সঠিক তা জানা যায়নি। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানার চেষ্টা চলছে।

চার মাসে সর্বনিম্ন খুচরো মুদ্রাস্ফীতি

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : দুর্গাপুজোর মাসে দেশে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার কমে ঠেকল ৪.৮৭ শতাংশে। যা চার মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। চলতি বছরের জুনের পর (৪.৮৭ শতাংশ) থেকে সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছে খুচরো বাজারের মুদ্রাস্ফীতি। বাজার অর্থনীতিবিদদের মতে, খাদ্যসামগ্রীর দাম কমে যাওয়ার জন্যই ভারতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি চার মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, অক্টোবরে ভারতে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৪.৮৭ শতাংশ। সেপ্টেম্বরে খুচরো মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৫.০৭ শতাংশ। অর্থাৎ মাঝারি সময়ের ক্ষেত্রে ভারতী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক লক্ষ্যমাত্রা ৪ শতাংশের আরও কাছে চলে এসেছে খুচরো মুদ্রাস্ফীতি।

ওবিসি, আদিবাসী ভোটে নজর বিজেপির

রায়পুর,১৩ নভেম্বর : জাতিগত সমীক্ষা নিয়ে সুর চড়াচ্ছে কংগ্রেস। বিরোধী শাসিত অধিকাংশ রাজ্য সরকার জাতিগত সমীক্ষার ইঙ্গিত দিয়েছে। এর ফলে বিজেপির অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণির (ওবিসি) ভোটব্যাংকে বড়সড়ো ফাটল ধরতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি আদিবাসী ভোট নিয়েও চিন্তায় রয়েছে গেরুয়া শিবির। '২৪-এর সংসদ ভোটের আগে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে তারা। ৫ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারেও সেই উদ্যোগ নজর কেড়েছে। জাতিগত সমীক্ষার দাবির পালটা হিসাবে ওবিসি ইস্যুকে সামনে আনার কৌশল নিয়েছে বিজেপি। সোমবার ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ সফরে গিয়ে এই নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে আদিবাসীদের জন্য ২৪ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করবেন তিনি। মোদির ধারাবাহিক কর্মসূচি ওবিসি ও আদিবাসীদের প্রতি বার্তা বলে মনে করা হচ্ছে।

তির-ধনুক হাতে প্রচারমঞ্চে মোদি। সোমবার বারোয়ানিতে।

সোমবার ছত্তিশগড়ের মুঙ্গেলিতে এক জনসভায় তিনি দাবি করেন, কংগ্রেস ওবিসি সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে। মোদি বলেন, 'কংগ্রেস মোদিকে ঘৃণা করে। এমনকি মোদির জাতকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছে। কয়েকমাস ধরে কংগ্রেস মোদির নাম করে গোটা ওবিসি সমাজকে গালিগালাজ করছে।' এখানেই না থেকে তিনি আরও বলেন, আদালত এমনটা না করার নির্দেশ দেওয়ার পরেও ওরা ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেছে। তাঁর কথায়, কংগ্রেস বাবাসাহেব আম্বেদকারকে অপমান করেছিল। কংগ্রেসই বাবাসাহেবের রাজনীতিকে শেষ করার ষড়যন্ত্র করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকারের বিদায়ঘণ্টা বেজে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, বিধানসভা ভোটে নিজের আসন পাটনেহারতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ভুপেশ বাঘেল। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস বুঝে গিয়েছে ছত্তিশগড়ে তাদের সময় শেষ হয়ে আসছে। দিল্লির কিছু সাংবাদিক বন্ধু এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমাকে বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই হেরে যাবেন।' মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল এবং উপমুখ্যমন্ত্রী টিএস সিংদেওয়ের টানাপোড়েন নিয়েও এদিন কংগ্রেসকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি মোদি। কংগ্রেস নেতাদের দাবি, রাজ্য সরকারের

মোদির নিশানা
- ওবিসি সম্প্রদায়কে ঘৃণা করে কংগ্রেস
- কংগ্রেস বাবাসাহেবের রাজনীতিকে শেষ করার ষড়যন্ত্র করেছে
- কংগ্রেস আদিবাসীদের বঞ্চনা করেছে
- বিজেপি তাঁদের সম্মান দেওয়ার কাজ করছে

জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির দৌলতে তারাই ফের ছত্তিশগড়ে সরকার গঠন করতে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে ওবিসি প্রসঙ্গ টেনে মোদির কংগ্রেসকে কোণঠাসা করার চেষ্টা কতটা কাজে আসে তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।

এদিন মধ্যপ্রদেশের বারওয়ানির সভাতে আদিবাসী ইস্যুকে সামনে রেখে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস সরকার আদিবাসীদের বঞ্চনা করেছে। বিজেপি তাঁদের সম্মান দেওয়ার কাজ করছে।' মোদি জানান, ১৫ নভেম্বর তিনি ঝাড়খণ্ডে আদিবাসী নেতা বীরসা মুণ্ডার গ্রামে যাবেন। ওই দিন বীরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী। দিনটি জনজাতি গৌরব দিবস হিসাবে পালন করা হবে। সেদিন আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি যখন ওবিসি-আদিবাসীদের কাছে টানার চেষ্টা করছেন তখন জাতিগত সমীক্ষা ও মধ্যপ্রদেশে বিজেপি সরকারের আমলে হওয়া দুর্নীতি নিয়ে সরব রাহুল গান্ধি। সোমবার নিমুচে এক জনসভায় মধ্যপ্রদেশকে 'দুর্নীতির রাজধানী' বলে উল্লেখ করেন তিনি। রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ৫০০ টাকা দামে এলপিজি সিলিন্ডার, ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মকুব, গমের এমএসপি বৃদ্ধি ও ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্য বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাহুল।

৯ মেইতেই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : মণিপুরে গোষ্ঠীহিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে সংখ্যাগুরু মেইতেইদের অন্তত ৯টি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গত ছয় মাসের হিংসা পর্বে এই সংগঠনগুলি প্রত্যক্ষভাবে সশস্ত্র হামলায় অংশ নিয়েছিল বলে অভিযোগ। তাই বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন (ইউএপিএ) অনুযায়ী পাঁচ বছরের জন্য সংগঠনগুলিকে 'নিষিদ্ধ' ঘোষণা করা হয়েছে।

'নিষিদ্ধ' ঘোষিত সংগঠনগুলির মধ্যে রয়েছে জঙ্গিগোষ্ঠী পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র রাজনৈতিক শাখা 'রেভেলিউশনারি পিপলস ফ্রন্ট' (আরপিএফ), 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট' (ইউএনএলএফ)-এর সশস্ত্র শাখা মণিপুর পিপলস আর্মি (এমপিএ), 'পিপলস রেভোলিউশনারি পার্টি অফ কাংলিপাক' (প্রিপাক)-এর সশস্ত্র শাখা 'রেড আর্মি' এবং 'কাংলিপাক কমিউনিস্ট পার্টি' (কেসিপি)-র সশস্ত্র শাখা 'কাংলিপাক রেড আর্মি'। কট্টরপন্থী মেইতেই সংগঠন 'কাংলি ইয়াওল কানবা লুপ' (কেওয়াইকেএল), মেইতেই সমন্বয় কমিটি (কোর কম) এবং 'অ্যালায়েন্স ফর সোশালিস্ট ইউনিটি কাংলিপাক'(এএসইউকে)-ও রয়েছে নিষেধাজ্ঞার তালিকায়। চিনা মদতপুষ্ট ককু-জো জঙ্গিগোষ্ঠী কুকি ন্যাশনাল আর্মি, কুকি ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ইউনাইটেড কুকি লিবারেশন ফ্রন্ট মণিপুরে সাম্প্রতিক গোষ্ঠীহিংসায় জড়িত বলে আগেই অভিযোগ তুলেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মন্ত্রক।

হাসপাতালে সেনা-হামাস গুলির লড়াই

গাজা, ১৩ নভেম্বর : ইজরায়েলের বিমান হামলায় শনিবার 'দ্বিতীয়বার' বিধ্বস্ত হয়েছে গাজা স্ট্রিপের সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল শিফা। ইজরায়েলের দাবি, হাসপাতালে লুকিয়ে থাকা হামাস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। হামলার দু'দিন যেতে না যেতে ফের হাসপাতালে গুলির লড়াইয়ে জড়াল দু'পক্ষ। এবার উত্তর গাজার র‍্যানসিটি হাসপাতাল। সোমবার সেখানে অভিযান চালিয়েছে ইজরায়েলি কমান্ডো বাহিনী। তাদের দাবি, হাসপাতালে রোগী, চিকিৎসক সহ প্রায় ১ হাজার মানুষকে বন্দি করে রেখেছিল হামাস জঙ্গিরা। ইজরায়েলি সেনার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে মানবঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। মুখোমুখি লড়াইয়ে জঙ্গিদের মেরে হাসপাতালটির দখল নিয়েছেন কমান্ডোরা। মুক্ত করা হয়েছে বন্দিদের। গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন হামাসের অন্যতম শীর্ষ নেতা আহমেদ সিয়াম।

হাসপাতালে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন হু। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার টেড্রস আধানম ঘাব্রিয়েসুস বলেন, 'গাজার কোথাও কেউ নিরাপদ নন। সেখানে দ্রুত ত্রাণ ও চিকিৎসা সামগ্রী পৌঁছে দিতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা উচিত।' গাজার পাশাপাশি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অংশ। লেবানন সীমান্তে ইজরায়েলি সেনার ওপর হামলা চালিয়েছে হিজবুল্লা গোষ্ঠী। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাসার আল আসাদের অনুগত বাহিনীর ক্যাম্পকে নিশানা করে মার্কিন বায়ুসেনা। অন্যদিকে, আমেরিকা সমর্থিত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর একাধিক ক্যাম্প ধ্বংস করার দাবি করেছে রাশিয়ার বিমানবাহিনী।

সত্যেন্দ্রর বিরুদ্ধে রাজ্যপালের দ্বারস্থ সিবিআই

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : তোলাবাজি মামলায় আম আদমি পার্টির জেলবন্দি নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনার কাছে অনুমতি চাইল সিবিআই। আর্থিক কেলেঙ্কারি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর ২০২২ সাল থেকে তিহার জেলে রয়েছেন সত্যেন্দ্র জৈন। সিবিআইয়ের অভিযোগ, জেলে নিরাপত্তা দেওয়ার অজুহাতে সুকেশ চন্দ্রশেখরের মতো কারাবন্দি প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা আদায় করতেন সত্যেন্দ্র জৈন এবং তিহার জেলের প্রাক্তন সুপার রাজ কুমার।

সিবিআই চিঠিতে লিখেছে, তাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, সত্যেন্দ্র ও রাজ নিজেদের মধ্যে যোগসাজশে ২০১৮-'২১ সালের মধ্যে কারাবন্দি চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে কয়েক দফায় অন্তত ১০ কোটি টাকা নিয়েছিলেন। প্রভাবশালী বন্দিরা জেলের মধ্যে যাতে শান্তিপূর্ণ ও আরামদায়ক জীবনযাপন করতে পারেন, তার জন্যই তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হত।

দণ্ড সংহিতায় তীব্র আপত্তি তৃণমূলের

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় সরকারের দণ্ড সংহিতা বিধির বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়ে ৮৫ পাতার 'ডিসেন্ট নোট' বা 'আপত্তি প্রস্তাব' দাখিল করল তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শা'র মস্তিষ্কপ্রসূত ভারতীয় দণ্ড সংহিতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে উত্তাল হয়েছে বিরোধী শিবির। ইতিমধ্যে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। বিরোধীদের অভিযোগ, দেশের সাধারণ মানুষকে হেনস্থা এবং আইনি মারপ্যাঁচে জড়িয়ে নাজেহাল করার উদ্দেশ্যে এই আইনি সংস্কার করা হচ্ছে।

আপত্তি প্রস্তাব দাখিল করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভা দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। ডেরেকের প্রধান আপত্তি, ফৌজদারি আইন বদলে ফেলে তিনটি নতুন প্রস্তাবিত বিলের খসড়া পুরাতনী ফৌজদারি আইনের ৯৩ শতাংশ কপি-পেস্ট ছাড়া আর কিছু নয়। বিরোধী নেতৃত্ব বারবার বলেছেন, নতুন বিল না এনে পুরোনো বিলটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এই কথাই ডেরেক তাঁর ডিসেন্ট নোটে ফের দাবি করেছেন। ডেরেকের ক্ষোভ, বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করে বিলটির খসড়ায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও গ্রহণ করা হচ্ছে না, এমনকি সংশ্লিষ্ট সব মহলের সঙ্গেও আলোচনার কোনও ইচ্ছাও নেই সরকারের।

তিনটি বিলের হিন্দি নামকরণ নিয়েও আপত্তি জানিয়েছেন ডেরেক। তাঁর মতে, সরকারের এই পদক্ষেপ আসলে হিন্দি আগ্রাসনের লক্ষণ। ডেরেকের দাবি, সাংবিধানিক রীতি মেনে বিল তিনটির ইংরেজি নামকরণও করা উচিত। ডেরেকের প্রস্তাব, বিল তিনটির নাম রাখা হোক, ইন্ডিয়ান জাস্টিস কোড ২০২৩, ইন্ডিয়ান প্রোটেকশন কোড ২০২৩ এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স বিল ২০২৩।

সরকারের তাড়াহুড়োর জন্য বিলগুলির খসড়ায় বহু ত্রুটি থাকছে বলেও দাবি করেছেন ডেরেক।

দেওয়ালিতে দেদার বাজি, দিল্লিতে মাত্রাছাড়া দূষণ

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞাই সার। প্রকৃতিও ছিল বিরূপ। কিন্তু কোনওকিছুই দমিয়ে রাখতে পারল না দিল্লিবাসীকে। দেওয়ালির রাতে রাজধানী জুড়ে চলল শব্দদানবের তাণ্ডব। দূষণকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিল্লিবাসী মাতলেন বাজি পোড়ানোর উৎসবে। এর জেরে দূষণ পরিস্থিতি পৌঁছে গেল কোথাও 'খুব খারাপ', কোথাও 'গুরুতর' পর্যায়ে।

সোমবার বাজির ধোঁয়ায় দিল্লির বাতাসের গুণমান (একিউআই) বহু জায়গায় ৯০০ ছাড়িয়ে গেল। কোথাও পৌঁছোল হাজারের কোঠায়। ইন্ডিয়া গেট থেকে শুরু করে মেজর ধ্যানচাঁদ স্টেডিয়াম পর্যন্ত একাধিক জায়গায় একিউআই ছুঁল ৯৯৯-এর ঘর। আনন্দবিহারে একিউআই ছিল ৮৪৯।

দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই বলেন, 'লাগামহীনভাবে বাজি পোড়ানোর জন্যই দিল্লির দূষণ পরিস্থিতি অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। বাজি পোড়ানোর ব্যাপারে বহু জায়গায় সাধারণ মানুষকে উসকেছেন বিজেপি নেতারা।' তাঁর অভিযোগ, বেশিরভাগ বাজি এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে চোরাপথে। বাজি

পারস্পরিক দোষারোপ আপ ও বিজেপির

আকাশ যখন নির্মল, আকাশ যখন দূষিত... বাঁদিকে শ্রীনগর, ডানদিকে দিল্লি।

পোড়ানো বন্ধে কোনও ভূমিকাই ছিল না দিল্লি পুলিশের। তাঁর কথায়, 'দিল্লিতে বাজি তৈরি, মজুত এবং বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এত বাজি এল কী করে, সে নিয়েই তো তদন্ত হওয়া উচিত।' এর জবাবে দিল্লি বিজেপির সহসভাপতি কপিল মিশ্র বলেন, 'বাজি নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে দিল্লিবাসী যেভাবে আলোর উৎসবে যোগ দিয়েছেন, তাতে আমরা গর্বিত। এটা হল প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও গণতন্ত্রের কণ্ঠস্বর।' মিশ্রর দাবি, দেওয়ালির আগে দিল্লির দূষণের মাত্রা ছিল ৫০০। দেওয়ালির পরে তা কমে ২৯৬। তাহলে দূষণের জন্য দিল্লিবাসীকে দায়ী করার কী কারণ!

দিল্লিতে গত কয়েকদিন ধরেই বায়ুদূষণের মাত্রা উদ্বেগের পর্যায়ে রয়েছে। ধোঁয়াশায় ঢেকে রয়েছে রাজধানীর বাতাস। দৃশ্যমানতাও অনেক কমে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে দেওয়ালির রাত নিয়ে চিন্তা ছিলই। বাজির ধোঁয়া বাতাসকে আরও দূষিত করবে, সেই আশঙ্কা থেকেই দিল্লিতে বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল শীর্ষ আদালত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, দিল্লি আছে সেই দিল্লিতেই। দেওয়ালির দিন বিকেল ৪টের পর থেকে কানফাটানো বাজির শব্দে কেঁপেছে দিল্লির অলিগলি পাকস্থলী। বাজি পোড়ানোর হুল্লোড় চলেছে মধ্যরাত পর্যন্ত। সোমবার সকালে উদযাপনের নমুনা হিসাবে দিল্লির রাস্তাঘাটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে অজস্র বাজির বর্জ্য। গোলে মার্কেট, রামনগর মার্কেট, পাহাড়গঞ্জ, মন্দির মার্গ সহ একাধিক এলাকায় পোড়া বাজির অবশেষ পড়ে থাকার ছবি প্রকাশিত হয়েছে সংবাদমাধ্যমেও।

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সিপিসিবি) জানায়, রবিবার দিল্লিতে বাতাসের গড় গুণমান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স বা একিউআই) ছিল ২১৮। কিন্তু সন্ধ্যা নামতেই দূষণের মাত্রা চড়চড় করে বাড়তে শুরু করে। সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনের সতর্কবাণী কোনও কিছুকেই পাত্তা না দিয়ে বাজি পোড়ান মানুষ।

দেওয়ালিতে দিল্লির হাল দেখে উদ্বিগ্ন পরিবেশবিদদের অভিযোগ, রাতে অনেক এলাকা থেকে বাজি পোড়ানোর বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এভাবে চলতে থাকলে দিল্লির পরিবেশের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তাঁরা।

হোমস্টের মহিলা কর্মীকে গণধর্ষণ

লখনউ, ১৩ নভেম্বর : আগ্রার এক প্রথমসারির হোমস্টের এক মহিলাকর্মী গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁকে যথেচ্ছভাবে প্রহার করাও হয়েছে। গত দেড় বছর ধরে তিনি ওই সংস্থায় কাজ করছেন। এই ঘটনা সামনে এসেছে সম্প্রতি।

পুলিশ জানিয়েছে, আগ্রার ঘটনায় এক মহিলা সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাঁচজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সহ ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

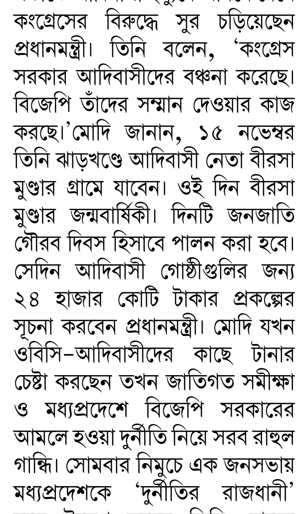

আগ্রার সাম্প্রতিক ঘটনাটির ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, এক মহিলাকে এক পুরুষ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মহিলা তাঁকে সাহায্যের আকুতি জানাচ্ছেন। মহিলাকে টেনে হিঁচড়ে একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে চলেছে নিগ্রহ। নিগৃহীতা মহিলা পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর এক পুরুষবন্ধু ও আরও কয়েকজন তাঁকে জোর করে মদ্যপান করিয়ে একটি ঘরে টেনে নিয়ে যায়। তিনি বাধা দিলে তারা তাঁকে পেটাতে শুরু করে।

আগ্রা সদরের এসিপি অর্চনা সিং রবিবার জানিয়েছেন, শনিবার ওই হোমস্টে থেকে তাজগঞ্জ পুলিশে ফোন এসেছিল। অভিযোগে বলা হয়, এক মহিলা গণধর্ষণের শিকার। অভিযোগ পেয়ে তখনই ছুটে যায় পুলিশ। এসপি জানিয়েছেন, মহিলাকে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

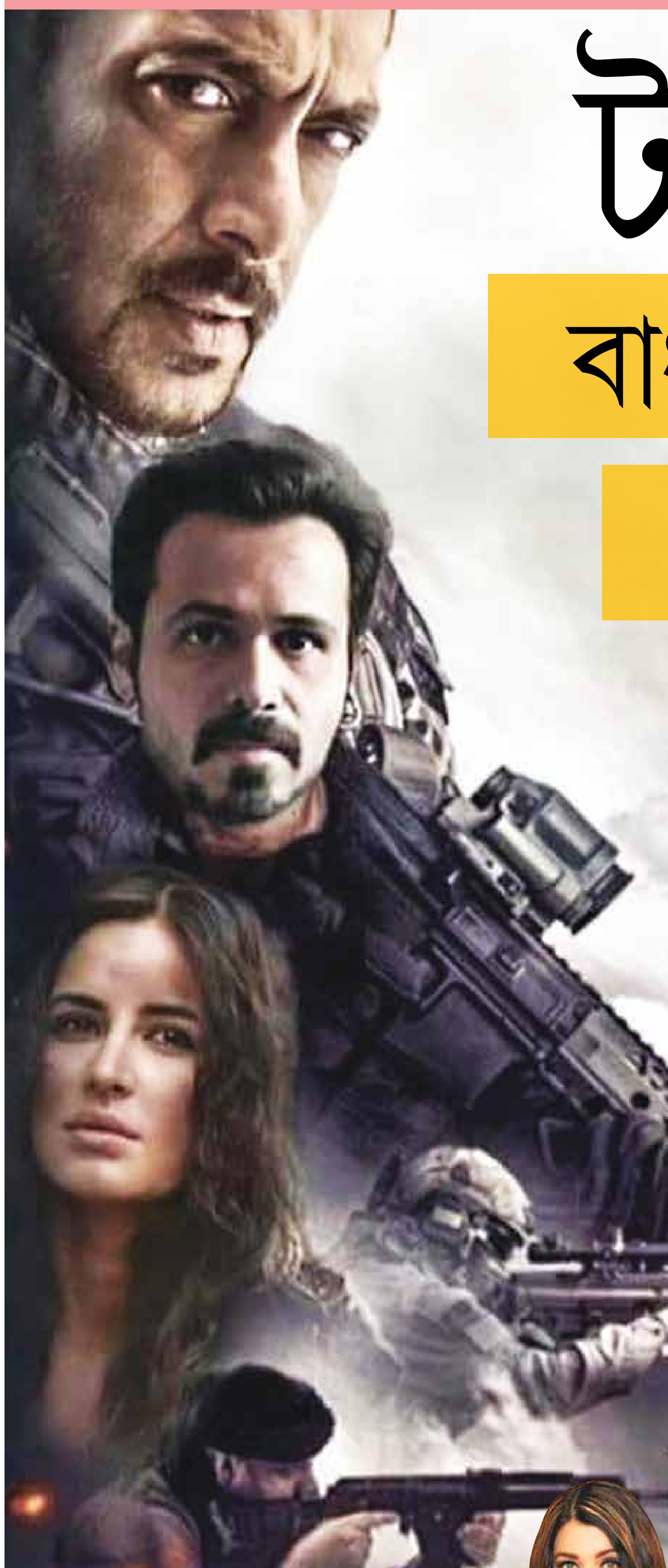

টাইগার
বাংলা রয়ে গেল বাংলাতেই

হিন্দি-প্রীতি বাংলায় চিরকাল। উত্তমকুমার নিজের জোরে হিন্দি-স্টারদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছেন, পরিবেশকরাও তাঁর তেজের কাছে মাথা ঝুঁকিয়েছেন। পরে সেই ছবি আর কলকাতায় দেখা যায়নি।

‘টাইগার’ মানেই সলমন খান। পরপর ছবি বক্স অফিসে নেতিয়ে পড়ার পর একটা নিশ্চিত সাফল্যের দিকে তিনি এগোচ্ছেন। তাঁর ফ্যানরাও তাই আহ্লাদিত, ভাইজান জাঁকিয়ে সিনেমা হলে। দীপাবলিতে মুক্তি পেয়েছে টাইগার ৩। যশরাজের স্পাই ইউনিভার্সের এই বিভাগে সলমন ভারতীয় গুপ্তচর টাইগার। অবিনাশ সিং রাঠোর হয়ে ফের পর্দায়। আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের ধ্বংসই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর সঙ্গী জোয়া, পাকিস্তানী গুপ্তচর ক্যাটরিনা কাইফ। দেশ বাঁচানোর এই যুদ্ধের মধ্যেই তাঁদের প্রেম ও বিয়ে। এখন তাঁরা সন্তানের মা-বাবাও। তাঁর শত্রু ইমরান হাশমি। আন্তর্জাতিক অপরাধ জগতে একজন বিশেষ মানুষ তিনি, তাঁর উদ্দেশ্য ভারতের ক্ষতি করা। টাইগারকে না সরালে সেটা সম্ভব নয়। তাই ইমরান সপরিবারে সলমনকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর। এমনই গল্প নিয়ে হাজির টাইগার ৩। যশরাজের স্পাই ইউনিভার্স সব সময়েই আলাদা স্বাদের ছবি নির্মাণ করে এবং তা শুধু দর্শকদের মনোরঞ্জন করে না, ছবিতে অভিনয় করা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডুবতে বসা কেরিয়ারের নৌকোও পার করে দেয়।

পাঠান ছবিকে পাশে রেখে হিসেব কষতে বসেছে টাইগার ৩। হপ্তাখানেক আগে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল ছবির টিকিটের অগ্রিম বুকিং। অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ে ঝুলিতে এসেছিল প্রায় ১০ কোটি টাকা। সারা দেশে প্রায় পাঁচ হাজার হলে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। সলমন খান-ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত এই ছবি মুক্তির দিনেই ঘরে তুলেছে ৪৪.৫০ কোটি টাকা। হিন্দি ভার্সন থেকেই আয় হয়েছে ৪৩ কোটি টাকার কিছু বেশি, তবে তামিল ও তেলুগু ভার্সন থেকে প্রথম দিন আয় একেবারেই তলানিতে, মোটে ১.৫০ কোটি। প্রথম দিনে ৪০ কোটির গণ্ডি সলমনের কেরিয়ারে এই প্রথম।

টাইগার ফ্র্যাঞ্চাইজি আগেও বক্স অফিসে মুদ্রার ঝংকার তুলেছে, এবারেও তেমনই আশা করা হচ্ছে।

টাইগার ৩। মুক্তি পেয়েছে দীপাবলিতে। মুম্বইয়ে টাইগার ৩-এর টিকিট বিক্রি হয়েছে সর্বোচ্চ ২১০০ টাকায়। যা রিপোর্ট, নিশ্চিত হিটের দিকে এগোচ্ছে এ ছবি। বাংলার মতো আঞ্চলিক ছবিকে সিনেমাহল থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের ব্যবসা পাকা করেছে। বাংলার প্রতিবাদে জোর নেই।

শবরী চক্রবর্তী

শাহরুখ খানের পাঠান তাঁর মন্দা কেরিয়ারে ঝড় তুলেছে। সর্বকালের সেরা ব্যবসা করা ছবির মধ্যে প্রথমে নাম পাঠান-এর। পাঠান-এ সলমন ছিলেন অতিথি শিল্পী হিসেবে, টাইগার ৩-এও সলমনের সঙ্গে পর্দায় এসেছেন শাহরুখ। ফলে ব্যবসার দিক থেকে সবরকমের ঘুঁটি খেলেছে যশরাজ ফিল্মস। বস্তুত দুই খানকে আলাদা আলাদা ফ্র্যাঞ্চাইজিতে একসঙ্গে আনা এবং বক্স অফিসে ঝড় তোলার মতো পরিকল্পনা করে যশরাজ বুঝিয়েছে শুধু গল্প, স্টার বা নির্মাণই নয়, ছবির সাফল্য আনার জন্য চেনা মশলাকেও অন্যভাবে মাখতে হয়।

সেই মশলার সঙ্গে যোগ হয় আঞ্চলিক ছবিগুলোর বাজারে হাত দেওয়া। এটাও শুরু হয়েছে ওই পাঠান থেকেই। পাঠান-এর মুক্তির সময় যশরাজ ফতোয়া জারি করেছিল, পাঠান যে হলে আসবে, সেখানে কোনও আঞ্চলিক ছবি চলবে না। বাংলা ছবির ক্ষেত্রেও তাইই হয়েছে। বেশ কিছু বাংলা ছবি ভালো ব্যবসা দেওয়া সত্ত্বেও তা তুলে নেওয়া হয়েছে। মিনমিন করে কিছু প্রতিবাদও তখন হয় ফতোয়ার বিরুদ্ধে। কিন্তু কলকাতার অনেক বড় পরিবেশক বা হল মালিক পাঠানই চালিয়েছিলেন। প্রিয়ার কর্ণধার অরিজিৎ দত্ত জোর গলায় বলেছিলেন, ‘লক ডাউনের সময় বসিয়ে হলের কর্মচারীদের মাইনে দিয়েছি, তখন তো কেউ কিছু বলেনি!’ দেব সহ অনেকেই যশ রাজের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। তার ওপর পাঠান-এর সাফল্য হিমালয়ের উচ্চতায় পৌঁছে যায়, আঞ্চলিক ছবির কর্মকর্তাদের আর দেখা যায়নি তখন।

সেই পরিস্থিতি আবার টাইগার ৩-এর ক্ষেত্রেও হাজির। আবার যশরাজ জানিয়েছিল, কোনও আঞ্চলিক ছবি টাইগার ৩-এর সঙ্গে একই হলে চলবে না। এ কথা সিঙ্গল স্ক্রিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ফলে বাংলা ছবিও একই কারণে ক্ষতির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সদ্য পুজো গিয়েছে। তখন দশম অবতার, বাঘা যতীন, রক্তবীজ আর জঙ্গলে মিতিন মাসি——এই চারটি বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে এবং প্রত্যেকটিই কোটি টাকার ওপর ভালো ব্যবসা করেছে। এখনও করছে। এখন টাইগার ৩-এর আবদারে যদি ছবিগুলো হল থেকে চলে যায় বা হলের সংখ্যা কমে যায়, তাহলে ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় ধাক্কা খাবে বাংলা ছবি। নিজেদের মধ্যে ঝামেলা নিয়েই বাংলা ছবির জগৎ ২৪ ঘণ্টা কাটায়, কিন্তু এখন এই ‘আপত্তিকর ফতোয়া’র বিরুদ্ধে বাংলা ছবির প্রধানরা একজোট হয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। দশম অবতার-এর নির্মাতা এসভিএফ-এর কর্ণধার শ্রীকান্ত মোহতা বলেছেন, ‘দেড় হাজারের বেশি ছবি রিলিজ করিয়েছি, এমন কথা কখনও শুনিনি। যশ রাজ-এর ওয়ার-এর সময়ে এরকম হয়েছিল, কিন্তু আলোচনা করে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়া হয়। এখন তো তাও হচ্ছে না। আমি ঠিক করেছি, যারা আমার ছবি চালানোর ব্যাপারে শর্ত দেবে, সেখানে আমি ছবি চালাব না, কারণ আমার ছবি নিয়ে আমি খুব কনফিডেন্ট।’ এ প্রসঙ্গে রক্তবীজ-এর পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, ‘ছবি না চললে আলাদা কথা, চললে কেন হল থেকে সরানো হবে? তাহলে তো প্রতিবাদ হওয়া দরকার। হল মালিকরা দেখেছেন গত বছর হিন্দি ছবি চলেনি, কিন্তু বাংলা ছবি ভালো ব্যবসা করেছে।’ টাইগার ৩-এর পরিবেশক জালান ডিস্ট্রিবিউটরস অবশ্য এসব অভিযোগ উড়িয়ে বলেছেন, ‘এসব কথা রটিয়ে সুস্থ পরিবেশকে নষ্ট করা হচ্ছে।’ তবে বাংলা ছবির হল কমে যাবে যাবে কি না, সে বিষয়ে তিনি মন্তব্য করেননি।

কথা যতই বলা হোক, আগেও দেখা গিয়েছে, যশরাজ বা বড় কোনও ব্যানারের বা স্টারের হিন্দি ছবির মুক্তি বাংলা ছবিকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে দিয়েছে, সে ছবি চললেও। এবারও তার অন্যথা হবে না। হিন্দি-প্রীতি বাংলায় চিরকাল আছে। উত্তমকুমার নিজের জোরে হিন্দির স্টারদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছেন, পরিবেশকরাও তাঁর তেজের কাছে মাথা ঝুঁকিয়েছেন। পরে সেই ছবি আর কলকাতায় দেখা যায়নি। তাই বাংলার হিট ছবি একাই লড়ে, হিন্দির বজ্রমুষ্টি এসে গেলে তার জায়গা পিছনেই। চলচ্চিত্র উৎসবে হিন্দি স্টারেরাই সামনের আসন পান, বাংলার জায়গা সেই পিছনে। জাত্যাভিমান নিয়ে বাংলার মাথাব্যথা নেই——

বাংলা আছে বাংলাতেই!

প্রেক্ষাগৃহে শব্দবাজি, নিন্দা সলমনের

সলমন খানের টাইগার ৩-এর শো চলাকালীন এই ঘটনা ঘটেছে নাসিকের একটি হলে। ছবি নিয়ে সলমন-ভক্তদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। নাসিকের মালেগাঁওয়ের মোহন থিয়েটারে চলছিল টাইগার ৩। পর্দায় সলমনের অ্যাকশন চলছে। তাই দেখে উত্তেজনা ধরে রাখতে না পেরে তাঁর ভক্তরা হলেই সারি দিয়ে শব্দবাজি ফাটানো শুরু করেন। হলের ভিতর উড়ে আসতে তাকে রকেট। অন্য দর্শকরা ভয় পেয়ে যান, তারা হলের ভিতর দৌড়োদৌড়ি শুরু করেন। বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আরও বড় অঘটন ঘটার আগে পুলিশ আসে এবং দুজনকে আটক করে। মোহন থিয়েটারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। নেটে এরকম একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, হলের ভিতর বাজি ফাটছে আর লোকজন যেদিকে পারছে দৌড়োচ্ছে।

স্বয়ং সলমন এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। দিওয়ালির উদযাপনের কথা মাথায় রেখে শুক্রবার নির্ধারিত ছবি মুক্তির দিনের দু দিন আগে সরকারি ছুটির দিনে টাইগার ৩ মুক্তি পেয়েছে।

যুবরাজের বায়োপিক?

তেমনটাই খবর। আমির খান নাকি যুবরাজ সিংয়ের আত্মজীবনীর স্বত্ব কিনে নিয়েছেন, খবর তেমনই। বোঝাই যায়, ভবিষ্যতে যুবরাজ সিংয়ের ওপর বায়োপিক হবে এবং তাতে আমির খানের বড় ভূমিকা থাকবে। এখন তিনি শুধু প্রযোজক হবেন নাকি পরিচালকও হবেন, সেসব বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। এতদিন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক নিয়ে চর্চা হচ্ছিল। রণবীর কাপুরকে পর্দার সৌরভ ধরে নিয়ে আলোচনা চলছিল। পরে জানা গেল, রণবীর নন, আয়ুষ্মান খুরানা হবেন পর্দার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে সে বিষয়েও এখনও কোনও শিলমোহর পড়েনি।

দেওয়ালির আগে শহর ছাড়লেন ঐশ্বর্য

বচ্চন পরিবারে প্রতিবছর দেওয়ালিতে পুজো হয়। পুজোর পর পার্টিও হয়। সেই পুজো এবং পার্টির আগে, রবিবার সকালে মুম্বাই এয়ারপোর্টে দেখা পাওয়া গেল বচ্চন পরিবারের বধূ ঐশ্বর্য রাইকে। সঙ্গে অবশ্যই আছেন আরাধ্যা বচ্চন। তিনি শহর ছাড়লেন ওই বিশেষ দিনেই, কোথায় গিয়েছেন তা অবশ্য জানা যায়নি।

ঐশ্বর্য পরেছিলেন কালো সোয়েটশার্ট, আরাধ্যার পরনে ছিল লাল রঙের পোশাক। না, ওঁরা পোজ দিয়ে ছবি তোলেননি, তবে পাপারাৎজিদের অস্বীকারও করেননি। পাপারাৎজিরা আবার অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর কন্যা শ্বেতা বচ্চনেরও ছবি তুলেছেন। তাঁরা তখন বচ্চন বাড়িতে যাচ্ছিলেন। অমিতাভ পরেছিলেন সাদা আর শ্বেতা পরেছিলেন নীল রঙের পোশাক। এক্স প্ল্যাটফর্মে অমিতাভ তাঁর বাড়ির পুজোর অনুষ্ঠানের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করেছেন। তার একটিতে দেখা যাচ্ছে, অমিতাভ মাথায় সাদা কাপড় বেঁধে সাদা কুর্তা পরে উৎসবের উদযাপন করছেন এবং দেবতাকে অর্ঘ্য অর্পণ করছেন। এই ছবি পোস্ট করার পাশাপাশি অমিতাভ তাঁর ভক্ত ও অন্যদের দেওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অমিতাভর হাতে আছে ‘দ্য উমেশ ক্রনিকলস’ ও ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’র মতো ছবি। এছাড়াও খুব শিগগির তাঁর তামিল ডেবিউ হবে ‘থালাইভার ১৭০’ দিয়ে। সহ অভিনেতার নাম রজনীকান্ত।

বিতর্কে চুপ রহমান, ক্ষমা প্রার্থনা ছবি নির্মাতাদের

কারার ওই লৌহকপাট ‘ভেঙে’ বিতর্কে জড়িয়েছেন অস্কারজয়ী সঙ্গীত পরিচালক এআর রহমান। তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচ-পাঁচটা দিন। এপার বাংলা থেকে ওপার বাংলা, রহমানের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে শিল্পীমহল। তবু নিশ্চুপ তিনি। সোমবার অবশ্য ছবি নির্মাতাদের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে ‘ক্ষমা প্রার্থনা’ করা হয়েছে। যদিও যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে, তাতে ক্ষমার চাইতে ‘বড়’ করে দেখাতে চাওয়া হয়েছে নজরুলের পরিবারের সঙ্গে হওয়া চুক্তিটিকেই। রয় কাপুর ফিল্মসের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে পোস্ট করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নজরুলের পুত্রবধূ প্রয়াত কল্যাণী কাজী এবং তাঁর পুত্র কাজী অনির্বাণের সই করা চুক্তির নিয়ম মেনেই গানটি নতুন করে কম্পোজ করা হয়েছে। গানটির ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে মান্যতা দেওয়াই এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যদিও নজরুলের পরিবারের তরফে কাজী অনির্বাণ আগেই জানিয়েছিলেন, সংস্থার সঙ্গে চুক্তি হলেও সুর বদলের কোনও কথা হয়নি।

বিবৃতির সবশেষে নির্মাতাদের দাবি, ‘মূল গানটির সঙ্গে শ্রোতাদের আবেগকে আমরা সম্মান জানাই। শিল্প যেহেতু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভরশীল, তাই আমাদের এই গানের সুর যদি কারও খারাপ লেগে থাকে, তার জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

বাংলার শিল্পীমহল মনে করছে, ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’র মতো ক্ষমা চেয়ে বিতর্ক ধামাচাপা দিতে চাইছেন পিপ্পার নির্মাতারা। কিন্তু যাঁর আয়োজনে গানটি কম্পোজ করা হল কিংবা যাঁকে নিয়ে এত বিতর্ক সেই রহমান কেন চুপ, প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। এখন নজরুলের পরিবার নির্মাতাদের বিবৃতির পালটা দেন কি না সেটাই দেখার।

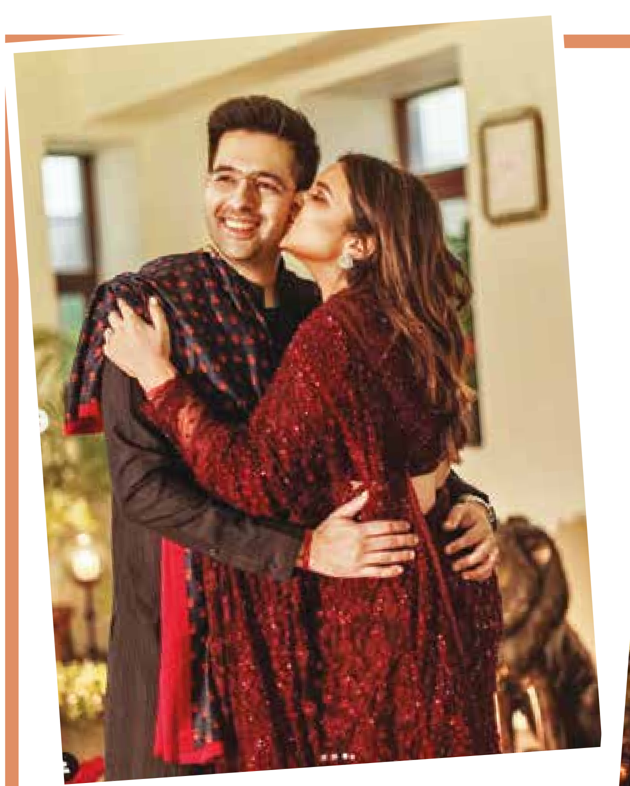

পরিণীতি-রাঘবের প্রথম দীপাবলি

একটি ছবিতে পরিণীতি রাঘবের গালে চুম্বন করছেন, দেখা গিয়েছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর উদয়পুরে পরিবার ও ঘনিষ্ঠ বান্ধুবান্ধবদের উপস্থিতিতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছেন পরিণীতি ও রাঘব। কিছুদিন আগে অক্ষয় কুমারের সঙ্গে মিশন রানিগঞ্জ ছবিতে পরিণীতি চোপড়াকে দেখা গিয়েছে।

বিয়ের পর প্রথম দীপাবলি উদযাপন করলেন পরিণীতি চোপড়া ও রাঘব চাড্ডা। অভিনেত্রী তাঁর ইন্সটাগ্রামে এই উদযাপনের একাধিক আকর্ষণীয় ছবি পোস্ট করেছেন। দুজনেই পারম্পরিক পোশাকে সেজেছিলেন।

পরিণীতি পরেছিলেন মেরুন শাড়ি, সঙ্গে মানানসই হিরের গয়না। রাঘবের পরণে ছিল কালো ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক, সঙ্গে লাল-নীল স্টোল। আর

হৃত্বিকের ক্যামেও নিয়ে উচ্ছ্বাস ফ্যানদের

দেওয়ালির আকর্ষণ টাইগার ৩-এর মুক্তির কয়েক ঘণ্টা পরেই লিক হয়ে যায় ছবিতে শাহরুখ খানের ক্যামেও চরিত্র। তার সঙ্গে ছবির বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে নির্মিত পোস্ট ক্রেডিট সিনও নেটমহলে ছড়িয়ে পড়ে। মূল অভিনেতা হৃত্বিক রোশন।

এই ক্লিপ দেখে হৃতিক-ভক্ত ও নেটমহল অনুমান করতে শুরু করে দিয়েছে যে টাইগার ৩-এর ক্যামেওর মতোই হবে ওয়ার ২-এ হৃত্বিকের চরিত্র। এই দৃশ্যে দেখা যায় হৃত্বিক বা কবীর কিছু খারাপ লোকের বিরুদ্ধে লড়ছেন, এগিয়ে চলেছেন। নেপথ্যে একটি ভাষণ শোনা যায়, যা থেকে ওয়ার-এর আগামী সিক্যুয়েল সম্বন্ধে ধারণা তৈরি হয়। এই সিক্যুয়েলে কবীর মানে হৃত্বিক, শয়তান নামের কোনও খলনায়কের সন্ধানে বেরোবেন। তাঁর অন্য ভিলেনদের মতো একে দেখা যায় না বা এর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই নেপথ্য ভাষণে কবীরকে ভয় দেখানো হয় এই বলে যে, এই ভয়ংকর ভিলেনের বিরুদ্ধে গেলে এতদিন তিনি ভালো বা মন্দ সম্বন্ধে যা জেনে এসেছেন, সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠে যাবে তাঁর মনে। শোনা যায়, সেই কণ্ঠস্বর বলছে, শতানের সঙ্গে লড়তে লড়তে নিজেই না শয়তান হয়ে যাও। টাইগার ৩-এ শাহরুখ আর হৃত্বিকের ক্যামেও দেখে অভিভূত ভক্তরা ভাবছেন, ওয়ার ২-এ জুনিয়ার এনটিআর-এর চরিত্রটা কেমন হবে, কারণ এনটিআর-ই তো ছবির সেই তথাকথিত শয়তান। নেটমহলে লেখা হয়েছে, টাইগার ৩-এর পোস্ট ক্রেডিট সিন যদি সত্যি হয়, তাহলে ওয়ার ২ একটা শক্তিশালী গল্প নিয়ে তৈরি হচ্ছে। কারণ সেখানে আছে শক্তিশালী এক ভিলেন। প্রত্যাশা বাড়ছে। অপেক্ষা তাই হৃত্বিক রোশন x এনটিআর সংঘাত = ওয়ার ২-এর জন্য।

শিশু দিবস

১৪ নভেম্বর ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে দেশজুড়ে শিশু দিবস উদযাপিত হয়। 'চাচা নেহরু' নামে পরিচিত জওহরলাল শিশুশিক্ষা ও তাদের অধিকার সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
MRI • CT SCAN • 4D USG
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 79087-26233 / 80012-22020

কালীপুজো ও দীপাবলির রাত

শব্দদানবের দৌরাত্ম্য চলছেই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : শব্দদানব রবিবার শিলিগুড়িতে মারাত্মাক দৌরাত্ম্য চালিয়েছিল। সোমবারও তার দাপট অব্যাহত থাকবে বলে একটা আশঙ্কা ছিলই। সেটা থাকলও। এদিন বেলা গড়াতেই সেই শব্দদানব শিলিগুড়ি শহরজুড়ে দাপট দেখাল। সেই দাপটে শহরের নানা অলিগলি তো বটেই, মহানন্দা নদীর চর এলাকাও বারে বারে কেঁপে উঠল। এর জেরে গ্রিন ট্রাইবিউনালের নির্দেশিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠল। এবারও শব্দবাজির দাপট বজায় থাকবে বলে ধরে নিয়ে শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি গত কয়েকদিন ধরে একত্রিত হয়ে প্রচারে নেমেছিল। প্রশাসনের তরফেও বিভিন্ন জায়গায় ধরপাকড় চালানো হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই দৌরাত্ম্য ঠিকই হল।

শব্দদানবের দৌরাত্ম্যে বাসিন্দারা বিপাকে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত বললেন, 'আবাসনগুলিতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো হয়েছে। এর জেরে অনেকেই সমস্যায় পড়েছেন। প্রচার চালানোয় কোনও খামতি ছিল কি না তা দেখতে হবে।' শিলিগুড়ি মেট্রোলপলিটান পুলিশের এডিসিপি সুভেন্দ্র কুমারের অবশ্য বক্তব্য, 'আমরা নিয়মিত অভিযান চালাচ্ছি। নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে।' সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির উত্তরবঙ্গের সভাপতি সুদীপ্ত ভৌমিক অবশ্য গোটা বিষয়ে অস্বাভাবিক কিছু দেখছেন না। তাঁর কথায়, 'এ রাজ্যে শব্দবাজি কোনওদিনই নিষিদ্ধ ছিল না। তবে এতবছর এরাজ্যে শব্দবাজির সর্বোচ্চ শব্দসীমা ৯০ ডেসিবেল পর্যন্ত ছিল। এবারে পরিবেশ দপ্তর থেকে শব্দবাজির সর্বোচ্চ শব্দসীমা বাড়িয়ে ১২৫ ডেসিবেল করে দেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, সবুজ মঞ্চের সম্পাদক নব দত্তের দাবি, 'একশ্রেণির ব্যবসায়ীকে সুবিধা করে দিতেই শব্দবাজির সর্বোচ্চ শব্দসীমা বাড়ানো হয়েছে।' এনিয়ে সংগঠনটির তরফে ইতিমধ্যেই হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। কোন বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শে শব্দবাজির শব্দসীমা বাড়ানো হল, সে ব্যাপারে মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে হলফনামা চাওয়া হয়েছে।

নব বললেন, 'এরকম পরিস্থিতি যে হতে পারে সেটা আমরা আগেই জানতাম। শব্দবাজির দাপটে সাধারণ মানুষ কী সমস্যায় পড়ছে, প্রশাসনিক সহযোগিতা মিলছে কি না, এ সংক্রান্ত তথ্য হাইকোর্টে দেখানোর জন্য এবারে প্রতিটি জেলাতেই স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছিল।' শিলিগুড়িতে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন, শিলিগুড়ি ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন ও সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা এই দায়িত্ব নিয়েছিল। শুধুমাত্র দীপাবলির রাতেই তিনটি সংস্থার কাছে ২০০-রও বেশি অভিযোগ জমা পড়ে। শব্দবাজির দাপটে বাড়িতে থাকা যাচ্ছে না, বয়স্কদের প্রচণ্ড অস্বস্তি, পোষ্যদের ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা, এসব নানা অভিযোগ জানানো হয়। কোনও ক্ষেত্রেই প্রশাসনের সহযোগিতা মেলেনি বলে অভিযোগ। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বললেন, 'শব্দবাজি কেবলমাত্র রাত ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে ফাটানো যাবে বলে আদালতের নির্দেশ ছিল। কিন্তু গোটা রাত ধরেই শব্দবাজি ফাটানো হয়েছে। সময়সীমা মানা হয়নি। প্রশাসন কী করছিল?'

শব্দবাজির দাপটে রবিবারের মতো সোমবারও শহরে সমস্যার সৃষ্টি হয়। পুরনিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার মেয়র পারিষদ রামভজন মাহাতো বলেন, 'এবারে মহানন্দার চরে অতিরিক্ত বাজি ফাটছে। আমাদের সকলকেই এব্যাপারে সজাগ হতে হবে।' ১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক বললেন, 'সমস্যা মেটাতে প্রশাসনকে আরও উদ্যোগ নিতে হবে।' ঘুরেফিরে সবুজ বাজি বিক্রির বিষয় উঠল। নব বললেন, 'গোটা রাজ্যে ৯৯ শতাংশ বাজিই বাইরে থেকে আসে। যার ৯৫ শতাংশেরই কিউআর কোড কাজ করেনি। তাই সবুজ বাজি রাজ্যে কতটা ঢুকেছে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।'

ভরসন্ধ্যায় পুড়ছে বাজি। সোমবার। – সংবাদচিত্র

বাড়ছে ক্ষোভ

- রবিবার রাতভর শিলিগুড়িতে নিষিদ্ধ শব্দবাজির দাপট
- সেই দাপট অব্যাহত থাকল সোমবারও, বিপাকে অনেকেই
- বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছে ২০০-রও বেশি অভিযোগ জমা পড়ে
- প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই শব্দবাজির দাপট বাড়ছে
- ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলি

ডেঙ্গি নিয়ে জরুরি বৈঠক পুরনিগমে

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ডেঙ্গি ক্রমশই চোখ রাঙাচ্ছে। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। বেসরকারি হিসেবে ৫০০-রও বেশি আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে সোমবার ছুটির দিনেও শিলিগুড়ি পুরনিগমে স্বাস্থ্য আধিকারিদের নিয়ে মেয়র জরুরি বৈঠক করেন।

গতবারের মতো না হলেও শিলিগুড়িতে ডেঙ্গিতে প্রতিদিনই প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। সূত্রের খবর, রবিবার শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় আটজন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন, যার মধ্যে দুজন মহিলা। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষকে কীভাবে চলতে হবে তা নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফেও বেশ কিছু নির্দেশিকা রয়েছে। তবে বিরোধীদের অভিযোগ, ডেঙ্গিতে কত মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন তার সঠিক তথ্য পুরনিগম গোপন করে যাচ্ছে। মেয়র অবশ্য জানান, তথ্য গোপন করার কোনও রাস্তাই নেই। সমস্ত তথ্যই সরকারি ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়। এখানে কারচুপির কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এদিনের বৈঠকে মেয়রের পাশাপাশি ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র-পারিষদের সদস্যদের পাশাপাশি মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'যেভাবে বছরের প্রথম দিন থেকে ডেঙ্গি মোকাবিলায় আমরা কাজ করছি, সেই কাজ নিয়মিতভাবে চলবে। ছয়-সাতটি ওয়ার্ডে ডেঙ্গির প্রকোপ অনেকটা বেশি থাকলেও পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

> জ্বর হলে একদিনও অবহেলা করা উচিত নয়। কারও জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
>
> – **গৌতম দেব**
> *মেয়র, শিলিগুড়ি পুরনিগম*

গৌতমের পরামর্শ, 'জ্বর হলে একদিনও অবহেলা করা উচিত নয়। কারও জ্বর হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। চিকিৎসা বাড়িতে বসেও হতে পারে। চিকিৎসকরা যদি মনে করেন ডেঙ্গি পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, তবে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে। আমাদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র, হাসপাতালে চিকিৎসকদের থেকে পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।'

ছাদে আগুন

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : সোমবার সন্ধ্যায় আমতলা যুবক সমিতি সংলগ্ন একটি বাড়ির ছাদে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। আগুন লাগার পরে ওই বাড়িটি সংলগ্ন দুটি ফ্ল্যাট থেকে জল ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করা হয়। পরে দমকল এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওয়ার্ড কমিটির সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ বলেন, 'ওই বাড়িতে অনেকদিন ধরেই কেউ থাকেন না। আতশবাজি ট্রাসে এসে পড়ায় আগুন লাগতে পারে। তবে এলাকাবাসী, দমকল ও পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় আগুন কিছুক্ষণের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।' ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

রাস্তা সংস্কারে শহরে বরাদ্দ ২২ কোটি

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : ছটপুজোর পরই শিলিগুড়ি পুরনিগম শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করতে চলেছে। এজন্য রাজ্য সরকারের তরফে ইতিমধ্যেই ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রথম ধাপের এই টাকা পুরনিগমকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে পুরনিগমকে আরও ১৫ কোটি টাকা দেওয়া হবে। সেই টাকায় রাস্তা সংস্কারের কোন কোন কাজ করা হবে সে বিষয়ে ইতিমধ্যেই পুরনিগমে পরিকল্পনা সারা। ডিপিআর তৈরি হয়ে গেলে তা অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে।

মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'যে সমস্ত রাস্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও বেশি খারাপ হয়েছে, আগে সেগুলির সংস্কার কাজ করা হবে। এজেন্য ২২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। আমরাই বেশির ভাগ কাজ করব। এছাড়া কিছু কাজ করার জন্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে (এনবিডিডি) দেওয়া হয়েছে।'

বর্ষার পর শিলিগুড়ি শহরের বেশ কিছু রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। পুজোর আগে এই রাস্তাগুলির সংস্কারকাজ করা যায়নি। এই রাস্তাগুলিকে ঠিকমতো চিহ্নিত করে পরিকল্পনা করে ২২ কোটি টাকা অনুমোদনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়। এই টাকায় রাস্তা সংস্কারের পাশাপাশি জলনিকাশি সংক্রান্ত কিছু কাজও করা হবে। এই প্রস্তাবে রাজ্য সরকার সবুজ সংকেত দিয়েছে। বরাদ্দ মেলার পর ইতিমধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বেশ কয়েকটি টেন্ডার চূড়ান্ত হয়েছে। ছটপুজোর পরই ওই কাজগুলি শুরু হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যে ১৫ কোটি টাকার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে তার মধ্যে জলনিকাশি সংক্রান্ত কাজ বেশি থাকবে। সেইমতো সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে।

পুজো শেষেও আলো ঝলমল

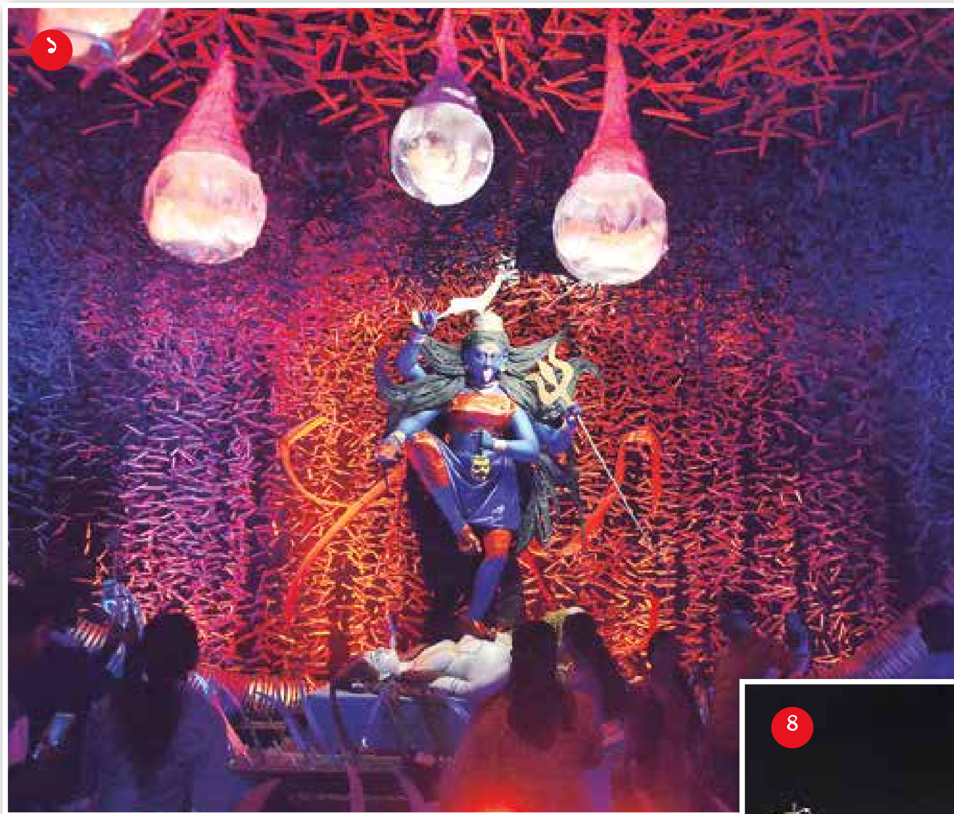

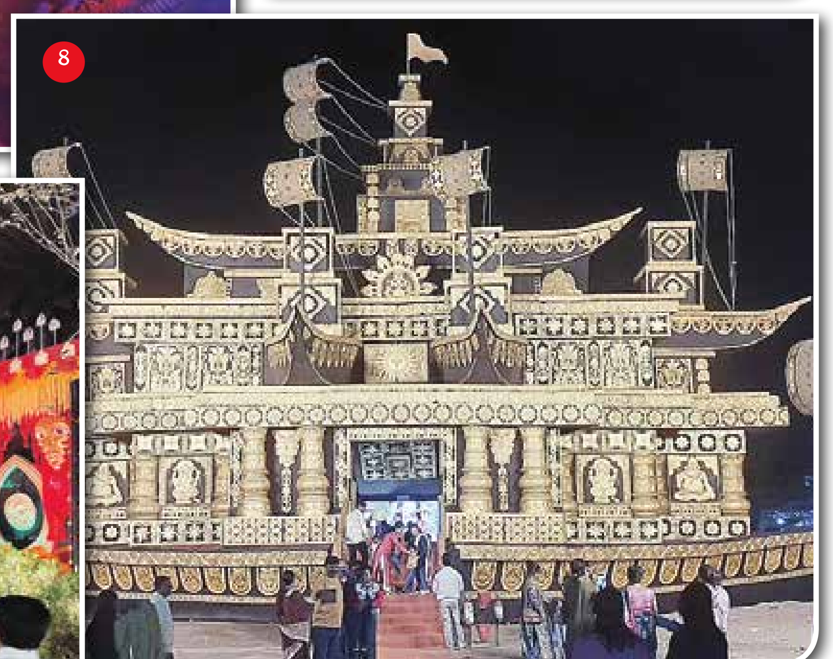

১) নব তরুণ সংঘের প্রতিমা (২) পাকুড়তলা যুবক সংঘের মণ্ডপের খণ্ডচিত্র (৩) সন্ধানী ক্লাবের দর্শনার্থীর ভিড় (৪) শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট পুজো কমিটির মণ্ডপসজ্জা। সোমবার ছবিগুলি তুলেছেন শান্তনু ভট্টাচার্য, তপন দাস ও সূত্রধর।

অপ্রশস্ত রাস্তা ও বিদ্যুতের তারে বিপত্তি

ল্যাডার ব্যবহারে সমস্যা দমকলে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : শহরের পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই বহুতলের সংখ্যা বাড়ছে। কিছু বহুতল তো রীতিমতো আকাশ ছুঁতে চাইছে। এই বহুতলগুলিতে আগুন লাগলে কী হবে, এই আশঙ্কা থেকেই শিলিগুড়ি দমকল একটি ল্যাডার পেয়েছিল। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে ৩০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য এই ল্যাডারটি অব্যবহৃত অবস্থায় মাটিগাড়ায় দমকলকেন্দ্রে পড়ে রয়েছে। গোটা উত্তরবঙ্গে এটিই দমকলের একমাত্র ল্যাডার।

বহুতলগুলিতে এখনও পর্যন্ত সেভাবে বড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটায় ল্যাডার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। তবে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও শিলিগুড়িতে এটি ব্যবহার করা যাবে না বলেই দমকলকর্মীদের ধারণা। কারণ, একদিকে শহরের রাস্তা যেমন অপ্রশস্ত তেমনই বিদ্যুতের তারে ল্যাডার আটকে যাওয়ার আশঙ্কা। শহরে মাটির তলা দিয়ে বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল সিস্টেম) পরিকল্পনা বহুদিনের। তবে তা আজও বাস্তবের মুখে দেখেনি। তাই সেভাবে বড়সড়ো কোনও অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দমকলকে কার্যত নিধিরাম সর্দার হয়েই থাকতে হবে বলে আশঙ্কা।

শিলিগুড়ি দমকলকেন্দ্রের ওসি ভাস্কর নাগ বললেন, 'শিলিগুড়ির মতো শহরের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল সিস্টেম প্রয়োজন। নইলে ল্যাডার হাতে থাকা সত্ত্বেও বড়সড়ো আগুনের ক্ষেত্রে তা কাজে লাগানো যাবে না। কয়েকটি জায়গায় রাস্তাও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সমস্যা সমাধানে প্রশাসন ভাবনাচিন্তা করবে বলে আমরা আশাবাদী।' রবিবার শহরে তিনটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মেয়র ওই রাতেই ঘটনাস্থলগুলি পরিদর্শনের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলেন। ভাইফোঁটা মিটলেই সামগ্রিক বিষয়গুলি নিয়ে তিনি বৈঠকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।

কালীপুজোর রাতে স্টেশন ফিডার রোড সংলগ্ন একটি বহুতলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। চারতলায় একটি ঘরে আগুন লাগার খবর পেয়ে দমকলের তিনটি ইঞ্জিন সেখানে ছুটে যায়। সিঁড়ি ব্যবহার করেই দমকলকর্মীরা ওই আগুন আয়ত্তে আনেন। আশপাশে আরও কয়েকটি বহুতল থাকায় আগুন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকে তাঁরা প্রথমে নজর দেন। ওই বহুতলগুলিতে আগুন লাগলে যে ল্যাডার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিত, তা দমকলকর্মীরা জানিয়েছেন। এক দমকলকর্মী অবশ্য বলেন, 'প্রয়োজন থাকলেও ল্যাডার ব্যবহার করা যাবে না। যেভাবে বিদ্যুতের তার চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে তাতে ল্যাডার ব্যবহার করা অসম্ভব।' রাস্তা চওড়া না থাকায় দমকলের ইঞ্জিন নিয়ে যেতেই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ল্যাডারের ক্ষেত্রে সমস্যাটা আরও বড় হয়ে দাঁড়াত বলেই দমকলকর্মীরা মনে করিয়ে দেন। সমস্যা মেটাতে রাস্তা চওড়া করার পাশাপাশি আন্ডারগ্রাউন্ড কেবল ব্যবস্থা একান্ত জরুরি বলে তাঁরা মনে করিয়ে দেন।

তাহলে বহুতল বা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সগুলিতে আগুন লাগলে কী হবে? দমকল সূত্রে খবর, সমস্যার কথা মাথায় রেখে বহুতল বা বাণিজ্যিক কমপ্লেক্সে নিজস্ব অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। জলাধার, আগুন নেভানোর জন্য জল সরবরাহের পাইপলাইন, ওয়াটার বক্স যাতে এমন বিল্ডিংগুলিতে থাকে, সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। দমকলের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে নির্মাণকাজ হলে প্রাথমিক কাজের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা হবে না। তাতে ক্ষতির পরিমাণ কমবে। কিন্তু অনেকেই সেদিকে নজর না দিয়ে বিপদ ডেকে আনেন।'

ব্যবস্থার দাবি

- জরুরি প্রয়োজনের জন্য শিলিগুড়ি দমকলকে দুই বছর আগে একটি ল্যাডার দেওয়া হয়েছিল
- বহুতলগুলিতে এখনও পর্যন্ত সেভাবে বড় অগ্নিকাণ্ড না ঘটায় ল্যাডার ব্যবহারের

প্রয়োজনীয়তা হয়নি

- ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেও শিলিগুড়িতে এটি ব্যবহার করা যাবে না বলেই দমকলকর্মীদের ধারণা
- শহরের রাস্তা যেমন অপ্রশস্ত তেমনই বিদ্যুতের তারে ল্যাডার আটকে যাওয়ার আশঙ্কা

ইসলামপুর পোস্ট অফিসে বেহাল পরিষেবা

ইসলামপুর, ১৩ নভেম্বর : একে বিল্ডিংয়ের বেহাল দশা। বাইরে-ভেতরে সব জায়গায় দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। জায়গায় জায়গায় দেওয়াল থেকে সিমেন্টের প্লাস্টার খসে পড়েছে। অন্যদিকে প্রায় পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে নতুন পাসবই পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া অভিযোগ, বেশিরভাগ সময়ই লিংক ফেলের সমস্যা দেখা যায়। এমনই একাধিক সমস্যায় জর্জরিত ইসলামপুর পোস্ট অফিস। দূরদূরান্ত থেকে আসা গ্রাহক এবং এজেন্টরা পোস্ট অফিসে এসে পর্যাপ্ত পরিষেবা না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পাসবই না থাকায় সাদা কাগজে প্রিন্ট করে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া পোস্ট অফিসের ভেতরের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল এবং ছাদের বেশ কিছু জায়গা থেকে প্লাস্টার খসে পড়ায় আতঙ্কের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে কর্মীদের।

তাপস দাস নামে এক গ্রাহক বলেন, 'পোস্ট অফিসে কাজ করতে এলে জীবন হাতে নিয়ে আসতে হয়। এছাড়া ঠিকঠাক পরিষেবা পাওয়া যায় না। ইসলামপুর পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার জেরোম মুর্মু সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, 'জুন মাস থেকে নতুন পাসবই আসেনি, তাই গ্রাহকদের দেওয়া যায়নি। এছাড়া বিল্ডিং মেরামত করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানানো হয়েছে।'

মণ্ডপে ভিড় সামলাতে মাথার ঘাম পায়ে

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : কালীপুজো একদিনের। রবিবারেই শেষ। তা বলে পুজোর মেজাজ তো আর একদিনে শেষ হওয়ার নয়। শনিবার আর রবিবারের ধারা বজায় রেখেই সোমবারেও ভিড় করে ঠাকুর দেখল শহর শিলিগুড়ি। ঘড়ির কাঁটায় রাত যত বেড়েছে, ততই রাস্তায় ভিড়ও বেড়েছে।

তখন সন্ধ্যারাত। স্বামীজি ক্লাবের মঞ্চ থেকে মাইকে করে ক্লাব কমিটির এক সদস্য বলে চলেছেন, 'প্যান্ডেলের ভেতর অযথা দাঁড়াবেন না। অসংখ্য মানুষ প্যান্ডেলের ভেতরে ঢোকার অপেক্ষা করছেন।' সামনের রাস্তায় তখন শুধুই মানুষের মাথা আর মাথা। জনপ্লাবন এতটাই যে কিছুটা দূরে

পাকুড়তলা যুবকবৃন্দের মণ্ডপে হঠাৎ করেই অন্ধকার হয়ে গেল। রাস্তায় অগণিত মানুষের ভিড় দেখিয়ে পুজো কমিটির সদস্য শিবম চক্রবর্তী বলেই বসলেন, 'মণ্ডপের ভেতর এতটা ভিড় হয়ে গিয়েছিল যে আমরা আর সামলাতে পারছিলাম না। তাই প্যান্ডেল বন্ধ করে দিয়েছিলাম।' নভেম্বরের হালকা হালকা শীতেও তখন ভিড় সামলাতে গিয়ে রীতিমতো ঘামছেন শিবম। দশ মিনিট পর অবশ্য মণ্ডপ আবার খোলা হল।

পাকুড়তলা যুবকবৃন্দের মণ্ডপের সামনে থেকেই দেখা যাচ্ছিল জিটিএস-এর গ্র্যান্ড লিসবোয়ার চূড়া। সেইসঙ্গে আলোর ঝলকানি। এবারে শহরে অন্যতম আকর্ষণীয় এই মণ্ডপে রাত বাড়ার সঙ্গে ভিড়ও যে বাড়বে, সেকথা বলাই বাহুল্য। সন্ধ্যা হতেই তাই চিলড্রেন্স পার্কের মোড় থেকে ওই রাস্তায় চার চাকা, দুই চাকার যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল পুলিশ-প্রশাসন। সেই রাস্তায় ঢুকতে না পেরে অনেকেই গাড়ি কোর্ট মোড়ের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। একসময় চিলড্রেন্স পার্ক থেকে কোর্ট মোড়ে যাওয়ার গোটা রাস্তাটাই যানজটে আটকে গিয়েছিল। তবে তাতেও উৎসাহ কমেনি শহরবাসীর। যানজটে আটকে থাকার মধ্যেই অনেককে বলতে শোনা গেল, 'ভিড় তো হবেই। শহরের মাঝখানেই যে শহরের অধিকাংশ বড় পুজো।'

আমরা সবাই সূর্য সেন স্পোর্টিং ক্লাবের মণ্ডপে দর্শনার্থীর ঢল। – শান্তনু ভট্টাচার্য

সোমবার সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় থাকা মন্দিরগুলোতে প্রসাদ নিতে লাইন দিয়েছিলেন শহরবাসী। আর বিকেল হতে না হতেই প্যান্ডেল হপিং। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যতই গভীর হল পুজোমণ্ডপগুলোতে ঢোকার লাইনও বড় হল। অলিগলিও ভরে উঠল বাইক, স্কুটির পার্কিংয়ে।

এদিন সন্ধ্যায় তরুণ সংঘের পুজোয় ঢোকার জন্য এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে প্রিয়াংকা বসাককে। কিছুটা ক্লান্ত হলেও মুখে হাসি নিয়ে প্রিয়াংকার উক্তি, 'যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে। তবে আজ সব বড় পুজো দেখেই ছাড়ব।' আনন্দময়ী কালীবাড়ির সাধারণ সম্পাদক ভাস্কর বিশ্বাস বলছিলেন, 'প্রথম দিকে একদম ফাঁকা ছিল। তবে সময় যতই এগিয়েছে খিচুড়ি প্রসাদ নেওয়ার ভিড়ও বেড়েছে।'

রেলের নজরদারি

উৎসবের মরশুমে ট্রেনে দাহ্য পদার্থ নিয়ে যাতায়াতের ওপর বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। কড়া নজর রাখা হচ্ছে স্টেশনগুলোয়। রেল জানিয়েছে, আইন ভাঙলে আর্থিক জরিমানা কিংবা কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

কাঁটাতার কেটে গোরু লুট ওপারের দুষ্কৃতীদের

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৩ নভেম্বর : সীমান্তের কাঁটাতার কেটে ভারতে প্রবেশ করে ২২টি গোরু চুরি করে পালাল বাংলাদেশী দুষ্কৃতীরা। সোমবার ভোররাতে রায়গঞ্জের ভাতুন পঞ্চায়েতের পরিয়াল বিওপি সীমান্তে এই ঘটনাকে ঘিরে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে আসেন বিএসএফের উচ্চপদস্থ কর্তারা। বিকেলে দুই দেশের ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর উত্তেজনা শান্ত হয়।

বিএসএফ সূত্রে খবর, এদিন সীমান্তে ৩০ জন বাংলাদেশি দুষ্কৃতী ঢুকে পড়ে। সীমান্ত লাগোয়া ধলগাঁও সহ একাধিক এলাকায় গোয়ালঘরে ঢুকে গোরু নিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। গ্রামবাসীদের চিৎকারে ছুটে আসে সীমান্ত রক্ষীরা। বাংলাদেশি দুষ্কৃতিদের লক্ষ্য করে পরপর নয় রাউন্ড গুলি চালানো হয়। যদিও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। কাঁটা তার কেটে নেওয়ার ঘটনায় এদিন বিকেল পাঁচটা নাগাদ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিএসএফের উচ্চ পদস্থ কর্তারা।

এবিষয়ে বিএসএফের ৭২ কমান্ডেন্ট সন্তোষ কুমার জানালেন, 'ভারতের সীমান্তবর্তী কাঁটাতার কেটে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে গোরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। বাংলাদেশি কিছু দুষ্কৃতির নাম পাওয়া গিয়েছে। তদন্তের খাতিরে এর থেকে বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়।'

ধলগাঁওয়ের বাসিন্দা জলিল মহম্মদ বলেন, 'আমার গোয়ালঘর থেকে পাঁচটি গোরু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। নিয়ে যাওয়ার সময় পিছনে ধাওয়া করেছি কিন্তু বাংলাদেশী দুষ্কৃতীদের হাতে ধারাল অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাই বেশি দূর যেতে পারিনি। প্রতিরোধ গড়ে তুললে আমাকে ও আমার পরিবারকে খুন হতে হত।'

> আমার গোয়াল থেকে পাঁচটি গোরু চুরি করে নিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। নিয়ে যাওয়ার সময় পিছনে ধাওয়া করেছি কিন্তু বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের হাতে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাই বেশি দূর যেতে পারিনি। বাধা দিলে আমাকে ও আমার পরিবারকে খুন করে দিত।
>
> –জলিল মহম্মদ
> *ধলগাঁওয়ের বাসিন্দা*

বিএসএফের এক অধিকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এই সীমান্তে ৬ কোম্পানির সীমান্তরক্ষী পাহাড়ার কাজে নিযুক্ত। তাঁদের মধ্যে চার কোম্পানি বিধানসভা ভোটের জন্য ভিনরাজ্যে রয়েছে। দুই কোম্পানির সীমান্ত রক্ষী পাহাড়ায় রয়েছেন। আগে ১০০ মিটার দূরে দূরে একজন করে সীমান্ত রক্ষী থাকত, কিন্তু দুই কোম্পানি থাকায় ৯০০ মিটার অন্তর সীমান্তরক্ষী রাখা হয়েছে। কম সংখ্যক সীমান্তরক্ষী থাকার ফলে এমন ঘটনা বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পুজোয় ছাগবলি

কিশনগঞ্জ, ১৩ নভেম্বর : রবিবার রাতে কিশনগঞ্জ শহরের লাইনপাড়ার বুড়ি কালীবাড়ির ১২১ বছরের কার্তিকী অমানিশার বার্ষিক পুজো সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। ৫০টির বেশি ছাগবলি দেওয়া হয়েছে বলে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। রাতে মন্দির চত্বরে স্থানীয় ও বহিরাগত ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে। সোমবারও এখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়।

শোরুমে অগ্নিকাণ্ড

কানকি, ১৩ নভেম্বর : সোমবার বিকেলে চাকুলিয়া থানার কানকি এলাকায় একটি ইলেক্ট্রনিক্স শোরুমে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ডালখোলা থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। অভিযোগ, তার আগেই লক্ষাধিক টাকার জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে আগুন কীভাবে লাগল তা কেউ বলতে পারছে না। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে।

রেলের সাফল্য

কোচবিহার, ১৩ নভেম্বর : রেল সুরক্ষা বাহিনী বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশন থেকে ৬২৩ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করেছে। তারমধ্যে ৪২৭ জন ছেলে এবং ১৯৬ জন মেয়ে রয়েছে। এর সঙ্গে মানব পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এই জানুয়ারি থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত পরিসংখ্যান এতে আছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে কর্তৃপক্ষ এই খবর জানিয়েছে।

ছোট ভাইকে

প্রথম পাতার পর

তাদের কী হবে সে বিষয়ে কারও কাছে পরিষ্কার কোনও উত্তর নেই।

স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় মিশ্র বললেন, 'সেদিনের কথা মনে পড়লে খুবই কষ্ট লাগে। তিন ভাই সেদিন বারে বারেই মূর্ছা যাচ্ছিল। সেদিন থেকে কালীপুজোর পরের দিন ওদের প্রতিবারই খুব ভেঙে পড়তে দেখি।' ঘটনার পর থেকে বন দপ্তরের তরফে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেওয়া হলেও সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক বাড়িতে গিয়ে ওই তিন নাবালকের কোনও খোঁজ নেননি বলে অভিযোগ। প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কোনও সাহায্য করেনি বলেই অভিযোগ রয়েছে। বন দপ্তর অবশ্য জানিয়েছে, গাওনার তিন সন্তান নাবালক হওয়ায় ক্ষতিপূরণের টাকা তাদের হাতে তুলে দেওয়া যায়নি। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের রামশাই মোবাইল স্কোয়াডের রেঞ্জ অফিসার প্রদ্যুৎ দে সরকার বললেন, 'ওই তিন নাবালকের বড়জন সাবালক হলেই তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ক্ষতিপূরণের টাকা দিয়ে দেওয়া হবে।'

তুঁতবাগানে আগুন

বেলাকোবা, ১৩ নভেম্বর : সোমবার রাজগঞ্জের পানিকৌরি অঞ্চলের সহোদেইপাড়ায় একটি তুঁতবাগানে হঠাৎ আগুন লাগলে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই বাগানটি থেকে রেশমের গুটিপোকা তৈরি হয়। এলাকার বাসিন্দা প্রবীরকুমার বিশ্বাস জানান, এদিন বেলা ৫টা নাগাদ হঠাৎই এই বাগানে আগুন লাগে।

আগুনের শিখা প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতা পর্যন্ত উঠে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কী কারণে ঘটনাটি ঘটল তা রাজগঞ্জ থানার পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

উত্তরে তৃণমূলে সাংগঠনিক বদল সামান্যই

পাপিয়া-অলোক পুরোনো দায়িত্বেই

নিউজ ব্যুরো

১৩ নভেম্বর : লোকসভা ভোটের গা ঘেঁষে জেলা সংগঠনে রদবদল করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজ্যের ৩৫টি সাংগঠনিক জেলার সংগঠনে সভাপতি ও চেয়ারম্যান পদাধিকারীদের নামের একটি তালিকা তৃণমূলের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে সোমবার। উত্তর দিনাজপুর থেকে দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে কিন্তু বিশেষ রদবদল করতে দেখা যায়নি। যেটুকু বদল, তা হয়েছে কেবল আলিপুরদুয়ার জেলাতেই। তাও আবার একটি মাত্র পদে। সেখানে দলের জেলা চেয়ারম্যান পদ থেকে মৃদুল গোস্বামীকে সরিয়ে সেই জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে বিজেপি থেকে দলে আসা গঙ্গাপ্রসাদ শর্মাকে। বাকি কোচবিহারে অভিজিৎ দে ভৌমিক-গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, জলপাইগুড়িতে মহুয়া গোপ-খগেশ্বর রায়, দার্জিলিং সমতলে পাপিয়া ঘোষ-অলোক চক্রবর্তী, দার্জিলিং পাহাড়ে শান্তা ছেত্রী-এলবি রাই ও উত্তর দিনাজপুরে কানাইয়ালাল আগরওয়াল-শচীন সিংহ রায়কেই পদে বহাল রেখেছে দলের রাজ্য নেতৃত্ব।

যেহেতু একমাত্র পরিবর্তন আলিপুরদুয়ারে, তাও আবার পোড়খাওয়া মৃদুলকে সরিয়ে বিজেপি থেকে আসা গঙ্গাকে পদ দেওয়া হয়েছে, তাই রাজনৈতিক মহলে যা কিছু জল্পনা চলছে, সবই আলিপুরদুয়ারকেন্দ্রিক। মৃদুলকে জেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরালেও তাঁকে অবশ্য রাজ্য সম্পাদকের পদ দেওয়া হয়েছে। আর জেলা সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে প্রকাশ চিকবড়াইককেই। গত কয়েক মাস ধরেই দলের জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লাগাতার মুখ খুলছিলেন মৃদুল। এই রদবদল কি তারই ফলাফল? তা নিয়ে প্রকাশ কোনও মন্তব্য করেননি। তাঁর কথায়, 'দলের কোথাও কোনও বিরোধ নেই।'

এদিনের তালিকা ঘোষণার পর মৃদুলের অনুগামীরা হতাশ। আর মৃদুল নিজে? তিনি কেবল বলেন, 'দলের একজন সৈনিক হিসেবে কাজ করে আসছি। আগামীদিনেও দলের একজন সৈনিক হিসেবেই দলের কাজ করে যাব।'

তবে লোকসভা ভোটের একেবারে গা ঘেঁষে চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব পাওয়াটা কিন্তু গঙ্গার পক্ষেও খুব একটা সহজ হবে না। বলছে রাজনৈতিক মহল। আর প্রকাশের সুরে সুর মিলিয়ে গঙ্গার কথায়, 'দলের নেতা-কর্মী সবাইকে নিয়ে ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে সাফল্য ছিনিয়ে আনাটাই আমাদের প্রধান কাজ।'

আলিপুরদুয়ারের প্রতিবেশী কোচবিহার জেলায় দলের মধ্যে গোষ্ঠীবাজি কোনও গোপন ব্যাপার নয়। একটা সময় তো ৩ বছরের ব্যবধানে ৫ জন জেলা সভাপতি দেখেছিল দলের সংগঠন। এবার অভিজিৎ ওরফে হিপ্পি ও গিরীনকে না সরিয়ে দলের বার্তাটা খুব স্পষ্ট, লোকসভা ভোটের আগে এই দুজনের উপরই ভরসা করছে নেতৃত্ব।

একসময় নতুন জেলা সভাপতি হিপ্পির নেতৃত্বে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দলের ভালো ফলাফল করা নিয়ে যথেষ্টই সন্দিহান ছিল ঘাসফুলের রাজ্য নেতৃত্ব। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থী ঠিক করা থেকে শুরু করে নির্বাচন পরিচালনার সমস্ত পরিকল্পনা প্রায় একার হাতে করে সাফল্য এনে

দিয়েছেন তিনি। পদে বহাল থাকাটা তারই স্বীকৃতি বলে মনে করা হচ্ছে। এদিকে হিপ্পির কথায়, 'সব নেতা-কর্মীদের বলব মাটি আরও শক্ত করে কামড়ে ধরুন। সামনে বড় লড়াই রয়েছে।'

আর আত্মবিশ্বাসী চেয়ারম্যান গিরিন বলছেন, 'দল আমার ও হিপ্পির উপর আস্থা রেখেছে। কারণ আমরা পুরসভা ও বিধানসভা উপনির্বাচনে জিতেছি। পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছি।'

একই ছবি জলপাইগুড়ি জেলাতেও। সেখানে ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে জয়লাভের পর উইনিং কম্বিনেশন ভাঙতে চায়নি দল। পদে থাকলেন মহুয়া ও খগেশ্বরই। যদিও তৃণমূলের অন্দরমহলেই জল্পনা ছিল, এবার হয়তো জেলা সংগঠনে রদবদল হবে। এমনকি দলীয় বিজয়া সম্মিলনিতে জেলা সভাপতি মহুয়াকে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'দায়িত্বে থাকি বা না থাকি দলকে নিজের মতো করে সাজিয়ে তোলার কাজ চালিয়ে যাব।' তবে শেষমেশ তেমনটা হয়নি।

বিজেপির দখলে থাকা ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে দলকে জিতিয়ে আনার চ্যালেঞ্জ মহুয়া ও খগেশ্বরের কাছে ছিল অ্যাসিড টেস্ট। তাতে তাঁরা পরিশ্রম করেছেন। ফলও পেয়েছেন। সেই টিমগেমেই ভরসা রাখছে দল। এদিন মহুয়া বলেন, 'আমার উপর দল আস্থা রেখেছে। এবার জলপাইগুড়ি লোকসভা আসন তৃণমূল পাচ্ছেই ধরে রাখুন।' আর নিজের বয়সের কথা মনে করিয়ে দিয়ে খগেশ্বরের প্রতিক্রিয়া, 'আরও অক্সিজেন নিয়ে লোকসভা ভোটের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়াই একমাত্র লক্ষ্য।'

কোচবিহারের রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মেয়ে পাপিয়াকে যখন শিলিগুড়ি সমতলের সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তখন অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে পাপিয়ার কাজে যে দল খুশি, তা বুঝিয়ে দিয়েছে আবার তাঁকেই দায়িত্ব দিয়ে। আর দলের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে পাপিয়া এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

এদিকে, উত্তর দিনাজপুরে কানাইয়াকে ফের জেলা সভাপতির পদে রাখায় আগামী লোকসভা ভোটের প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের অন্দরে।

আগে তো দলের একাংশ বলছিল, টানা প্রায় পাঁচ বছর জেলা সভাপতি পদে রেখে দেওয়ার পর, লোকসভা ভোটের প্রার্থীপদের প্রবল দাবিদার হিসেবে শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে কানাইয়ার পাল্লা ভারী। কিন্তু এদিন তাঁকে সেই পদেই রেখে দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে, তাহলে কি প্রার্থীপদে অন্য কোনও মুখের কথা ভাবছে দল?

কানাইয়া অবশ্য এসব নিয়ে মন্তব্য করেননি। তাঁর কথায়, 'দিদি ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক যখন যা দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালন করতে পিছপা হইনি। আগামীতেও জেলায় তৃণমূলের শক্তিবৃদ্ধি করতে কসুর করব না।' আর লোকসভা ভোটে প্রার্থীর প্রশ্নে কানাইয়ার জবাব, 'এবিষয়ে দলের সিদ্ধান্তই শেষ কথা।'

আলোকের এই ঝর্নাধারায়... *সোমবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।*

দীপাবলি যেন ম্লান দুই শহিদের পরিবারে

নাগরাকাটা, ১৩ নভেম্বর : পুজোর সময় দুজনই নিয়ম করে বাড়ি ফিরতেন। কর্মস্থলে ফিরতেন একেবারে দীপাবলির শেষে। হইহুল্লোড় আর বাড়ির লোকেদের সঙ্গেই কেটে যেত গোটা একটা মাস। সুখানি বস্তির মহাদেব মিঞ্জের ওই রুটিন থেমে গিয়েছে ১১ বছর আগে। অন্যদিকে, মংরুপাড়ার শংকর ছেত্রীও না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার সময় বছর ফুরিয়েছে। নাগরাকাটার ওই দুই শহিদ পরিবারে তাই দীপাবলির রোশনাই ফিকে। নিজেদের স্বামীর স্ট্যাচু কিংবা ফোটোর সামনে মোমবাতি জ্বেলে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেই আলোর উৎসব উদযাপন করেছেন মহাদেবের স্ত্রী সিমলা ও শংকরের সহধর্মিণী পুনম।

বাবার স্বপ্ন ছেলেমেয়েরাই পূরণ করবে এমন আকাঙ্ক্ষাকে বুকে চেপে রেখে এখন জীবন সংগ্রামের লড়াইয়ে ওই দুই শহিদ ঘরনি। সিমলার স্বামী মহাদেব প্রয়াত হন ২০১২'র ১৯ সেপ্টেম্বর। আর পুনমের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে গত বছরের ২৯ জুলাই। মহাদেব মাওবাদী আক্রমণের বলি। ওই সিআরপিএফ জওয়ানের পোস্টিং ছিল ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলার গোর্খাতে। সেদিন বাহিনীর র‍্যাশন সামগ্রী নিয়ে কপ্টার নামার একটি অস্থায়ী হেলিপ্যাড পাহারার দায়িত্বে ছিলেন তিনি। তাঁকে ঝাঁঝরা করে দেয় মাওবাদীদের গুলি।

অন্যদিকে, মণিপুরের নানে জেলায় বিধ্বংসী ধসে শহিদ হন টেরিটোরিয়াল আর্মির ইনফেন্টি ব্যাটালিয়নের জওয়ান শংকরের।

সিমলার দুই পুত্র। বড় ছেলে কুণাল কমার্সে স্নাতকোত্তরের চৌকাঠ পেরিয়ে এখন প্রতিযোগিতামূলক চাকরির পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। ছোট ছেলে নিশান্ত বিবিএ কোর্সের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। এদিন সন্ধ্যায় সিমলা ও কুণাল নাগরাকাটায় মহাদেব মিঞ্জের আবক্ষমূর্তির সামনে এসে মোমবাতি জ্বেলে যান। ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। সিমলা বলেন, '১১ বছর ধরে মহাদেব আর বাড়ি আসে না। সেটা কখনোই হবে না বলে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি। অভিভাবক ছাড়া জীবনের লড়াইটা যে কতটা কঠিন তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বুঝতে পারবেন। গর্ব একটাই তিনি দেশের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েছিলেন। এখন দুই ছেলে প্রতিষ্ঠিত হলেই স্বামীর স্বপ্ন পূরণ হবে।'

মংরুপাড়ার বাসিন্দা শংকরের পরিবারটি তেমন সচ্ছল নয়। তিন ভাইয়ের মধ্যে সেই সবচেয়ে ছোট ছিলেন। তাঁর দুই দাদা কাজি ও বিষ্ণু রুটিরুজির জন্য ভিনরাজ্যে থাকেন। বাবা ধোজবাহাদুর ও মা কৌশিলা দুজনেই বয়সের ভারে ন্যুব্জ। সিহানা নামে শংকরের ৫ বছরের এক কন্যা রয়েছে।

সাফারি পার্কে জু ফেস্টিভাল

শিলিগুড়ি, ১৩ নভেম্বর : উৎসবের মরশুমে পর্যটক টানতে তিনদিনের জু ফেস্টিভাল করছে শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্ক। ১২ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে এই উৎসব। চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত। উৎসব চলাকালীন ১২ বছর পর্যন্ত বয়সিদের বিনামূল্যে পার্কে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে সাফারি কর্তৃপক্ষ। প্রতিদিন জু ফেস্টিভালে কী হচ্ছে, সেই সমস্ত বিষয় ফলাও করে তুলে ধরা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। তবে সাফারি পার্কের ডিরেক্টরকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

সোমবার পার্কে ছেলেকে নিয়ে ঘুরতে এসেছিলেন সুকনার বাসিন্দা শর্মিলা ছেত্রী। তাঁর কথায়, 'পার্কে ঢোকার মুখে শুনলাম ফেস্টিভাল চলছে। তাই বাচ্চার নাম রেজিস্ট্রেশন করালাম। অনেক শিক্ষামূলক বিষয় ছিল এই ফেস্টিভালে। তাই অংশগ্রহণ করিয়েছি।'

গ্রিন দীপাবলির বার্তা দিতে বেঙ্গল সাফারি পার্কে তিনদিনব্যাপী জু ফেস্টিভালের আয়োজন করা হয়েছে। ফেস্টিভালে যারা অংশ নিচ্ছে তাদের এলাকা ঘুরিয়ে দেখানোর পাশাপাশি বন্যপ্রাণের ওপর তৈরি বিভিন্ন সিনেমা দেখানো হচ্ছে। থাকছে কুইজ। প্রথম দিন বাচ্চাদের গাড়িতে করে পার্কের বিভিন্ন সাফারিতে ঘোরানো হয়েছে। গত দু'দিনে একশোরও বেশি কিশোর-কিশোরী এই ফেস্টিভালে অংশ নিয়েছে।

ওয়াংখেড়ের মূল আকর্ষণ ডেভিড বেকহ্যাম

প্রথম পাতার পর

বুধবারের ওয়াংখেড়ে মহারণে তিনি মূল আকর্ষণ হিসেবে হাজির হতে চলেছেন।

ফুটবল কিংবদন্তি বেকহ্যামের ক্রিকেটের প্রতি কতটা আগ্রহ, আকর্ষণ রয়েছে, স্পষ্ট নয়। কিন্তু ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তিনি বুধবার ওয়াংখেড়েতে হাজির হয়ে ক্রিকেট দেবতা শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে চ্যাট শো করবেন বলে খবর। শুধু তাই নয়, খেলা শুরুর আগে অথবা ম্যাচের বিরতিতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইউনিসেফের তরফে বাছাই করা কয়েকজন খুদের সঙ্গে ফুটবলও খেলতে পারেন বলে খবর। মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক প্রতিনিধির কথায়, 'বেকহ্যাম বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে হাজির থাকছেন। ওঁকে নিয়ে নানা পরিকল্পনা রয়েছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কী হয়।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড ফুটবল দলের অধিনায়ক বেকহ্যামের সামনে রোহিতের ভারত কেমন পারফর্ম করবে, ৯-এ ৯-এর ছন্দ সেমিফাইনালেও বজায় থাকবে কি না, বুধবারই জানা যাবে। সেমিফাইনালে ওঠার জন্য ভারতীয় দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী শুটার অভিনব বিন্দ্রা। সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'ভারত চলতি বিশ্বকাপে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছে। সেমিফাইনালে নামার আগে হয়তো ওদের কোনও টিপস দরকার নেই। তবুও বলছি, চাপ বিষয়টি অনেকটা বিকেলের রোদে ছায়ার মতো। দেখতে বড় লাগে। কিন্তু সেটা ক্রিকেট বলের থেকে ভারী হয় না। তাই চাপ থেকে পালানোর প্রয়োজন নেই। বরং এটাকে জড়িয়ে ধরুন, হাত মেলান। চাপে পড়লে মাথা ঠাণ্ডা রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করুন।'

এদিকে, আজ বিকেলের দিকে বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বই পৌঁছানোর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওয়াংখেড়েতে হাজির হলেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ রাহুল দ্রাবিড়। স্থানীয় কিউরেটরের সঙ্গে দীর্ঘসময় মাঠের ধারে কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। জানা গিয়েছে, দিন কয়েক আগেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচে যে পিচে খেলেছিল টিম ইন্ডিয়া, সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচে তার তুলনায় ভিন্ন পিচ চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দলের পরিসংখ্যান বেশ ভালো। বছরখানেক আগে কিউয়ি স্পিনার আজাজ প্যাটেল এই মাঠেই দশ উইকেট নিয়েছিলেন। তাছাড়া ওয়াংখেড়ের বাউন্ডারি দেশের অন্যান্য মাঠের তুলনায় ছোট। তাছাড়া ওয়াংখেড়ের বাইশ গজে অতিরিক্ত বাউন্সও রয়েছে। এমন সম্ভাবনার কারণেই ভারতীয় দল ওয়াংখেড়েতে ঘূর্ণি উইকেট চাইছে বলে খবর। রাতের দিকে ভারতীয় দলের একটি সূত্র মারফত এমন তথ্য সামনে এলেও এই ব্যাপারে কারও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

২০১৯ সালে বিলেত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছেই হারতে হয়েছিল বিরাট কোহলির ভারতকে। সেই ম্যাচের পর চার বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু বিশ্বকাপের আসরে এখনও নিউজিল্যান্ড ভারতের 'গাঁট' হয়ে রয়েছে। বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এবার ছবিটা বদলাবে কি না, সময় বলবে। তার আগে টিম ইন্ডিয়া আপাতত ফুরফুরে মেজাজে। গতকাল রাতে বেঙ্গালুরুতে নেদারল্যান্ডসকে উড়িয়ে দেওয়ার পর মিক্সড জোনে হাজির হয়ে কুলদীপ যাদব বলেছিলেন, '২০১৯ সালের সেমিফাইনাল চার বছর আগের ঘটনা। তারপর আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে বহু ম্যাচ খেলেছি। তাই অতীত নিয়ে বেশি না ভেবে আমরা সামনে তাকাতে চাইছি। ছন্দ ধরে রাখাই এখন আমাদের মূল চ্যালেঞ্জ।'

ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে নিউজিল্যান্ড ম্যাচে হারের পর অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটেও অনেক বদল হয়েছে। চলতি বিশ্বকাপের আসরে ভিন্ন টিম ইন্ডিয়াকে দেখা যাচ্ছে। এমন অবস্থার মধ্যে কুলদীপ স্বীকার করে নিয়েছেন, 'ওয়াংখেড়ের পিচের চ্যালেঞ্জ সামলানো সহজ হবে না।' কিংবদন্তি বেকহ্যামের সামনে তাহলে কি চাপে পড়তে চলেছে টিম ইন্ডিয়া?

জবাব মিলবে বুধবারই।

মহুয়ায় আস্থা, অনুব্রতের পদে কোপ

প্রথম পাতার পর

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগ ও এথিকস কমিটির তৎপরতা এতদিন একাই সামলেছেন মহুয়া মৈত্র। তৃণমূল নেতৃত্ব তাই চেয়েছিল। জানিয়েছিল, অভিযোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার দায় এককভাবে তাঁরই। তাতে জল্পনা ছিল, কৃষ্ণনগরের সাংসদকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার তৃণমূলের জেলাওয়াড়ি রদবদলের তালিকা সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিল।

গত কয়েকদিন জাতীয় ক্ষেত্রে প্রচুর প্রচার পেয়েছেন মহুয়া। তাতে নেতিবাচক মশলাও কম ছিল না। কিন্তু সোমবার দল পাশে আছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ায় তিনি আরও বেশি প্রচারের আলোয় চলে এলেন। যদিও এথিকস কমিটির সুপারিশের বিরুদ্ধে মহুয়া একাই লড়াই করার জন্য যথেষ্ট বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কয়েকদিন আগের মন্তব্যে তৃণমূলের পাশে থাকার আভাস ছিলই। স্বভাবতই সোমবারের সিদ্ধান্ত মহুয়াকে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলল।

জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার খবর পেয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে মহুয়া লেখেন, 'কৃষ্ণনগরের মানুষের জন্য আমি কাজ করে যাব।' কয়েকদিন আগে তিনি বলেছিলেন, লোকসভায় তাঁর সম্পর্কে যে পদক্ষেপই করা হোক না কেন, ২০২৪ সালে তিনি আবার কৃষ্ণনগরে প্রার্থী হবেন এবং আরও বেশি ভোটে জিতবেন। জেলা সভাপতির দায়িত্ব দিলেও কৃষ্ণনগরে তাঁকে প্রার্থী করার ঘোষণা কিন্তু তৃণমূল করেনি।

মনে করা হচ্ছে, বিভিন্ন বিরোধী দল যেভাবে মহুয়ার পাশে দাঁড়াচ্ছিল, তাতে তৃণমূল দূরত্ব তৈরি করলে ভিন্ন বার্তা যেত। তাছাড়া নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ থাকলেও কৃষ্ণনগরে নীচুতলার দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ মাথায় রেখেছে দলীয় নেতৃত্ব। সেক্ষেত্রে কোনও কারণে প্রার্থী অন্য কেউ হলেও তাঁকে জেতানোর দায়িত্ব মহুয়ার ওপরেই থাকবে।

তৃণমূলের অন্যতম সাংসদ শান্তনু সেন বলেন, 'দল কখনও বলেনি যে মহুয়া মৈত্রর পাশে নেই।' দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'দল কখন কীভাবে কোন নেতাকে ব্যবহার করবে, সে সম্পর্কে দল সিদ্ধান্ত নেয়। মহুয়া যোগ্য নেত্রী। তাই দল তাঁকে সভাপতি পদে বসিয়েছে।' ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন করার অভিযোগ ওঠার পর কংগ্রেস মহুয়ার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। রাহুল গান্ধি, অধীর চৌধুরীরা বিবৃতি দিয়েছিলেন বিজেপিকে তুলোধোনা করে। তাতে প্রচার ছিল, মহুয়া তাঁর পুরোনো দল কংগ্রেসে ফিরতে পারেন। জেলা সভাপতি পদে বসিয়ে দল বার্তা দিল, তাঁর গুরুত্ব মোটেও কমেনি।

বীরভূমে জেলা কমিটির চেয়ারম্যান পদে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসানো হলেও জেলার রাজনীতিতে অনুব্রতর বিরোধী গোষ্ঠীর নেতা বলে পরিচিত কাজল শেখের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হল। কাজল বলেন, 'দল আমাকে যখন যা দায়িত্ব দিয়েছে, তা পালন করেছি। এখন কোর কমিটি জেলা দেখবে বলে দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কোর কমিটিতে আলোচনা করেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

কুন্তলরা ব্যস্ত কাজে

প্রথম পাতার পর

বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পরের দিন উঠতে উঠতে অনেক বেলা হয়ে যায়। তারপর বিকাল থেকেই তো আবার কাজ।' ঠাকুর দেখব কখন? প্রশ্ন তাদের।

এমনই আরেক কিশোর সমীর বলে, 'গতবছর কাজ করতাম না। তাই গতবার বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলাম। এবার বন্ধুরা তো আমাকে ছাড়াই বেরিয়েছে।'

আঠারো বছরের কম বয়স হলেই নাবালক। আর নাবালককে দিয়ে কোনও কাজ তো করানো যায় না। এমনটা আইন বলছে। আর বাস্তব কী বলছে? রেস্তোরাঁর মালিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই শিশুশ্রমিক নিয়েই। জানালেন, 'কুন্তলের এক কাকা ওকে এই জায়গায় কাজ করার জন্য দিয়ে গিয়েছে। ওর উপার্জনের টাকা দিয়েই সংসার চলছে। এতে ওর উপকারই হচ্ছে।'

কুন্তল বা সমীররা কিন্তু কোনও ব্যতিক্রম নয়। আলিপুরদুয়ার শহর বা শহর সংলগ্ন এলাকায় ঘুরলে এই রকম অনেক নাবালককেই দেখা যাবে, যাদের শৈশব হারিয়ে গিয়েছে সংসারের চাপে। দায়িত্বের ভারে। কুন্তলের মতো আরেক কিশোরের দেখা পাওয়া গেল শহরের নিউটাউন এলাকার এক বিরিয়ানির দোকানে। বছর তেরোর সেই কিশোরের নাম সমীর। স্কুলে পড়াশোনা করত। এখন কাজ করে। সেই দোকানে ওর কাজ হল টেবিলে টেবিলে জলের বোতল এগিয়ে দেওয়া, স্যালাড প্যাক করে দেওয়া ইত্যাদি। কুন্তলের মতো সমীরও দুর্গাপুজোর সময় ওই দোকানে কাজে ঢুকেছে। ওর বাড়িতেও আর্থিক সমস্যা। ঠাকুর দেখতে যাওয়ার কথা ভাববে কী! সমীরের মাথায় অন্য চিন্তা। সে ভাবছে, 'পুজো হয়ে গেলে তো দোকানে ভিড় কমে যাবে। আমাকে তখন মালিক রাখবে তো?'

মঙ্গলবার ১৪ নভেম্বর। অর্থাৎ শিশু দিবস। এই কুন্তল-সমীররা কি শিশু দিবসের মাহাত্ম্য জানেন? সমীর তো বলল স্কুলে নাকি শুনেছে শিশু দিবসের কথা। তবে ওর মনে একটা ধন্দ আছে। তাই প্রশ্নটাও করেই ফেলে। 'আমার বয়স তো তেরো বছর। আমি কি শিশু?'

আবহাওয়া
মঙ্গলবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি.সে.)
কলকাতা	৩১.০	২১.০
শিলিগুড়ি	৩১.০	১৬.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	১৫.০
কোচবিহার	৩০.০	১৪.০
আলিপুরদুয়ার	৩০.০	১৪.০
মালদা	৩০.০	১৭.০
রায়গঞ্জ	৩০.০	১৬.০
গ্যাংটক	২২.০	১০.০

তোতা এখন নেকড়ে

প্রথম পাতার পর

তারপর হয় সিবিআই, নয় ইডি কিংবা আইটিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়।

বছর ঘুরলে লোকসভার যুদ্ধ। তাই এখন সাজোসাজো রব। বিরোধীরা সুপ্রিম কোর্টে বলেছে, সিবিআই বা ইডি এখন যতজনের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে, তার ৯৫ ভাগ বিরোধী নেতা। কোনও না কোনও অভিযোগে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, সব রাজ্যের নেতারা তাদের টার্গেটে। একসময় সিবিআইকে বিজেপি বলত, কংগ্রেস ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন। সিবিআইয়ের সঙ্গে ইডি, আইটিকে জুড়ে বলত 'জামাই ত্রিমূর্তি'। সেই বিজেপি এখন এই তিন সংস্থাকে কীভাবে চালাচ্ছে, দেখছে দেশের লোক।

কীভাবে বিজেপির নেতাদের কথায় তদন্ত চলছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে মানুষ। কবে কোথায় কার বাড়িতে হানা দেওয়া হবে, তা আগাম জানিয়ে দিচ্ছেন পদ্ম শিবিরের নকড়া-ছকড়া'র নেতারাও। কেউ আবার আগাম তারিখ ঘোষণা করে দিচ্ছেন। তারপর সিবিআই, ইডি'র 'সূত্র' রোজ নানারকম মুখরোচক খবর দিচ্ছে আর তা নিয়ে বেশ কয়েকদিন চ্যানেল, কাগজ বোঝাই থাকছে।

ভোট যত এগোচ্ছে, তত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে হানা। বাড়ছে বিজেপির প্রচার। অবস্থা এমন যে, মধ্যপ্রদেশে বিজেপির পঞ্চায়েতমন্ত্রী মহেন্দ্র সিং সিসোদিয়া প্রকাশ্যে কংগ্রেস নেতাদের বলেছেন, বিজেপিতে না এলে তাঁদের বুলডোজারের মুখে পড়তে হবে। বিরোধী জোট ছেড়ে আবার এনডিএ-তে ফিরে যাওয়ার পর জেডিএস(এস) নেতা এইচডি কুমারস্বামী কংগ্রেসের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারকে শাসিয়েছেন, তিহার জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি হোন।

এ রাজ্যে উঠতে বসতে কারা বিরোধীদের শাসাচ্ছে, তাও দেখতে পাচ্ছেন সবাই। বিশেষ কোনও অভিযোগ ছাড়া অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে যদি জেলে যেতে হয়, তাহলে কোনও মুখ্যমন্ত্রীই নিরাপদ নন বলে মনে করছেন অনেকে। এরপর এমকে স্ট্যালিন, অখিলেশ যাদব, তেজস্বীপ্রতাপ, উদ্ধব ঠাকারে প্রমুখ কেউ নিরাপদ নন। যার তার বিরুদ্ধে মামলা করে ফাঁসিয়ে দিতে পারে ইডি।

প্রশ্ন উঠবে না, এতদিনে বিজেপির একজন নেতার বিরুদ্ধে একটাও কেস হল না কেন? বরং হয়েছে ঠিক উলটোটা। অন্য দলের হয়ে যাঁরা জেল খেটেছেন, তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিয়ে দিব্যি সাদা হয়ে গিয়েছেন। হিমন্ত বিশ্বশর্মা, শুভেন্দু অধিকারী থেকে একেবারে হালের অজিত পাওয়ার, দৃষ্টান্ত একাধিক। ইডি'র কায়দা এখন ধরে ফেলছে সাধারণ লোকও। আগে নেতাদের কর্মচারী, দলীয় কর্মীদের ধরো। তারপর তাঁদের চাপ দিয়ে 'প্রমাণ' জোগাড় করে নেতাদের জেলে ভরে দাও। তারপর তদন্তের নামে মাসের পর মাস কেটে যাক, বিচার দূরের কথা, তদন্তও শেষ হয় না।

তারপর সময় বুঝে কখনও তদন্তের গতি বাড়ে কিংবা কমে। সবই কর্তার মর্জিতে। সিবিআই যে জোর করে কারও কারও নাম বলতে চাপ দেয়, সেকথা তো জানিয়েছেন খোদ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তাঁকে মোদির নাম বলার জন্য নাকি চাপ দিয়েছিল সিবিআই। একেবারে হালে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের বিরুদ্ধে ৫০৮ কোটি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ করেছেন এক ডেলিভারি বয়। ব্যাস, পরের দিন থেকে বাজারে নেমে পড়েছেন খোদ নরেন্দ্র মোদি।

মধ্যপ্রদেশে বিধানসভার ভোট সামনে। তার আগে হাওয়ালায় টাকা পাচার নিয়ে বাজার গরম করছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কোনও তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই। দিনকয়েক আগে আপ-এর মন্ত্রী রাজকুমার আনন্দ তাঁর এক সহকারীর অভিযোগে জেলে গিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, মন্ত্রী হাওয়ালায় ৭ কোটি টাকা চিনে পাঠিয়েছেন। অভিযোগ সঠিক হলে নিশ্চয়ই তাঁদের শাস্তি হবে। কিন্তু যেভাবে এই তদন্তকারী সংস্থায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ পরিষ্কার হচ্ছে, তাতে গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মন্ত্রী সেন্থিল বালাজিকে ইডি বলেছে, বিজেপিতে না গেলে জেলে থাকতে হবে। বেছে বেছে হানা দেওয়া হচ্ছে বিরোধীদের টাকা জোগান যে ব্যক্তি কিংবা ব্যবসায়ী সংস্থা, তাদের বাড়ি কিংবা অফিসে। সেখানে নামানো হয়েছে আয়কর দপ্তরকে। বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। ভোটের মুখে রাজস্থানে ২৫টি জায়গায় হানা দিয়েছে ইডি। ভোটের পাঁচদিন আগে ছত্তিশগড়ে এক বেটিং অ্যাপের মালিকদের কাছ থেকে ইডি আটক করেছে ৫ কোটি টাকা।

একই দিনে রাজস্থান কংগ্রেসের সভাপতি গোবিন্দ সিং দোতাসারা, মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের ছেলে বৈভবের বাড়িতে ইডি হানা দিয়েছে। স্ট্যালিনের ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী ইভি ভেলুর সূত্রে একযোগে ৩৭টি জায়গায় তল্লাশি করেছে। এটা কি একেবারেই কাকতালীয় যে, বেছে বেছে 'ইন্ডিয়া' জোটের নেতাদের টার্গেট করা হচ্ছে? এখন দিল্লির তিন মন্ত্রী তিহারে। জেলে বাংলার দুই মন্ত্রী। নিশানায় বিরোধীদের আরও অনেকে। লোকসভার ভোট যত এগোবে, ততই সিবিআই-ইডি আর আইটির দৌড়ঝাঁপ আরও বাড়বে, সন্দেহ নেই। অন্যদিকে, বিজেপি নিজেদের তুলে ধরবে নির্মল, শুদ্ধ, নিষ্পাপ হিসেবে।

কথা হল, এই বিপুল চাপ ক'টা দল সহ্য করে শেষপর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে? তবে এটাও ঠিক যে, কেউ কেউ মায়াবতী হন, সকলে নন।

একান্ত সাক্ষাৎকারে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

‘বোল্ট-সাউদিকে সামলে দিলেই ফাইনালে ভারত’

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর : বারবার। লাগাতার!

ওডিআই বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল মঞ্চ, আর প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড হলেই সমস্যায় ভারত। অতীতে বেশ কয়েকবার এমনটা হয়েছে। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের আগেও ‘কালো’ অতীতের সামনে ভারত।

শেষপর্যন্ত বুধবার সেমিফাইনালে শেষ হাসি কে হাসবেন? সেমিফাইনালের বেড়াজাল পার করে টিম ইন্ডিয়া কি বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে যাবে? নাকি অতীতের ‘ভূত’ ফের তাড়া করবে ভারতকে? টিম ইন্ডিয়াকে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করতে হলে কী করতে হবে বুধবার? ট্রেন্ট বোল্ট–টিম সাউদিরা কতটা সমস্যায় ফেলতে পারেন ভারতীয় ব্যাটারদের? একান্ত সাক্ষাৎকারে উত্তরবঙ্গ সংবাদ–কে এমন সব প্রশ্নের জবাব দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ঘোষণা করে দিলেন, ঘরের মাঠে প্রত্যাশার চাপ ভারতীয় দলের জন্য সমস্যা নয়। অতীতের খারাপ রেকর্ডও সমস্যার বিষয় নয়। বরং অনেক বেশি করে ভারতীয় দলের জন্য সেমিফাইনালে ‘কাঁটা’ হিসেবে হাজির হতে চলেছেন দুই কিউয়ি পেসার বোল্ট–সাউদি। ঠিক যেমন চার বছর আগে বিলেতে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ম্যাচ হেনরির শুরুর স্পেল ভারতীয় দলের স্বপ্নভঙ্গ করেছিল। তাই মহারাজের মতে, এই দুই কিউয়ি পেসারকে সামলে দিতে পারলে ফাইনালে ভারত।

■ চার বছর আগের ম্যাঞ্চেস্টার

ধুর, অতীত দিয়ে কী ক্রিকেট হয় নাকি। ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের মাঠে নিউজিল্যান্ডকে খেলা, আর মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ের মাঠে কেন উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে খেলা এক ব্যাপার নয়। তবে হ্যাঁ, একটা কথা মানতেই হবে। সেটা হল ভারত ও নিউজিল্যান্ড, দুই দলেরই ভারসাম্য দারুণ। ভারতের মতো টানা ৯ ম্যাচ নিউজিল্যান্ড না জিতলেও দল হিসেবে ওরা খারাপ করেনি এবারের বিশ্বকাপে। ফলে বুধবার ওয়াংখেড়েতে উত্তেজক একটা ম্যাচ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

■ রোহিতদের ৯–এ ৯

ভারতীয় দল স্বপ্নের ছন্দে রয়েছে। প্রতিটা ম্যাচে দুর্দান্ত খেলে দাপটের সঙ্গে জিতেছে। কিন্তু তারপরও আমার মনে হয়, নিউজিল্যান্ড ম্যাচটা সহজ হবে না রোহিতদের। কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হবে বুধবার। আর ৯–এ ৯–এর অতীত হয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচটা কিন্তু নকআউট। একটা খারাপ দিন সব ৯–এ ৯–এর লাফালাফি শেষ করে দিতে পারে। জল ঢেলে দিতে পারে দেশজোড়া ক্রিকেট উৎসবের মঞ্চে।

■ ২০ বছরের অভিশাপ মুক্তি

(হাসি) ২০০৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের আসরে আমার নেতৃত্বে ভারত নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল। মাঝের সময়ে শুধুই ওরা জিতেছে বিশ্বকাপের আসরে। তবে ধরমশালায় রোহিতরা তো ছবিটা বদলে দিয়েছে। তাই ওয়াংখেড়েতে ধরমশালার অ্যাকশন রিপ্লে দেখা যেতেই পারে। কিন্তু তার আগে আবার বলছি, ম্যাচটা সহজ হবে না ভারতীয় দলের জন্য। আর ৯–এ ৯–এর মতো রেকর্ডের কথা ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য ভালো হলেও রোহিতরা যেন এসব পরিসংখ্যান মাথায় না রাখে। সেমিফাইনাল ম্যাচের চ্যালেঞ্জ ভিন্ন স্তরের।

■ ওয়াংখেড়ের টস ও শিশির ফ্যাক্টর

দেখুন, ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, টস ম্যাচের ফলে বিরাট প্রভাব ফেলে না। তাছাড়া টস কারও নিয়ন্ত্রণেও থাকে না। তবে মুম্বইয়ে রাতের দিকে কতটা শিশির থাকছে, জানা নেই আমার। এই রাতের শিশির অবশ্যই ফ্যাক্টর হতে পারে। তবে রোহিত–বিরাটরা ওয়াংখেড়েতে বহু ম্যাচ খেলেছে। দিনকয়েক আগে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের ম্যাচও ভারত ওয়াংখেড়েতে খেলেছে। ফলে ওদের স্পষ্ট ধারণা থাকবেই শিশির নিয়ে।

■ স্নায়ুর চাপে ভারত

মনে হয় না। রোহিত–বিরাটদের পাশে ভারতীয় দলের সব সদস্যই ওয়াংখেড়েতে বহু ম্যাচ খেলেছে। ওরা ওয়াংখেড়ের সম্পর্কে জানে। পিচের চরিত্র সম্পর্কেও খুব ভালো ধারণা রয়েছে। তাই মনে হয় না ভারত কোনও স্নায়ুর চাপে থাকবে বলে। বরং টিম ইন্ডিয়াকে বোল্ট–সাউদিদের স্কিল নিয়ে আরও হোমওয়ার্ক করে মাঠে নামা দরকার।

■ অধিনায়ক রোহিত ও ভারতের সম্ভাবনা

রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক। ওর নেতৃত্বে টিম ইন্ডিয়া ভালো পারফর্ম করেছে, বিশ্বকাপেও করছে। পাঁচটা আইপিএল জয়ের অভিজ্ঞতা কাজে দিচ্ছে। হার্দিক পান্ডিয়া চোটের কারণে বিশ্বকাপের মাঝপথে ছিটকে গিয়েছেন। কিন্তু তারপরও ভারতীয় দলের পারফরমেন্সে প্রভাব পড়েনি। বরং দল হিসেবে ভারত নিয়মিত উন্নতি করছে। অধিনায়ক রোহিতের অবদান না থাকলে এমনটা হত না। তাছাড়া আমার মতে, বুধবারের সেমিফাইনালে ফেভারিট হিসেবেই শুরু করবে ভারত। বাকিটা সময়ের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কারণ, ক্রিকেট খেলাটা বড্ড অনিশ্চয়তায় ভরা।

ট্রেন্ট বোল্টের স্কিল নিয়ে সতর্ক করছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

‘বিরাট-রোহিতরাও শর্ট বলে আউট হয়’

একান্ত সাক্ষাৎকারে কেকেআর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর : সকালে মুম্বই পৌঁছানোর পরই ফোনে কথা হয়েছিল। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, সন্ধ্যার দিকে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ অভিযান নিয়ে সাক্ষাৎকার দেবেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ নিজেই ফোন করলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। অনর্গল কথা বলে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে। আইপিএলে তাঁর দল কেকেআরের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। সঙ্গে শ্রেয়সের শর্ট বল খেলার দুর্বলতা নিয়ে চলা সমালোচনারও জবাব দিলেন। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মারাও বহুবার শর্ট বলে হুক বা পুল করতে গিয়ে আউট হয়েছেন। কিন্তু তার মানে কি কোহলিরা শর্ট বলের বিরুদ্ধে দুর্বল? প্রশ্ন ছুড়ে শ্রেয়সের হয়ে ব্যাট ধরলেন চন্দ্রকান্ত। সঙ্গে জানিয়ে দিলেন, বর্তমান ভারতীয় ক্রিকেটে শ্রেয়সই চার নম্বরে ব্যাটিংয়ের আদর্শ। এমন সিদ্ধান্তের জন্য কোচ রাহুল দ্রাবিড়কেও ধন্যবাদ দিলেন ভারতীয় ক্রিকেটের চান্দু স্যর।

■ টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ অভিযান

অসাধারণ ছন্দে পুরো দল। স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপ অভিযানকে। টানা নয়টা ম্যাচ জেতা সহজ কাজ নয়। তার চেয়েও বড় কথা, দাপটের সঙ্গে বিপক্ষকে ধ্বংস করে একতরফা ম্যাচ জিতছে রোহিতরা। ক্রিকেটের তিন বিভাগেই ভারত এখন সত্যিই অপ্রতিরোধ্য। তার জন্য পুরো দলকে অভিনন্দন। যদিও নকআউট পর্বের যুদ্ধ এখনও বাকি। নিউজিল্যান্ড ম্যাচে একটু বেশি সতর্ক হয়ে মাঠে নামতে হবে রোহিতদের।

■ সেমিফাইনালের প্রতিপক্ষ নিউজিল্যান্ড

একদিনের বিশ্বকাপে ভারত ছাড়া নিউজিল্যান্ডের খেলা আমার দারুণ লেগেছে। ক্রিকেটের সব বিভাগে ধারাবাহিকতা দেখিয়েই ওরা সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে দারুণ উত্তেজক একটা ম্যাচ হবে। ব্যক্তিগতভাবে আমি চাইব, ভারত জিতে ফাইনালে চলে যাক। টানা ৯ ম্যাচ জয়ের পর রোহিতরা হেরে গেলে বাকিদের মতো আমারও খারাপ লাগবে। তবে একটা কথা, কেন উইলিয়ামসনদের বিরুদ্ধে ম্যাচটা সহজ হবে না ভারতের।

■ ব্যাটিংই ভারতের শক্তি

অবশ্যই। যে কোনও বড় প্রতিযোগিতায় জিততে হলে বিপক্ষ দলের উইকেট যেমন দখল করতে হয়, তেমনই ব্যাটারদের রান করাটা বাধ্যতামূলক। রোহিত–কোহলি–শুভমান গিল–লোকেশ রাহুলরা সেটাই অনায়াসে ধারাবাহিকভাবে করে চলেছে। কাজটা কঠিন। কিন্তু ওদের খেলা দেখে মনে হচ্ছে, খুবই সহজ। ভারতীয় ব্যাটারদের পাশে বোলারদের কথাও বলতেই হবে। জসপ্রীত বুমরাহ–মহম্মদ সামি–মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে রবীন্দ্র জাদেজা–কুলদীপ যাদবও ধারাবাহিকভাবে অসাধারণ বোলিং করে চলেছে। একটা দল তখনই সফল হয়, যখন তার সব বিভাগ নিয়মিতভাবে একসঙ্গে পারফর্ম করে।

■ চার নম্বরের আদর্শ শ্রেয়স

শ্রেয়সকে আমি দীর্ঘদিন ধরেই চিনি, জানি। ও ব্যাট হাতে কী করতে পারে, সেটাও ভালোই জানি। শ্রেয়সের উপর আস্থা রাখার জন্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও কোচ দ্রাবিড়কে আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেব। চোট সারিয়ে দীর্ঘসময় পর ফিরে ভারতীয় ব্যাটিংয়ের চেহারাই বদলে দিয়েছে ও। এই দলটার চার নম্বরে খেলার সেরা ক্রিকেটার শ্রেয়স।

■ শর্ট বলে দুর্বল শ্রেয়স

আমি মনে করি না। দেখুন, শ্রেয়সের সবচেয়ে বড় গুণ হল, লাল ও সাদা বলের ক্রিকেট– দুই ফরম্যাটেই সফল ও। যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রয়েছে। শ্রেয়স ভালোই জানে ইনিংস গড়তে। আর শ্রেয়সের শর্ট বলের দুর্বলতা নিয়ে এত কথার কী আছে, জানা নেই। আগ্রাসনে ভরপুর সাহসী ক্রিকেট খেলতে হলে বাইশ গজে শর্ট বলের মোকাবিলা করতেই হবে। তার জন্য কখনও আউটও হয়ে যেতে পারে ব্যাটার। রোহিত–বিরাটরাও তো অনেক সময় শর্ট বলে হুক বা পুল করতে গিয়ে আউট হয়েছে। কিন্তু তার মানে ওরা কি খারাপ ব্যাটসম্যান? শ্রেয়সের শর্ট বলের দুর্বলতা নিয়ে অযথা বিতর্ক করছে সংবাদ মাধ্যমই। কেন যে সবাই ক্রিকেট বিচারক হয়ে যায়?

■ আচমকা বদলে যাওয়া ভারত

এটাই তো একটা বড়, শক্তিশালী দলের ইউএসপি। রোহিতের ভারত জানে কখন কীভাবে সেরাটা দিতে হয়। আসলে বিশ্বকাপের মতো আসরে সেরাটা দিতেই হাজির হয়েছে টিম ইন্ডিয়া। তার জন্য দীর্ঘসময় ধরে চলেছে পরিকল্পনা, প্রস্তুতিও। যার প্রমাণ, দীর্ঘসময় চোটের কবলে থাকার পরও শ্রেয়স–লোকেশদের উপর ভরসা করে প্রথম একাদশে খেলানো। শ্রেয়স–লোকেশদের উপস্থিতি দলের ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। আর হ্যাঁ, লোকেশকে পাঁচ নম্বরে ব্যাট করানোর পাশে উইকেটকিপিং করানোর সিদ্ধান্তটাও দারুণ। এমন সিদ্ধান্তের জন্য দ্রাবিড়কে অভিনন্দন।

শর্ট বলে শ্রেয়স আইয়ার দুর্বল, মানছেন না চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত।

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ‘ক্যাপ্টেন’ বিরাট

মেলবোর্ন, ১৩ নভেম্বর : ওডিআই বিশ্বকাপের সেরা দল বানিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। তাতে রোহিত শর্মা নন, বিরাট কোহলিকে ‘ক্যাপ্টেন’ করা হয়েছে! চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে আধিপত্য দেখিয়েছেন রোহিতরা। যার ফলে সেরা দলে ভারতের সর্বাধিক চারজন সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু ১২ জনের দলে রোহিতকে রাখার প্রয়োজনই মনে করেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। ওপেনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডেভিড ওয়ার্নার ও চলতি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত চারটি শতরান করা কুইন্টন ডি কককে। তিনে নিউজিল্যান্ডের জার্সিতে চমকে দেওয়া রাচিন রবীন্দ্র। চারে চলতি টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রান সংগ্রাহক বিরাট। পাঁচে রাখা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার আইডেন মার্করামকে। ছয়ে ফিনিশিংয়ের দায়িত্বে আফগান–বধের নায়ক গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। পেস বিভাগে ভারতের ওপেনিং বলের পার্টনার জসপ্রীত বুমরাহ ও মহম্মদ সামির সঙ্গে প্রোটিয়া পেসার মার্কো জানসেন। ভারতের রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা। দ্বাদশ ব্যক্তি ২১ উইকেট নেওয়া শ্রীলঙ্কার পেসার দিলশান মদুশঙ্কা।

আশঙ্কা বাড়াচ্ছে আম্পায়ারের নাম

দুবাই, ১৩ নভেম্বর : ২০১৯ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের কাছে হেরে ছিটকে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই ম্যাচে ফিল্ড আম্পায়ার ছিলেন রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। আর রড টাকার তৃতীয় আম্পায়ারের দায়িত্বপালন করেন। বুধবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত–নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনালে তাঁরা দুইজন ফিল্ড আম্পায়ার থাকবেন। আইসিসি–র ঘোষণার পর যা আশঙ্কা বাড়াচ্ছে ভারতীয় সমর্থকদের।

আগুনে ফর্মে বোল্ট, হেনরিকে খুঁজলেন লকি

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুম্বই, ১৩ নভেম্বর : বল হাতে আগুন ঝরাচ্ছিলেন। একটা করে ডেলিভারি করছিলেন, রাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের নৈশালোকে ট্রেন্ট বোল্টের চওড়া হাসিটা বড্ড মায়াবী মনে হচ্ছিল।

কখনও ওভার দ্য উইকেট। আবার কখনও বা রাউন্ড দ্য উইকেট। তাঁর বোলিংয়ের সামনে কেন উইলিয়ামসন, ড্যারিল মিচেলরা বারবার পরাস্ত হচ্ছিলেন। বাড়ছিল অস্বস্তিও। কিন্তু কেনদের অস্বস্তি এখন নিউজিল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য বিরাট স্বস্তিও বটে।

কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। আর সেই মেজাজ দিয়ে যদি নিউজিল্যান্ড দলকে বিচার করতে হয়, তাহলে বলতেই হচ্ছে মানসিকভাবে দলটা অসম্ভব চেগে রয়েছে। ২০১৫, ২০১৯ একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে পরপর দুইবার ফাইনাল খেলেছেন কিউয়িরা। কিন্তু অধরা মাধুরী হিসেবে এখনও রয়েছে কখনও বিশ্বকাপ না জেতার কাঁটা। মনের অন্দরে যন্ত্রণাও। নিউজিল্যান্ড কি সেই যন্ত্রণা থেকে এবার মুক্তি পাবে? বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার হ্যাটট্রিক কি করতে পারবেন উইলিয়ামসনরা।

জবাব মিলবে বুধবার রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচেই। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মানসিক যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে নিউজিল্যান্ড। সন্ধ্যার ওয়াংখেড়েতে প্রায় আড়াই ঘণ্টার ম্যারাথন অনুশীলনের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হওয়া জোরে বোলার লকি ফার্গুসনই হোক বা প্রাক্তন ক্রিকেটার রস টেলর– সবাই টিম ইন্ডিয়াকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে ফেলে দিতে চাইছেন। আইসিসি–র ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টেলর আজ ঘোষণা করেছেন, বুধবারের সেমিফাইনালে ভারতই নার্ভাস থাকবে। অন্যদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রোহিতদের ‘কাঁটা’ ম্যাট হেনরির প্রসঙ্গ টেনেছেন লকি। চার বছর আগে ম্যাঞ্চেস্টারে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মঞ্চে বিরাট কোহলির ভারতকে একাই শেষ করেছিলেন হেনরি। আপাতত চোটের কারণে বিশ্বকাপের মাঝপথে দেখে ফিরেছেন হেনরি। কিন্তু লকির কথায় ভারতে না থেকেও তিনি রয়েছেন প্রবলভাবে। ফার্গুসন আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, ‘ম্যাট হেনরিকে অবশ্যই আমরা মিস করব। তবে ওকে ছাড়াও আমাদের দলটা খারাপ নয়। টিম সাউদির মতো অভিজ্ঞ বোলার রয়েছে। ওর অভিজ্ঞতা ও অতীতে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা আমাদের জন্য বড় পাওনা।’

> ম্যাট হেনরিকে অবশ্যই আমরা মিস করব। তবে ওকে ছাড়াও আমাদের দলটা খারাপ নয়। টিম সাউদির মতো অভিজ্ঞ বোলার রয়েছে। ওর অভিজ্ঞতা ও অতীতে জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা আমাদের জন্য বড় পাওনা।
> –লকি ফার্গুসন

একদিনের বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই চার বছর আগের চ্যাম্পিয়ন দল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল নিউজিল্যান্ড। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা তখনই উইলিয়ামসনদের নিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। সেই স্বপ্ন এখন সেমিফাইনালে। ঠিক চার বছর আগের মতোই সামনে এবার টিম ইন্ডিয়া। ম্যাঞ্চেস্টারের পুনরাবৃত্তি মুম্বইয়ে হবে কিনা, সেটাই এখন দেখার। কিউয়িরা কিন্তু ভারত বধের স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছেন।

অনুশীলনের মাঝে রাচিন রবীন্দ্রর সঙ্গে লকি ফার্গুসন। সোমবার।

ভারত নার্ভাস থাকবে : টেলর

রোহিতের মতো ব্যাটার বিরল : আক্রাম

সামিদের ‘আগুন’ই কাপ জেতাবে, দাবি গাওয়ারের

নয়াদিল্লি, ১৩ নভেম্বর : বিতর্ক উসকে দিয়েছিলেন রবি শাস্ত্রী। তাঁর দাবিকে সমর্থন জানালেন ডেভিড গাওয়ার। প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়কের মতে, ভারতীয় বোলিং বিভাগ সর্বকালের সেরা। তাঁর দেখা এটাই ভারতের সেরা বোলিং লাইনআপ।

গাওয়ার মজে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সামি, রবীন্দ্র জাদেজাদের নিয়ে। বলেছেন, ‘অসাধারণ বোলিং করছে বিশ্বকাপে। ভারতীয় পেসাররা জানে, ঠিক কী করণীয়। নেতৃত্ব দিচ্ছে মহম্মদ সামি। সঙ্গে দুর্দান্ত স্পিন ব্রিগেড। রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে বসিয়ে রাখছে। টেস্ট এবং ওডিআই, দুই ফরম্যাটে জাদেজা সফল। আমার মতে, এটাই ভারতের সর্বকালের সেরা বোলিং লাইনআপ।’

সামিকে নিয়ে বাড়তি উচ্ছ্বাস। প্রাক্তনের কথায়, সবাই সবসময় ব্যাটারদের নিয়ে কথা বলে। চার–ছক্কা গুরুত্ব পায়। যদিও বাস্তব হল, তিন ফরম্যাটে বোলাররাই কিন্তু ম্যাচ জেতায়। বিশ্বকাপে দুই ম্যাচে পাঁচটি করে উইকেট নিয়েছে সামি। ভারতের ব্যাটিং বরাবরই শক্তিশালী। তার সঙ্গে বোলাররাও গোটা প্রতিযোগিতায় আগুন ঝরাচ্ছে। ব্যাটারদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করছে সামি। এই আগুনটা বজায় থাকলে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে ভারতকে আটকানো কঠিন।

ভারতের টিমগেমের প্রশস্তিও গাওয়ারের গলায়। বলেছেন, ‘চলতি বিশ্বকাপে ওরা যে সেরা, তা প্রমাণ করে চলেছে রোহিত শর্মার দল। প্রতি বিভাগে অত্যন্ত শক্তিশালী। ঘরের মাঠে বিশাল সমর্থনটাও উপভোগ করছে। এই ভারতকে থামানো সত্যিই কঠিন। আর বিরাট কোহলি সর্বকালের সেরাদের অন্যতম। গত ২ বছর ফর্মে ঘাটতি ছিল। সমস্যা কাটিয়ে ফের স্বমেজাজে।’

নকআউটের চাপ অবশ্য আলাদা। যা নিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন রোহিতদের। ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে দুর্দান্ত ফর্মে ছিল গাওয়ারের ইংল্যান্ড। কিন্তু সেমিফাইনালে ভারতের কাছে হেরে বসে। আগাগোড়া দাপট দেখিয়েও একটা খারাপ দিন, খারাপ ম্যাচ ছিটকে দেয়। একটা খারাপ দিনই ভারতের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারে– মনে করিয়ে দিলেন গাওয়ার।

অধিনায়ক রোহিতকেও দরাজ সার্টিফিকেট। গাওয়ারের মতে, হাতে দারুণ একটা দল পেয়েছে। আর যে দলটাকে দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেও। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে, বিস্ফোরক শুরুতে বাকিদের জন্য মঞ্চ সাজিয়ে দিচ্ছে হিটম্যান। ফিল্ডিং সাজানো থেকে বোলারদের সঙ্গে কথোপকথন, আত্মবিশ্বাসের ছাপ ওর চোখেমুখে। যা করছে, সেটাই ধরে রেখে কাপ জয়ের জন্য ঝাঁপাও, রোহিতকে পরামর্শ গাওয়ারের।

১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয়ী সৈয়দ কিরমানি মনে করেন, রোহিত ব্রিগেড এই মুহূর্তে চ্যাম্পিয়নের মতো খেলছে। ওদের হারানো সত্যিই কঠিন। তবে আত্মবিশ্বাসের মধ্যেও একটাই খটকা নক আউট পর্বের ‘অনিশ্চয়তা’। একটা খারাপ দিনও অনেক স্বপ্ন ভেঙে দিতে পারে। অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটলেও যা মাথায় রাখতে হবে রোহিতদের।

ওয়াসিম আক্রামের মুখে আবার রোহিত–বন্দনা। পাক কিংবদন্তির মতে, বর্তমান ক্রিকেট বিশ্বের রোহিতের মতো ব্যাটার বিরল। কোহলি, জো রুট, কেন উইলিয়ামসন, বাবর আজমরা রয়েছে। কিন্তু সবার থেকে আলাদা ভারত অধিনায়ক। প্রতিপক্ষ বোলিং যাই হোক না কেন, রোহিতের কাছে ব্যাটিং যেন মাখনের মধ্যে দিয়ে ছুরি চালানো। প্রাক্তন পাক অধিনায়ক শোয়েব মালিকের কথায়, ব্যাটাররা সাধারণত প্রতিপক্ষের ১–২ জন বোলারকে টার্গেট করে। কিন্তু রোহিত কাউকেই রেয়াত করছে না। প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত। শুরু থেকেই ঝাঁপাচ্ছে।

মুম্বই পৌঁছেই ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পিচ দেখতে ছুটলেন রাহুল দ্রাবিড়।

বিস্ফোরক মন্তব্য রণতুঙ্গার শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে ধ্বংস করছে জয় শা

কলম্বো, ১৩ নভেম্বর : একদিনের বিশ্বকাপে চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির টিকিটও পায়নি। জোড়া ক্ষতে নুন ঢেলেছে আইসিসি কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাসন শাস্তি। ক্রিকেট বোর্ডে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ। যদিও আইসিসি–র যে পদক্ষেপের পিছনে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সচিব জয় শা–র হাত দেখছেন অর্জুনা রণতুঙ্গা!

বিশ্বজয়ী অধিনায়কের অভিযোগ, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছেন বিসিসিআই সচিবই। এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিল, ভারতীয় বোর্ডের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে লঙ্কা ক্রিকেটকে সংকটের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছেন জয় শা।

কয়েকদিন আগে শ্রীলঙ্কার ক্রীড়ামন্ত্রক সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড ভেঙে দেয়। বিশ্বজয়ী রণতুঙ্গাকে চেয়ারম্যান করে বোর্ড পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করে। পূর্বতন বোর্ড কমিটির সদস্যরা আদালতে গিয়ে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশও আদায় করেন। এরমধ্যেই আইসিসি–র চরম নিষেধাজ্ঞা।

ডামাডোলের মধ্যে এক সাক্ষাৎকারে ৫৯ বছর বয়সি রণতুঙ্গা অভিযোগ করেন, ‘শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করছে জয় শা। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিসিসিআইয়ের সভাপতি করলেও কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় ওকেও ছেঁটে ফেলে। কারণ সৌরভ রাজনীতিতে পা রাখার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট নিয়েও কলকাঠি নাড়ছে।’

এখানেই থেমে থাকেননি রণতুঙ্গা। দাবি করেছেন, ‘আমার সিংহলি ভাষায় দেওয়া সাক্ষাৎকার ইংরেজিতে অনুবাদ করলে এবং তা যদি জয় শা–র কানে পৌঁছোয়, তাহলে বাবার প্রভাব খাটিয়ে ও শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটকে আরও বিপাকে ফেলবে। বাবা ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আর তাই জয় শা’র এত প্রভাব। একজন ভারতীয়র জন্য ধ্বংস হচ্ছে আমাদের ক্রিকেট। আর শ্রীলঙ্কা বোর্ড ওর আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করছিল।’

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **শ্রীরূপা (সোনামা/ মিষ্টু) :** আনন্দে উল্লাসে কাটে যেন তোমার প্রতিটি দিন, অফুরন্ত আশীর্বাদ জানাই আজ তোমায় শুভ ১৮তম জন্মদিনে। ভালো থাকো। ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক- ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। **বাবা-অনুপ কুণ্ডু (শ্যামল) - পরিবারের বঁড়মা-ঠাকুরদা-ঠাকুমা, জেঠু-জেঠিমারা, কাকা-কাকিমারা, দাদা-দিদিরা, ভাই-বোনরা, পিসা-পিসিরা, জামাইবাবু ও বৌদিরা। মা-সুনন্দা কুণ্ডু (সম্পা)- পরিবারের বঁড়মা-দাদু-দিদারা, মামা-মামিরা, দাদা-দিদিরা, ভাই-বোনেরা, মেসো-মাসিরা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শুভেচ্ছাসহ- শ্রীরূপার বন্ধু-বান্ধবীরা,** জোড়দিঘি-দঃ দিনাজপুর, মাস্টারপাড়া, শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং। তৎসহ আজ 14th November '**শিশু দিবস**' তোমার জন্মদিন, এই বিশেষ দিনটির জন্য রইল পৃথিবীর সমস্ত শিশুদের প্রতি আমাদের অনেক অনেক ভালোবাসা সহ অজস্র আশীর্বাদ।

সেরা ফিল্ডার কে, ঘোষণায় মাঠকর্মীরা

বেঙ্গালুরু, ১৩ নভেম্বর : চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে চমক দিয়ে প্রতিটি ম্যাচেই ভারতীয় দল তাদের সেরা ফিল্ডারের নাম ঘোষণা করছে। তাঁকে দেওয়া হচ্ছে মেডেল। নেদারল্যান্ডসের

সেরা ফিল্ডারের মেডেল নিচ্ছেন সূর্য।

বিরুদ্ধে ম্যাচে ভারতের সেরা ফিল্ডারের নাম ঘোষণা করলেন পাঁচজন মাঠকর্মী। সম্মিলিতভাবে তাঁরা বেছে নেন সূর্যকুমার যাদবকে। ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপের কথামতো ভারতীয় দল ম্যাচ শেষে মাঠে ফিরলে জায়েন্ট স্ক্রিনে সেরা ফিল্ডারের দৌড়ে থাকা রবীন্দ্র জাদেজা, সূর্যকুমার যাদব ও লোকেশ রাহুলের ছবি দেখানো হয়। কিন্তু সেরা নির্বাচনের কাজ জায়েন্ট স্ক্রিন ডিসিশন পেন্ডিং দেখিয়ে থেমে যায়। এরপর দিলীপের অনুরোধে পাঁচ মাঠকর্মী 'এস', 'ইউ', 'আর', 'ওয়াই', 'এ' লেখা কার্ড দেখিয়ে দায়িত্বপালন করেন। সূর্যর হাতে মেডেল তুলে দেন থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট নুয়ান সেনাভিরত্নে।

হল অফ ফেমে বীরু-ডায়ানা

দুবাই, ১৩ নভেম্বর : আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পেলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। সোমবার আইসিসি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শেহবাগ ছাড়াও ভারতের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার ডায়ানা এডুলজি ও প্রাক্তন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার অরবিন্দ ডি সিলভাও হল অফ ফেমে স্থান পেয়েছেন। হল অফ ফেমে জায়গা পাওয়ার পর টেস্টে জোড়া ট্রিপল সেঞ্চুরির মালিক শেহবাগ বলেছেন, 'আমাকে এই সম্মান দেওয়ার জন্য আইসিসি-কে ধন্যবাদ। ক্রিকেট বলে আঘাত করতে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি এবং জীবনের একটা বড় সময় আমি এই কাজেই কাটিয়েছি। আমি আমার পরিবার, বন্ধু ও সতীর্থ সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

অন্যদিকে, প্রাক্তন বাঁ হাতি মহিলা স্পিনার এডুলজি দেশের হয়ে ১০০টির বেশি উইকেট পেয়েছেন। আইসিসি হল অফ ফেমে জায়গা পেয়ে খুশি ডায়ানা বলেছেন, 'আইসিসি এবং নির্বাচকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাকে আইসিসি ২০২৩ সালে হল অফ ফেমে নির্বাচন করার জন্য। ভারতের প্রথম মহিলা ক্রিকেটার হিসেবে বিশ্বের পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারদের গ্যালাক্সিতে স্থান পাওয়া খুব গর্বের বিষয়।'

রোড রেসে প্রথম মলয়, জানকী

শীতলকুচি, ১৩ নভেম্বর : নিমাই সংঘের পুরুষদের ৪ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হয়েছেন মলয় বর্মন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে ধনঞ্জয় অধিকারী ও বনিক বর্মন। পুরুষ বিভাগে ২০ জন অংশ নিয়েছিলেন। মহিলাদের ৪ কিলোমিটার রেসে প্রথম জানকী বর্মন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে মিতালি ও মানুনি খাতুন।

সেমির ভাবনায় মাথা খারাপে নারাজ স্টার্ক

ক্রিকেটের বিশ্বযুদ্ধে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : আরও একটা সেমিফাইনাল।

আবারও মুখোমুখি দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া। বৃহস্পতিবার ইডেন গার্ডেন্স-যুদ্ধের আগে উসকে দিচ্ছে ১৯৯৯ সালের বার্মিংহামের সেমিফাইনালর দ্বৈরথের পুরোনো স্মৃতি। নিজেদের ভুলে সেদিন ফাইনালের টিকিট হাতছাড়া করেছিলেন ল্যান্স ক্লুজনার-অ্যালান ডোনাল্ডরা।

গত আড়াই দশকে বহু উত্থানপতনের সাক্ষী ক্রিকেট দুনিয়া। কিন্তু ক্লুজনারের মরিয়া প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার যন্ত্রণা আজও ভুলতে পারেনি প্রোটিয়া সমর্থককুল। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে অজি-প্রোটিয়া যুদ্ধের প্রাক্কালে ভিড় করছে এমনই অনেক স্মৃতি।

সেদিক থেকে ইডেনে পুরোনো হিসেব মিটিয়ে নেওয়ার মঞ্চ কুইন্টন ডি কক, কাগিসো রাবাদাদের। তাগিদ 'চোকার্স' বদনাম ঘোচানোরও। শুরুতে খোঁড়াতে থাকা ক্যাঙারু ব্রিগেডের চোখ ষষ্ঠ বিশ্বজয়ে। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব মেলানোর তাগিদে উত্তেজক এবং আকর্ষণীয় ক্রিকেটের হাতছানি।

গতকালই কলকাতায় পা রেখেছে দুই দল। আজ সোজা গঙ্গাপাড়ের ইডেন। সেমিফাইনালের আগে হাতে দিন তিনেক। একটা দিনও নষ্ট করতে নারাজ কেউ। ফলস্বরূপ কালীপুজো, দীপাবলি ঘিরে ছুটির মেজাজে থাকা ইডেন চত্বর ব্যাট-বলের আওয়াজে সরগরম।

ভরদুপুরে নন্দনকাননে উপস্থিত দক্ষিণ আফ্রিকা। ঐচ্ছিক অনুশীলন। প্রথম দলের অনেকেই নেই। তবে অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার সঙ্গে কেশব মহারাজ, তাবরেইজ শামসিরা ভালোমতো গা ঘামালেন। বিকেলে অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলনেও অর্ধেক দল। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জাম্পা, জোশ হ্যাজেলউড সহ অনেকেই মাঠমুখো হননি। বাকিদের নিয়েই প্রস্তুতি পর্বে সবার নজরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। ব্যাটিংয়ে শান দিলেন। দিলেন স্পিনের বিরুদ্ধে সতীর্থ মার্নাস লাবুশেন, ক্যামেরন গ্রিনদের রিভার্স সুইপ সহ অভিনব শটের 'তালিম'-ও।

স্পিন-আতঙ্ক প্রোটিয়া শিবিরেও। কয়েকদিন আগে ইডেনেই রবীন্দ্র জাদেজা-কুলদীপ যাদবদের স্পিন-ধাক্কায় ৮৩ রানে গুটিয়ে যাওয়ার ক্ষত একদম টাটকা। সেই নন্দনকাননেই এবার অজি স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার চ্যালেঞ্জ সামলানোর পরীক্ষা। দুপুরে মাঠে ঢুকে পিচ পরিদর্শন থেকে নেটসেশন, পরীক্ষার প্রস্তুতি বাভুমাদের।

টানা সাত জয়ে অস্ট্রেলিয়া ফুটছে। আফগান-ম্যাচে ম্যাক্সওয়েলের অতিমানবিক দ্বিশতরানের পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মিচেল মার্শের সেঞ্চুরি অক্সিজেনের মাত্রা বাড়িয়েছে। ডেভিড ওয়ার্নার শুরু থেকেই ছন্দে। স্টিভেন স্মিথ বাদ দিলে চিন্তার জায়গা প্রায় নেই।

মিচেল স্টার্ক আবার সেমিফাইনাল নিয়ে বাড়তি চিন্তায় নিজেদের ওপর চাপ বাড়াতে নারাজ। চলতি আসরে এখনও পর্যন্ত ১০ উইকেট নেওয়া অজি স্পিডস্টারের কথায়, আর পাঁচটা ওডিআই ম্যাচের মতো এটাও একটা ম্যাচ। আর এখানে সবকিছু শেষও নয়। অবশ্য বিশ্বকাপ জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছেন না, তাও পরের কথাতেই পরিষ্কার।

স্টার্ক জানান, জোড়া ম্যাচ হারার পর চাপ, সংশয় ঝেড়ে ফেলে দল আপাতত দারুণ ছন্দে। টানা জয়ে শেষ চারের টিকিটও পকেটে। পিছনের দিকে আর তাকাতে নারাজ তারা। বিশ্বকাপ-ভাবনার মাঝেই নিজের ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন স্টার্ক। জানান, এটাই তাঁর শেষ ওডিআই বিশ্বকাপ। এই বিশ্বকাপের পরও খেলা চালিয়ে যাবেন। তবে পরের ২০২৭ বিশ্বকাপ সম্ভব নয়। এই রকম ভাবনাও নেই।

এদিকে সেমিফাইনালে মার্নাস লাবুশেনকে খেলানোর পক্ষে সওয়াল রিকি পন্টিংয়ের। প্রাক্তন অধিনায়কের মতে, মার্কাস স্টোয়িনিস নয়, প্রথম এগারোতে লাবুশেনকে রাখা উচিত। পন্টিংয়ের যুক্তি, লাবুশেনের ব্যাটিং-স্কিল মাঝের ওভারে গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিয়া বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তাঁকে রাখলে লাভবান হবে দল। আর স্টোয়িনিস না থাকলে ষষ্ঠ বোলারের দায়িত্বটা মার্শ সামলে দেবে।

বিশ্বকাপ জিততে হলে ১১ থেকে ৪০ ওভার গুরুত্বপূর্ণ। পন্টিং মনে করিয়ে দেন, বাড়তি উইকেট হারানো বেশ কয়েকটি ম্যাচে অজিদের ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। দরকার এমন কাউকে যে অ্যাঙ্করের ভূমিকা পালন করবে। লাবুশেন যে ভূমিকায় যথার্থ লোক। এখন কামিন্স-অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডদের সঙ্গে পন্টিংয়ের ভাবনা মেলে কি না, উত্তর সময়ের হাতে।

ইডেনে প্রস্তুতি শুরু দুই শিবিরের

চোট পাওয়া দুই ক্রিকেটারই সেমিফাইনালের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সোমবার ইডেন গার্ডেন্সে টেম্বা বাভুমা (বাঁয়ে) ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। -ডি মণ্ডল

> জোড়া ম্যাচ হারার পর চাপ, সংশয় ঝেড়ে ফেলে দল আপাতত দারুণ ছন্দে। টানা জয়ে শেষ চারের টিকিটও পকেটে। পিছনের দিকে আর তাকাতে নারাজ আমরা। -মিচেল স্টার্ক

দলগত ফুটবলে সম্ভব তৃতীয় রাউন্ড : সুনীল

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : তাঁর ফুটবলার জীবনের প্রতিটি ধাপই রেকর্ড। এই নিয়ে চতুর্থবার প্রাক বিশ্বকাপ এবং এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে খেলতে চলেছেন তিনি। যা অবশ্যই এক রেকর্ড। শুধু তাই নয়, একমাত্র ভারতীয় হিসাবে এই যোগ্যতা অর্জন পর্বে শুধুমাত্র তাঁর নামের পাশেই লেখা আছে ৯টা গোল। কুয়েত ম্যাচের দিন দুয়েক আগে বিভিন্ন বিষয়ে মুখ খুললেন তিনি।

■ কতদূর ভারত এগোতে পারে

আমরা সঠিক জায়গায় আছি এবার। আমাদের এই দলটা যথেষ্ট শক্তিশালী। একইসঙ্গে এটাও ঠিক, আমরা কঠিন গ্রুপেও আছি এবার। তবু আমার মনে হয়, কিছু চোট-আঘাত সত্ত্বেও আমরা প্রস্তুত। কারণ এই দলটা বেশ কিছুদিন ধরে একসঙ্গে খেলছে। হ্যাঁ, আমরা প্রস্তুত।

■ তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা

এখন এটাই একমাত্র লক্ষ্য দলের। প্রচুর নতুন ছেলে এসে গত আট-নয় মাসে দলে জায়গা করে নিয়েছে। আর সেই সব কারণেই দলটা ভালোভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে। কারণ ওরাও প্রত্যেকে যথেষ্ট ম্যাচ খেলে ফেলেছে। কুয়েতের বিরুদ্ধে আমরা কয়েক মাস আগে দুইটি ম্যাচ খেলেছি। গত তিন বছরে কাতারের বিপক্ষে তিনটি ম্যাচ খেলেছি। এর ফলে একে অন্যের সম্পর্কে জেনেছি। এটা কাজে লাগবে। আফগানিস্তান সম্পর্কে আমরা ভালোভাবেই জানি কারণ ওদের বিরুদ্ধে প্রায় নিয়মিত খেলি। আমার ধারণা, ভালো বা খারাপ যাই খেলি না কেন, একেবারে কিছু না জেনে মাঠে নামছি না। কুয়েত ম্যাচ থেকেই কাতার ও আফগানিস্তানের দুটি অ্যাওয়ে ম্যাচ সম্পর্কে ধারণা হয়ে যাবে। আমরা তৈরি। এবার মাঠে নেমে নিজেদের মেলে ধরতে হবে। আমাদের দল কঠোর পরিশ্রম, টিম স্পিরিটে বিশ্বাসী। সম্প্রতি দেশের মাটিতে আমরা ভালোই করেছি। কিন্তু বাইরে নয়। এশিয়ার ১৮টি দেশের মধ্যে থাকতে গেলে আমাদের কিছু পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। প্রতিটি পয়েন্ট খুব মূল্যবান। কারণ প্রতিটি গ্রুপ থেকে প্রথম দুই দল যোগ্যতা অর্জন করবে। এই ১৮টি দলের সবাই এশিয়ান কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন পর্ব খেলবে না। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ১৮টির মধ্যে থাকলে আমরা যোগ্যতা অর্জন করব এবং বিশ্বকাপের পরবর্তী রাউন্ডে পৌঁছাব। কঠিন কিন্তু এটা করা সম্ভব।

সুনীল ছেত্রী

■ নিজেদের মাঠে কুয়েত

আমরা যতটা সম্ভব তৈরি হচ্ছি বিভিন্ন তথ্য সহ। কিন্তু কয়েক মাস আগের কুয়েতের সঙ্গে এবার তফাত থাকবেই। কারণ ওদের ঘরের মাঠে খেলা। সেখানে আমাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনতা চিৎকার করবে। এই সুবিধাটা ঘরের মাঠে সব দলই নিয়ে থাকে। আমাদের কম ভুল করতে হবে এরকম বড় ম্যাচে। ছোট ভুলের মাশুলও অনেক সময় বড় হয়ে যায়।

■ দলের চোট-আঘাত

দলের কিছু ফুটবলারের চোট-আঘাত নিয়ে যথেষ্ট কথা হয়েছে। আমি এর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাই। ওরা খুব গুরুত্বপূর্ণ দলের জন্য। আমি যে ওদের অসম্ভব ভালোবাসি, সেটা ওরাও জানি। কিন্তু এবার এটা নিয়ে কথা বলা বন্ধ হোক। নাহলে ওদের পরিবর্তরা মনঃসংযোগ করতে পারবে না। আমরা দলগত খেলা খেলি, ব্যক্তিগত নয়।

■ প্রতিপক্ষ গোলে হানা দেওয়ার মতো দক্ষ ফুটবলার

ছাঙ্গতে (লালিয়ানজুয়ালা), মহেশ (নাওরেম সিং) ও সাহালের (আবদুল সামাদ) সাম্প্রতিক তথ্য দেখুন। এই তিনজনের নাম করলাম কারণ ওরা অ্যাসিস্ট করায় অনবদ্য। এই কোচের অধীনে আমরা দুই স্ট্রাইকারে খেলি না। কিন্তু এই তিনজন যেমন বল বাড়াতে পারে, তেমনি নিজেরা গোলও করতে পারে উইং ধরে বা পিছন থেকে এসে। তাই আমি সামনে একা থাকলেও এরা আছে সাহায্য করার জন্য। এছাড়া ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ আছে।

■ সতীর্থদের জন্য পরামর্শ

আমি বলব, মাথা ঠান্ডা রাখো। ম্যাচটার গুরুত্ব বোঝো। সঠিক কাজটা করো, যাবতীয় সমস্যাকে দূরে সরিয়ে। জানি এগুলো বলা যত সহজ, কাজে করা নয়। কিন্তু করতে হবে। এই কুয়েত ম্যাচটা আমাদের কাছে বিরাট ম্যাচ।

■ লম্বা সফর ও নিঃসঙ্গতা

১৫ বছর হয়ে গেল বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব খেলছি। তারও আগে থেকে জাতীয় দলে। এখনকার ছেলেদের সঙ্গে বয়সের একটা পার্থক্য হয়েই গেছে। কিন্তু এটা নিয়ে ভাবি না। ফুটবল খেলার সময়ে বয়স নয়, তুমি দলকে কী দিচ্ছ, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমি স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করি। এখন আমার ৩৯ বছর বয়স হলেও একজন তরুণ ফুটবলার যা যা করে আমিও সেগুলোই করি দলের মধ্যে। আমার বার্তা হল, মাথা ঠান্ডা রেখে দলের জন্য যেটা সেরা, সেটা করে যাও।

জয়ের সরণিতে ফিরল বার্সা

বার্সেলোনা, ১৩ নভেম্বর : রবিবার লা লিগায় ডিপোর্টিভো আলাভেসের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে জয় পেল এফসি বার্সেলোনা। চলতি মরশুমে দারুণ শুরুর পর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে অপরাজিত ট্যাগটি হারায় তারা। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছিল দলের ছন্দে থাকা নিয়ে। এদিনও ঘরের মাঠে আলাভেসের বিরুদ্ধে শুরুটা ভালো হয়নি কাতালান দলটির। জুলেস কুন্দেদের ভুলের সুযোগে জাভি লোপেজের ক্রস থেকে গোল করে আলাভেসকে এগিয়ে দেন স্যামু ওমরোদিয়ন। এরপরও তিনবার সহজ সুযোগ পেয়েও যদিও তিনি ব্যবধান বাড়াতে ব্যর্থ হন। যার ফলে বিরতির সময়ে সমর্থকদের রোষের মুখেও পড়তে হয় খেলোয়াড়দের।

দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ায় বার্সা। রক্ষণে ভুল করা কুন্দের ক্রসে ৫৩ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান রবার্ট লেওয়ানডস্কি। এরপর ক্রমাগত চেষ্টা চালানোর পর আবদাল আকবরের চ্যালেঞ্জে ফেরান টোরেস পেনাল্টি জেতেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন লেওয়ি।

চোট সারিয়ে বাইশ গজে প্রত্যাবর্তনের আগে মেন্টর মহেন্দ্র সিং ধোনি ও তাঁর স্ত্রী সাক্ষীর সঙ্গে সময় কাটিয়ে এলেন ঋষভ পন্থ। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

সেমিফাইনাল খেলতে মুম্বই পৌঁছে গেলেন বিরাট কোহলি। সোমবার।

বিরাটের মতো স্বার্থপর হোক বাবররা : ভন

আর্থার দুষলেন পাক বোর্ডের অস্থিরতাকে

লাহোর, ১৩ নভেম্বর : বিশ্বকাপে ভরাডুবি।

সেমিফাইনালের অন্যতম দাবিদার হয়েও গ্রুপ লিগেই বিদায়। সমালোচনা, বিতর্কের চেনা ছবি গত কয়েকদিন ধরেই জারি পাকিস্তান ক্রিকেটে। ব্যতিক্রমও রয়েছে। ওয়াসিম আক্রামের মতো প্রাক্তনদের অনেকে পাশে দাঁড়িয়েছেন বাবর আজমদের। লাহোরে পা রেখে বিমানবন্দরেও রোষের মুখে পড়ার বদলে কিছুটা অবাক করে উষ্ণ অভ্যর্থনাই মিলেছে বাবর ব্রিগেডের। তবে নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা যাচ্ছে না। জানা গিয়েছে, বিশ্বকাপের হতশ্রী পারফরমেন্সের পর্যালোচনা করতে চলতি সপ্তাহে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান জাকা আশরফের সঙ্গে দেখা করবেন বাবর। সেখানেই অধিনায়ক বাবরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে বলে সূত্রের খবর।

বিশ্বকাপের ব্যর্থতা সরিয়ে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। নতুনভাবে স্বপ্ন দেখার যে রাস্তা বাতলে দিচ্ছেন পাক দলের টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থার। জানান, ধারাবাহিকতার অভাব ভুগিয়েছে। যে রোগ সারাতে হবে। পাকিস্তান দলের অন্দরমহলেই শুধু নয়, দল নির্বাচন থেকে পাক ক্রিকেট প্রশাসন-ধারাবাহিকতা জরুরি বলে মন করেন। মিকির দাবি, পাক ক্রিকেট প্রশাসনের ডামাডোল, অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে দলে। দলের পাশাপাশি প্রশাসনেও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েক মাসে যদিও তা ছিল না। আর্থার বলেছেন, 'আমাদের হাতে যা আছে একমাত্র সেদিকেই নজর দিতে পারি। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিকতা আনতে হবে। সাজঘরের ভালো পরিবেশ দরকার, যা খেলোয়াড়দের সেরাটা বের করে আনতে সাহায্য করবে। দলে বেশ কয়েকজন তরুণ ক্রিকেটার রয়েছে। বাইরের সমালোচনা, ক্রিকেট প্রশাসনের অস্থিরতা যাঁদের প্রভাবিত করে। এইসব প্রতিভাকে সুরক্ষিত রাখতে দ্রুত যা বদলাতে হবে।' বাস্তববাদী পাক টিম ডিরেক্টরের মতে, যোগ্য চার দলই সেমিফাইনালের টিকিট পেয়েছে। পাকিস্তান সেমিফাইনালে যাওয়ার মতো ক্রিকেট খেলেনি। নিজেদের ক্রিকেটকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার দরকার ছিল। দল হিসেবে তারা সেই শর্ত পূরণে ব্যর্থ। বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে নাসিম শা-র চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়া ধাক্কা ছিল পেস ব্রিগেড। হাসান আলির মতো অভিজ্ঞ পেসার ডাক পেলেও নতুন বলে শাহিন শা আফ্রিদি-নাসিম জুটির চেনা ম্যাজিক দেখা যায়নি। হতাশা বাড়িয়েছে হ্যারিস রউফের ফর্ম। বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেও, যা নিয়ে কাটাছেঁড়া চলছে।

মিকি আর্থার যদিও জানাচ্ছেন, দলের বোলিং যথেষ্ট শক্তিশালীই ছিল। নাসিমের অভাব অনুভূত হয়নি। ব্যাটিং বিভাগে একঝাঁক ম্যাচ উইনার। মূল সমস্যা হল, দল হিসেবে নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী খেলতে না পারা। যা বিপক্ষে গিয়েছে পাকিস্তানের। বাবরেরও পাশে দাঁড়ালেন। আর্থারের দাবি, প্রতিদিনই শিখছে এবং ব্যর্থতাকে পিছনে ফেলে এগোনোর চেষ্টা করছে। আগামীতে যা সাহায্য করবে বাবরকে। মাইকেল ভন আবার বিরাট কোহলির মতো কিছুটা স্বার্থপর হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পাক ব্যাটারদের। ব্যক্তিগত শতরানের জন্য বিরাটের মন্থর ব্যাটিংকে কটাক্ষ করেছিলেন মহম্মদ হাফিজ। স্বার্থপর আখ্যা দেন। সেই দাবিকে নস্যাৎ করে ভনের পালটা, বিরাটের রাস্তাতেই হাঁটুক পাক ব্যাটাররা। বিরাট মূলত অ্যাঙ্কারের ভূমিকা পালন করছে। ওর ব্যাটিংয়ে সেই দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ঘটেছে। বিরাটের মতো কিছুটা স্বার্থপর হলে লাভবানই হবে বাবররা।

ইনিয়েস্তাকে 'না' মোহনবাগানের

আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ নভেম্বর : আন্দ্রেস ইনিয়েস্তার খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তথা এদেশের ফুটবল ভক্তরা।

এর আগেও বেশকিছু নামীদামি ফুটবলার খেলে গিয়েছেন আইএসএলে। যাঁদের মধ্যে ছিলেন আলেসান্দ্রো দেল পিয়েরো, লুই গার্সিয়া, পোস্তিগা, লুসিও, রবার্তো কার্লোস আবার দিদিয়ের দ্রোগবা-রোনাল্ডিনহোর মতো তারকাদের এজেন্টরা আগ্রহ প্রকাশ করার পরেও তাঁদের আকাশছোঁয়া দর দেখে পিছিয়ে এসেছে ক্লাবগুলো। প্রায় সেরকমই ঘটনা ঘটেছে ইনিয়েস্তাকে নিয়ে। বার্সেলোনার প্রাক্তন এই মহাতারকার তরফ থেকেই যোগাযোগ করা হয় মোহনবাগানের সঙ্গে। জাপানের জে লিগের ভিসেল কোবেতে খেলছিলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে। এই মুহূর্তে তিনি ফ্রি এজেন্ট। তাই তাঁকে যে কোনও দল যে কোনও সময়েই নিতে পারে। কিন্তু সবটাই আটকে যায় ইনিয়েস্তার বিশাল অঙ্কের দর দেখে। তাঁর তরফে ৮ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় ৬৬ কোটি টাকা চাওয়া হয়। ফলে ইচ্ছা থাকলেও এই মহাতারকাকে নেওয়ার আর চেষ্টা করেনি মোহনবাগান। ঘটনা হল, এর আগে গার্সিয়ার মতো দুই-একজনকে বাদ দিলে বাকিরা তারকার আলো নিয়ে এলেও মাঠে হীরকদ্যুতি ছড়াতে পারেননি।

তবে জানুয়ারি উইন্ডোতে সম্ভবত আর্মান্দো সাদিকুর পরিবর্ত নিতে পারে মোহনবাগান। জনি কাউকো যদি ফিট হয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনিই ফিরবেন দলে। কারণ তাঁর সঙ্গে চুক্তি হয়েই আছে মোহনবাগানের। আর তা না হলে নতুন কাউকে দেখা হবে। নেওয়া হতে পারে একজন দেশি সেন্টার ব্যাকও।

ইস্তফা পাক বোলিং কোচের

লাহোর, ১৩ নভেম্বর : পাকিস্তানের বোলিং কোচের দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন প্রাক্তন প্রোটিয়া পেসার মর্নি মরকেল। সোমবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। চলতি বছরের জুন মাসে মরকেল ৬ মাসের চুক্তিতে বোলিং কোচ হিসেবে পাকিস্তান দলে যোগ দেন। কিন্তু বাবর আজমরা চলতি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে না পারায় দায়িত্ব ছাড়লেন মরকেল। এবারের বিশ্বকাপে একটানা চারটি পরাজয় পাক দলের সেমিফাইনালে ওঠার আশা কার্যত শেষ করে দেয়।

বিশ্বকাপে পাকিস্তান দলের হতশ্রী পারফরমেন্সের সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন পাকিস্তান দলের ক্রিকেটাররা। দলের খারাপ পারফরমেন্সের জন্য ওয়াসিম আক্রাম পাক পেসারদের দায়ী করেছেন। বলেছেন, 'এবারের বিশ্বকাপে আমাদের পেস অ্যাটাক ছন্দে ছিল না।' আবার স্পিন বিভাগের দিকে আঙুল তুলেছেন মুস্তাক আহমেদ। এদিকে আগামী ডিসেম্বরে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে নামবে বাবর আজমরা। তার আগে মরকেলের বিকল্প হিসেবে কাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে সে বিষয়ে এখনও কিছু জানায়নি পাকিস্তান বোর্ড।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী : **মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী** কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী- ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ৭ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, ফোন : ০৩৩-২২১০১২০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানামোড়, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড, কোচবিহার- ৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, সরযুপ্রসাদ রোড, নেতাজি মোড়, মালদা- ৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ২৪৩৬২৫১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com uttarbanga@yahoo.com uttarmail2014@gmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in